কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল্, প্রণীত।

প্রকাশক :

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল্,

আলমচাঁদ বাজার, কটক।

১৩১৬।

মূল্য ১৲ টাকা।

সুহৃদ্বর নরেন্দ্রনাথ বসুর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

অর্পিত হইল।

কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চতুর বণিক।
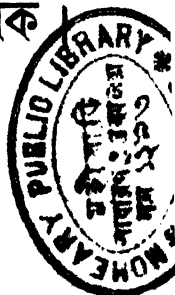
— শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা বলিতেছি। সামান্য বঙ্গ পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু শৈশবাবস্থায় পিতা আমাকে লইয়া ঢাকা সহরে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। তখনও ঢাকার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

পিতা তৎকালীন প্রথানুযায়ী পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সহরনিবাসী স্বল্প সংখ্যক ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল এবং জনসাধারণের নিকট তিনি চরিত্রবান পুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইচ্ছা করিলে উত্তম বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ব্যবসায় দ্বারা অর্থাগমের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইংরাজ প্রবাসীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা হেতু তাঁহার ব্যবসায়ের প্রতি এই অনুরাগ জন্মিয়াছিল।

কাশ্মীর হইতে আগত একঘর বৰ্দ্ধিষ্ণু শেঠ তখন ব্যবসায় উপলক্ষে ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। হরিরাম লছ্‌মন্‌ নামে তাঁহাদের বৃহৎ কারবার চলিতেছিল। হরিরাম এবং লছ্‌মন্‌ দুই ভ্রাতা ছিলেন। হরিরাম কাশ্মীরে থাকিতেন, বাঙ্গলাদেশের কাৰ্য্যভার কনিষ্ঠ লছ্‌মনের উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহারা বহুকাল হইতে ইংরাজদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য স্বদেশ ছাড়িয়া লছ্‌মন্‌ দূর বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। উত্তরভারতবর্ষ মধ্যে বাঙ্গলা দেশই তখন ইংরাজপ্রধান স্থান ছিল।

লছ্‌মন্‌ পিতার একজন প্রধান বন্ধু ছিলেন। লছ্‌মন্‌ পিতাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার সততায় লছ্‌মনের অপরিসীম বিশ্বাস ছিল। পিতাও লছ্‌মন্‌কে সোদরের ন্যায় স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন।

ব্যবসায়ে পিতার অনুরাগের বিষয় লছ্‌মন্‌ অবগত ছিলেন। এক দিন স্বেচ্ছাক্রমে পিতাকে আপনার বিপুল কার্য্যে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। পিতা স্বীকৃত হইলেন। বৈষয়িক কাৰ্য্যবন্ধনে বন্ধুতা সূত্র উভয় মধ্যে আরও দৃঢ় হইল।

পিতার সাহায্যলাভের জন্য কিম্বা লছ্‌মনের ভাগ্যহেতু

হইতে পারে, সেই অবধি লছ্‌মনের ব্যবসায় কার্য্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পিতাও শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে দিবারাত্রি খাটিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশ যুড়িয়া নানাস্থানে লছ্‌মনের আড়ৎ ছিল। পিতা নৌকারোহণ করিয়া ব্যবসায়ের প্রধান স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন এবং আবশ্যক মত ব্যবসায়ের নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া আসিতেন। হরিরাম লছ্‌মনের নাম ক্রমশঃ ভারত-বর্ষীয় ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিল। অপর্য্যাপ্ত অর্থাগম হইতে লাগিল। পিতাও লভ্য অর্থের উচিত অংশ পাইলেন। অবশেষে বঙ্গদেশের জন্য পিতা হরিরাম লছ্‌মনের একজন অংশীদার স্বরূপ গৃহিত হইলেন।

ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রখররূপে চলিয়া থাকে। অগ্রগণ্য ব্যবসায়ীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়া থাকে। হরিরাম লছ্‌মনের সহিত ক্রমশঃ দেশী ও বিদেশী বণিক-দিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল।

জন্ ফ্রিম্যান্ নামক একজন ইংরাজ বণিক লছমনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। লছ্‌মনের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহিত ফ্রিম্যানের ব্যবসায় অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া আসিল এবং তৎসহিত অর্থলাভ হ্রাস হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজসন্তান শীঘ্র পরাভব স্বীকার করে না, বাধা

বিঘ্ন দ্বারা হইয়া চরিত্র কার্য্য ক্ষমতা গুণে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠে। লোক্‌সান্ গ্রাহ্য না করিয়া ক্রিম্যান্ লছ্‌মনের সহিত যথারীতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা রণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে সদরে লছ্‌মনের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইল। যথাসময়ে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। নবাগত কর্ম্মচারীর নাম সুধারাম। তাহার জন্মস্থান অযোধ্যা, বহু-কাল হইতে সে বঙ্গদেশে বাস করিতেছিল। সুধারাম তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ব্যবসায় কর্ম্মে [illegible] পারদর্শী ছিল। ক্রিম্যানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা [illegible] পক্ষ হইতে সে প্রধান শাণিত অস্ত্রের ন্যায় কার্য [illegible]। সুধারাম ক্রমশঃ লছ্‌মনের অতিশয় প্রিয় [illegible]ল।

পিতা কিন্তু সুধারাম সম্বন্ধে [illegible] ভাবিতে লাগিলেন। পর্য্যটন কালে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, সুধারাম সদরের কর্ম্মচারী হইলেও মফস্বলের কর্ম্মচারী-দিগের উপর তাঁহার প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার হইতেছে। ঐ প্রভাব বিস্তারের মূলে যে কোন সদুদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার বোধ হইল না। পিতা তাঁহার সন্দেহ লছ্‌মন্‌কে জানাইলেন। ক্রিম্যানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন এবং সুধারামকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। লছ্‌মন্ পিতার পরামর্শ

বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন কিন্তু সুধারামসম্বন্ধে কোন আশঙ্কার কারণ আছে স্বীকার করিলেন না। অপরন্তু কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে সুধারামের কৌশলে ক্রিম্যান্‌কে বিশ্‌ হাজার টাকা পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, সে বিষয় উল্লেখ করিলেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাত ব্যবসায়ের জীবন! প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভীত হইলে ব্যবসায় চলে না। অদ্য ক্রিম্যানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইতেছে, ক্রিম্যান্‌ না থাকিলে অন্য একজনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইত, লছ্‌মন্‌ পিতাকে বুঝাইলেন।

তাহার পর সেই স্মরণীয় চৈত্র প্রভাতের কথা! বসন্তের পর গ্রীষ্মের প্রথম আগমন। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের দীর্ঘ মন্দ আলিঙ্গনে জগৎকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। প্রভাতারুণরাগস্পর্শে ধরা চুম্বনবিমুগ্ধা আরক্তিমগণ্ড নায়িকার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। মধুর বিহগকূজনবাহী সুগন্ধি সমীরণ অনন্তাকাশ পানে ছুটিয়া চলিয়াছিল। সেই শান্ত পবিত্র প্রভাতে মনে হইতেছিল, সৃষ্টি কেবল সৌন্দর্য্য বিকাশের জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যের আকর জগৎ কেবলমাত্র কমনীয়তার লীলাভূমি, কঠোরতার স্থান সেখানে নাই। মুগ্ধ অন্তঃকরণে সমস্ত জগৎকে একটী প্রীতিপূর্ণ উদার আভরণে আচ্ছাদিত দেখিতেছিলাম।

আমার চিন্তাস্রোত ভগ্ন করিয়া একজন ভৃত্য লছ্‌মন্ শেঠের আগমনবার্ত্তা জানাইল। দূর হইতে দেখিলাম শেঠ্‌জী আমার অভিমুখে আসিতেছেন। এত প্রত্যূষে তাঁহাকে কখন আমাদিগের আলয়ে আসিতে দেখি নাই। তাঁহার বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাহা তাঁহার অভ্যাসানুযায়ী পরিপাটী নহে। অত্যন্ত ব্যস্তভাব, কপালে গভীর চিন্তার রেখা।

নিকটে আসিয়া, স্বল্প কথায়, ব্যগ্রভাবে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতা ?"

পিতা প্রত্যূষে স্নানান্তে আহ্নিকে বসিয়াছিলেন। প্রশ্নের উত্তরে আমি ক্ষিপ্রপদে পিতা যেখানে আহ্নিক করিতেছিলেন তথায় গেলাম। পিতা আহ্নিক সমাপন করিয়া উঠিতেছিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম শেঠজী আমার অনুগমন করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

রুদ্ধকণ্ঠে পিতার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া লছমন্ বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সুধারাম পলাতক! ইংরাজ বণিকদিগের প্রাপ্য দশলক্ষ মুদ্রার মধ্যে দশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি এমত বোধ হয় না।" বলিয়া শেঠজী নিকটস্থ একখানি কেদারায় বসিয়া পড়িলেন।—

ক্রমশঃ সুস্থিরভাব ধারণ করিয়া বিশ্বাসঘাতক সুধারামের

পাপকাহিনী বলিতে লাগিলেন। ধূর্ত্ত সুধারাম ফ্রিম্যানের বেতনভোগী দাসমাত্র ছিল। কৌশলে লছ্‌মনের অধীনে কার্য্যগ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার ব্যবসায়ের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া, অলক্ষিতে ফ্রিম্যান্‌কে সাহায্য করিতেছিল। সুধারামের সহযোগে ফ্রিম্যান্‌ দুর্জ্জয়বেগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাইতে পারিয়াছিল এবং অবশেষে লছ্‌মনের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সুধারাম তাহার কৌশলজাল এরূপ চতুরতার সহিত বিস্তার করিয়াছিল, লছ্‌মন্‌ তাহাকে একদিনের জন্যও সন্দেহ করেন নাই, বিগত রজনী পর্য্যন্ত বিশ্বাসী ভৃত্য মনে করিয়া ব্যবসায়ঘটিত নানা বিষয় তাহার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন।

উচ্ছ্বসিত হৃদয়বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া হস্তদ্বয়ের দ্বারা পিতার দক্ষিণ হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “সময়ে তোমার পরামর্শ অবহেলা করিয়া, এক ভিখারীর দশায় নিজের সহিত নিরপরাধী তোমাকে জড়িত করিয়াছি, এ দুঃখ আমার রাখিবার স্থান নাই।”

বিপদে ধৈর্য্য পিতার চিরাভ্যস্ত ছিল। স্থির মধুর স্বরে লছ্‌মন্‌কে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, “ব্যবসায় চিরকাল দৈবাধীন। চিন্তা করিও না, সৌভাগ্যের ন্যায় মন্দভাগ্যও ক্ষণস্থায়ী।

পিতা কক্ষান্তরে লছ্‌মন্‌কে লইয়া গেলেন।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পিতৃবিয়োগ।

আমি এক শ্রেণীর লোকের উপর বিশেষ প্রকারে বিরক্ত হইতে শিখিয়াছি—তোমাদের ঐ নীতিবিশারদ-দিগের উপর। রহস্য করিয়া বলিতেছি না, আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাঁহারা সত্যবাদী নহেন। যথারূপ বর্ণনা না করিলে আমি সত্যের অপলাপ করা হয় মনে করি। পৃথিবীকে নিখুঁতভাবে ছবি খানির ন্যায় আঁকিয়া সাংসারিক জ্ঞানবিরহিত যুবক হৃদয়ের নিকট স্থাপন করিবার তাঁহাদিগের কি অধিকার আছে? অপার্থিব রঙ্গ ফলাইয়া, কবির মানসবিহারী ঘটনাপুঞ্জ দ্বারা শোভন দর্শন করিয়া জগৎকে প্রলুব্ধ নয়নপথে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্য কি? যাহা কখন জীবনে ঘটিবে না, যাহা মনুষ্য জীবনে ঘটিবার নহে, চিত্তোন্মাদকারী সেই অলীক স্বপ্নের সৃজনে কি ফল? হায়, নীতিজ্ঞেরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, যখন পৃথিবীর মর্ম্মহীন চক্রতলে পড়িয়া অবিরত শোকের দ্বারা মানবহৃদয় দলিত পেষিত হয়, তখন সেই উদ্দাম

তুলিকা-প্রসূত ছবি খানি শোক বেগকে দ্বিগুণ অসহ্য করিয়া তুলে !

ব্যবসায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইবার একমাস পরে সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমার পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন। পলক ফেলিবার পূর্ব্বে যেন সমস্ত পৃথিবীটা আমার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইয়া গেল। শৈশবে আমি মাতৃহীন হইয়াছিলাম।

পিতৃবিয়োগ-শোকে আমি একান্ত অভিভূত হইলাম। দিবারাত্রি আমি পিতার সহিত যাপন করিতাম। পঞ্চদশ বর্ষ বয়স হইতে পিতা সহচরের ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিতেন। আমাকে সঙ্গে না লইয়া পিতা আহারে বসিতেন না, ভ্রমণে আমি সর্ব্বদা তাঁহার অনুগামী হইতাম। এমন বিষয় ছিল না যাহা সূক্ষ্মভাবে আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন না। গভীর নিশীথ পর্য্যন্ত জীবন রহস্য সংক্রান্ত জটিল সমস্যা গুলির সরল মীমাংসা করিতেন। কোন দিবস অল্প ক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে আমার জননীর কথা উত্থাপন করিতেন। তিনি কিরূপ স্নেহশীলা ছিলেন, কিরূপ নিঃশব্দে কষ্ট সহ্য করিতেন, আত্মসুখের প্রতি কিরূপ দৃষ্টিবিহীন ছিলেন, বলিতে বলিতে পিতা অন্যমনস্ক হইতেন। অশ্রুজলে আমার নয়ন

ভরিয়া যাইত। আমার সঙ্গী সহপাঠী ছিল না, এইরূপ পিতাময় জীবন আমি অতিবাহিত করিতে ছিলাম। একবারও আশঙ্কা করি নাই আমাকে এত শীঘ্র পিতৃহীন হইতে হইবে। উচ্ছ্বাসপূর্ণ জীবনাবস্থায় কখন দৈব দুর্ঘটনার বিষয় কল্পনা করি নাই। আমাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তনে আমি কিছু মাত্র বিচলিত হই নাই। পিতার অনুকরণে ঐ বয়স পর্য্যন্ত কোন বিলাস বস্তুর অধীন হইতে অভ্যাস করি নাই। বৃহৎ অট্টালিকার অধিকারী হইয়াও আমাদের অভাব সামান্য ছিল। কিন্তু যখন দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল, পিতার সুমিষ্ট স্বর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিল না, তাঁহার পদস্পর্শ সুখ পর্য্যন্ত দুরাশায় পরিণত হইল, তখন মনে মনে এক অভিসন্ধি স্থির করিলাম। স্থির করিলাম বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া লছ্‌মনের সহিত তাঁহার সেই সুদূর কাশ্মীর দেশে গমন করিব।

লছ্‌মনের কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিবার বিষয় এখনও কিছু বলি নাই। আমার পিতার বাক্যে লছ্‌মন্‌ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পরলোক গমনের পর লছ্‌-মনের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। যেখানে দর্পের সহিত উন্নত মস্তকে কার্য্য করিয়াছিলেন, তথায় দীন দুষ্কর্ম্ম-

কারীর ন্যায় থাকিতে লছ্‌মন্‌ আর স্বীকার হইতে পারিলেন না।

আমি একদিন বৈকালে লছ্‌মনের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলাম। লছ্‌মনের স্ত্রীর নাম নিয়তি। নিয়তি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমাকে রাখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন সে জন্য কয়েক দিন যাবৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার অনুরোধে আমি তখন লছ্‌মনের আলয়ে আহারাদি করিতেছিলাম। আমি কাশ্মীরে যাইব স্থির করিয়াছি শুনিয়া তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। কাশ্মীর কিরূপ শীতল স্থান, কত সুস্বাদুফলে পরিপূর্ণ, রাজার অধীনে বাস কিরূপ সুখকর প্রভৃতি প্রলোভন বাক্য দ্বারা আমার গমনের স্বপক্ষতা করিতে লাগিলেন।

লছ্‌মন্‌ শুনিবামাত্র বাক্যবিনিময় না করিয়া দ্রুতবেগে আমার জন্য কাশ্মীর দেশোপযোগী পোষাক ক্রয়ার্থ বাহির হইলেন।

লছ্‌মন্‌ অপুত্রক ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীর যাত্রা।

তরুণবয়সে আমি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম। আমার পক্ষে স্বদেশ ত্যাগ করিবার কিন্তু কোন কারণ বিদ্যমান ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে পিতা অতুল ঐশ্বর্য্য হারাইয়াছিলেন, কিন্তু আমাকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া যান নাই যাহাতে উপার্জ্জনক্ষম হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে অর্থকষ্ট পাইতে হইত। আমার বিদ্যাভ্যাসের বয়স ছিল না; দেশ পর্য্যটনের বয়স তখনও হয় নাই। দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছার বশীভূত হইয়া বন্ধনশূন্য জীবনকে আমি স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত করিলাম। ভারতবর্ষের মধ্যে হইলেও কাশ্মীর তখন বঙ্গবাসীর নিকট বহুদূরস্থিত অলৌকিক ঘটনা পরিপূর্ণ দুর্গম একখানি ভূখণ্ড বলিয়া পরিচিত ছিল। চিত্ত-বিনোদনের জন্য আমি সেই সুখরাজ্যে গমন করিতেছিলাম না, তৎকালীন মানসিক অবস্থায় পিতৃশূন্য সকল স্থান আমার নিকট মরুভূমির ন্যায় বোধ হইতেছিল। জীবনের

শতস্মৃতির গ্রন্থিস্থল আমার পিতার প্রিয় বন্ধুকে কেবল ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিতেছিলাম।

একদিবস দিবা এক প্রহরের মধ্যে আমরা ভোজনাদি সমাপন করিয়া আমাদিগের দীর্ঘ যাত্রার জন্য বহির্গত হইলাম। পথ এত দীর্ঘ এবং যাইতে এত দীর্ঘ সময় লাগিবে, আমি কল্পনা করিতে পারিলাম না আমরা এক সময়ে আমাদিগের গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিব।

পথিমধ্যে আমাদিগকে এতবার বাহন পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করিতে আমি অক্ষম। কখন দ্রুতগামী নৌকারোহণ পূর্ব্বক সুপ্ত জলরাশি কল্লোলিত করিয়া অগ্রসর হইলাম, কখন গোশকটের উপর ঘর্ম্মাক্ত ধূলি-ধূসরিত বপু দুলাইয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। কখন তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে অনুচ্চ শৈলশিখর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রকৃতির রমণীয় উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিয়াছিলাম, আবার কখন সন্দিগ্ধচিত্তে নিবীড় অরণ্য মন্দপদবিক্ষেপে অতিক্রম করিতেছিলাম।

একদিন দ্বিপ্রহরে আমরা একটী নাতিদীর্ঘ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা অরণ্যসীমাদেশে পান্থশালা পাইব আশা করিয়া যাইতেছিলাম। অল্প পথ যাইবার পর অকস্মাৎ একটী তীব্র পশুচিৎকার আমা-

দিগকে ভীত ও স্পন্দশূন্য করিল। আমাদিগের মধ্যে বয়স্ক অভিজ্ঞ পথিকেরা অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা নিস্তব্ধভাব ধারণ করিলাম। উৎকণ্ঠিত হইয়া কোন ভীষণ বন্যজন্তুর অত্যাচার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমাদিগকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। দূরে দেখিলাম একটী বৃহদাকার হস্তী তাহার শুণ্ড ঘূরাইয়া অগ্রসর হইতেছে। মুহূর্ত্ত পরে বিকট চিৎকারে আবার অরণ্যানি কাঁপিয়া উঠিল। বিদ্যুতবেগে বিস্ফারিত-দংষ্ট্রা তেজস্বী একটী ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া হস্তীর মস্তকের উপর পড়িল। নিমেষের মধ্যে হস্তী তাহার শুণ্ড দ্বারা ব্যাঘ্রকে শত হস্ত দূরে ফেলিয়া দিল। গভীর গর্জ্জন করিয়া ব্যাঘ্র দ্বিগুণ বেগে পুনরায় হস্তীর মস্তক উদ্দেশ্য করিয়া লম্ফ দিল। হস্তী পূর্ব্বের ন্যায় শুণ্ডের দ্বারা ব্যাঘ্রকে সজোরে বহুদূরে নিক্ষেপ করিল। আমরা ভয়সঙ্কুল হৃদয়ে তাহাদিগের ঐ ভীষণ যুদ্ধ দেখিতেছিলাম। অবশেষে দেখিলাম রাগে সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া বৃহৎ এক লম্ফ দিয়া ব্যাঘ্র হস্তীর উপর পড়িল। এবার হস্তী মধ্যপথে শুণ্ডদ্বারা ব্যাঘ্রকে ধরিয়া ফেলিল এবং চকিত-মাত্রে তাহাকে পদতলে নিক্ষেপ করিয়া ভীষণ দলনে তাহার জীবন নিঃশেষ করিল। তাহার পর আনন্দসূচক চিৎকার করিতে করিতে পুনরায় গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল।

এই ঘটনার পর ভীতিশূন্য চিত্তে অগ্রসর হইতে আমাদিগকে পূর্ণ এক ঘটিকা সময় লাগিয়াছিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় পান্থশালায় আসিয়া পথিকেরা মুক্ত হৃদয়ে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। গায়ক অপেক্ষাকৃত উল্লাস মনে তাহার গান ধরিল। বাদ্যকর মধুরতর নিক্কণে শ্রোতাকে পুলকপূর্ণ করিয়া তুলিল। বংশীধ্বনি হৃদয় কাঁপাইয়া ক্ষীণ চন্দ্রালোকের সহিত মিশিয়া গেল। চক্ষুর উপরে জীবন সংগ্রামের সেই ভীষণ অভিনয় দেখিয়া পথিকেরা একবার সুখের আস্বাদ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল।

তাহার পর মাসাবধি কাটিয়া গেল। এক দিন সন্ধার প্রাক্কালে আমরা যমুনার তীরে পৌঁছিলাম। সে দিন সূর্য্যের প্রখরতাপে আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। পথক্লান্তি অপেক্ষা উষ্ণ বায়ুর প্রকোপ আমাদিগের বেশী অসহ্য বোধ হইয়াছিল। স্বচ্ছসলিলা যমুনাকে পাইয়া পুলকিত অন্তঃকরণে পথিকেরা তাহার তীরে বিশ্রাম করিতে লাগিল। গ্রীষ্মকাল; অবিলম্বে অনেকে অবগাহনের জন্য জলে নামিল। নিস্তব্ধ নদীর তীর বহুলোক সমাগমে প্রাণপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোন কালীভক্ত ডুব দিয়া উঠিয়া কালীর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। রাধাগোবিন্দের

নাম গ্রহণ করিয়া কোন পথিক তাহার স্নানকার্য্য সমাপন করিল। শরীর পরিশুদ্ধির পর দেবতার নাম উচ্চারণ কি সুন্দর প্রথা! আমি আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছিলাম, এরূপ সময়ে 'মায়ী' সূচক বালককণ্ঠের আর্ত্তনাদ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া আমরা ছুটিলাম। আমরা যেখানে স্নান করিতেছিলাম তাহার অনতিদূরে আমাদিগের দলস্থ একটী বালক স্নানের জন্য জলে নামিয়াছিল। নিঃশব্দে মনুষ্যাশী একটী বৃহৎ কুমীর আসিয়া বালককে আক্রমণ করিয়া জলের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। বালকের আর্ত্তনাদ আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম। যমুনা প্রস্থে সেখানে অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত হইবে। আমরা ঘটনাস্থলে পৌছিবার পূর্ব্বে কুমীর বালকসহ জলগর্ভে অদৃশ্য হইয়াছিল। আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শূন্য নেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বালকটী আমাদিগের ঠিক দলস্থ একজন না হইলেও, আমাদের সঙ্গে যাইতেছিল এবং আমরা তাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছিলাম। সে কাশী ধামে আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। অনাথ বালক আমাদিগের সহিত চাকরী অন্বেষণে যাইবার জন্য সঙ্গভিক্ষা করিয়াছিল। দল পুষ্টির দিকে আমাদিগের বেশ দৃষ্টি ছিল, কিন্তু বালকের দুঃখ কাহিনীতে বিগলিত হইয়া আমরা তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম।

তাহার জীবনের এইরূপ অবসান দেখিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইলাম। মুহূর্ত্তের জন্য, বোধ করি, সে জীবনে সুখভোগ করে নাই। অবশেষে কোমল বয়সে হিংস্র জন্তুর কবলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইল! ঐ জীবনটী সৃজন করিয়া বিধাতার কি উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছিল বুঝিতে পারিলাম না।

আমরা সন্তপ্ত হৃদয়ে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পান্থাশ্রমের অভিমুখে গমন করিলাম।

ক্রমশঃ কাশ্মীর সন্নিকট হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে আমাদিগের মধ্য হইতে দু'এক জন যাত্রী তাহাদিগের গম্যস্থান উপনীত হওয়াতে বিদায় লইয়া যাইতে লাগিলেন। সে বিদায় বড়ই মর্ম্মস্পর্শী! বহুদূরগামী সহযাত্রীর সহিত অল্প সময়ের মধ্যে সখ্যভাব স্থাপন হইয়া থাকে। যাহার সহিত নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দিবারাত্র মিলন সুখে অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাকে বিদায় দিবার সময় বুকের ভিতর যেন শূন্য হইয়া আসে।

অনেক দিন আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। আমার অনভ্যাস হেতু দিবসে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং রাত্রে শীত বোধ তেমন ভাল লাগিতেছিল না।

আমাদিগের যাত্রী সংখ্যা তখন অনেক কমিয়া আসিয়াছে, এক দিন বৈকালে নিকটবর্ত্তী গ্রামের অভিমুখে শীঘ্র যাইবার

জন্য আমরা আদিষ্ট হইলাম। কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেবল আদেশ পালন করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ বয়স্ক যাত্রীরা ভয় এরূপ বাড়াইয়া দিলেন, আমরা যথারীতি দৌড়াইতে লাগিলাম। শকটের বলীবর্দ্দগুলি বিস্ফারিত নেত্রে লাঙ্গুল উত্তোলন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। কেবল বহুদূরে দেখিলাম অসংখ্য চিল, শার্দ্দুল, কাক ও পক্ষীকুল উড়িতেছে। দেখিয়া এক অজানিত আশঙ্কায় আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। গ্রামে পৌঁছিবার সঙ্গে ধূলিরাশিতে চারি দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। প্রবল বেগে পবন বহিতে লাগিল। ক্রমশঃ ঝড় এত প্রবল হইয়া উঠিল, আমরা গৃহ মধ্যে থাকিয়াও তাহার বেগ অনুভব করিলাম। অদূরে বৃক্ষোৎপাটনের শব্দ আমাদিগের ভীতি জন্মাইতে লাগিল। যাঁহার বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, দেখিলাম তাঁহার এক খানি গৃহের চালা সজোরে উত্তোলিত হইয়া বহুদূরে প্রেরিত হইল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ প্রবল বাত্যা বহিল, তাহার পর সহস্র কামাণ-নিঃসৃত ঘোর শব্দে দিক্ প্রকম্পিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হইতে লাগিল। শুনিলাম এক বৃহৎ জলস্তম্ভ চূর্ণ হইয়া ঐ অমানুষিক শব্দ উৎপাদন করিয়াছিল।

বৃষ্টি থামিবার পর চতুর্দ্দিক হইতে জীব জন্তু বিনাশের সংবাদ আমাদিগকে ত্রাসিত করিল। নির্ব্বিঘ্নে প্রাণরক্ষা

করিতে পারিয়াছিলাম ভাবিয়া আমাদিগকে অত্যন্ত সৌভাগ্য-শালী মনে করিলাম।

শেষ কয়েক দিবস আনন্দে পথ অতিবাহিত করিয়াছিলাম। একদিন প্রদোষে কুলায় প্রত্যাগমনাভিমুখী বিহঙ্গম সমভিব্যাহারে আমাদিগের গন্তব্যস্থান রামনগরে পৌঁছিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামলাল।

পরিবর্ত্তনশীলতা মনুষ্যজীবনের একটী প্রধান ধর্ম্ম। পিতার মৃত্যুর পর প্রথম শোকভারাবসন্ন অবস্থায় ভাবিয়াছিলাম অবশিষ্ট জীবন তিমিরাচ্ছন্ন একটী দীর্ঘ রজনীর ন্যায় অতি-বাহিত করিতে হইবে। তাহার পর ছয়মাস, ঘটনাপূর্ণকাল, যাহা কি একটী জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, গত হই-য়াছে। শোকের গভীরতা সেইরূপ ছিল, কিন্তু জীবন পরিবর্ত্তন-স্পর্শানুভবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, উপলব্ধি করিতে-ছিলাম। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া মানবিক চিত্তপ্রবণতা রোধ করা সম্ভব কখনই হইতে পারে না। কাতর হৃদয়ে বলিতে পার জীবনে সুখের অবসান হইয়াছে, কিন্তু স্বভাব তাহার কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে না। শোকটীকে চিরকালের জন্য আলিঙ্গনে বদ্ধ রাখিয়া, তাহাতে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন কার্য্যে ব্যাপৃত প্রকৃতি সে গ্রন্থি শিথিল করিতে প্রয়াস পায়। যে শোক কমিবার নহে, তাহা কমে না; যে বিচ্ছেদ মৃত্যুর ছায়াস্বরূপ তাহার গভীরতা

অভগ্ন থাকে, কিন্তু সময় ধর্ম্মের বশীভূত হইয়া তীব্রতা হারাইতে হয়। সেই মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক শূন্য ভাব স্থায়ী থাকে না। নিয়মাধীন হইয়া আমি চিত্তের সেইরূপ পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছিলাম।

রামনগর একটী ক্ষুদ্র সহর। রাজধানী সন্নিকট হেতু ঐশ্বর্য্যশালী লোকদিগের নিকট রামনগর সুন্দর বাসোপযোগী স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। অদূরে পর্ব্বতমালা অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতিরূপে বিস্তীর্ণ ছিল। নিস্তব্ধ রজনীতে জলপ্রপাতের শব্দ প্রাণযুক্ত শৈলের প্রশ্বাসের ন্যায় নগর মধ্যে শুনা যাইত। কঠিন রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া প্রকৃতির নির্জ্জন মাধুরী ভুঞ্জনেপ্সু কর্ম্মচারীর পক্ষে রামনগরের অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় স্থান আর ছিল না।

রামনগর হরিরাম এবং লছ্‌মনের জন্মস্থান। সুদীর্ঘ ভূমিখণ্ডের উপর নাতিবৃহৎ একটী অট্টালিকা তাঁহাদের সুরুচির পরিচয় দিতেছিল; দর্শনপ্রিয় লতা ও পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা অট্টালিকাটী বেষ্টিত রহিয়াছিল।

হরিরাম প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে আমাকে পরিতুষ্ট করিলেন। তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও হরিরাম অতিশয় সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্বর্গগত পিতার অত্যন্ত সুখ্যাতি করিলেন এবং দূর বঙ্গদেশে লছ্‌মনের সহোদরের ন্যায়

কার্য্য করিয়াছিলেন সে জন্য বার ২ তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সজলনয়নে বৃদ্ধ আমি যে পিতৃহীন হইয়াছি মনে করিতে নিষেধ করিলেন।

কিছুকাল অতিবাহিত হইল। আমি ক্রমশঃ হরিরামের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইলাম। এক দিন স্থানীয় ধনশালী যুবকদিগের মধ্যে ব্যবহৃত একটী সুদৃশ্য বহুমূল্য মুক্তারমালা আমাকে উপহার দিলেন। আমি ঐ রত্নমালা গ্রহণ সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। হরিরাম স্বীয় হস্তে তাহা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া আমার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিলেন।

আমি এত স্নেহের মধ্যে থাকিয়াও কার্য্যাভাব হেতু অশান্তি বোধ করিতেছিলাম। উপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া আলস্যে সময় অতিবাহিত করা উচিত মনে করিলাম না। হরিরামের নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করিলাম। হরিরাম বলিলেন কয়েক দিবস হইল তাঁহার ভ্রাতার সহিত ঐ বিষয়ের পরামর্শ করিতেছিলেন। নিয়তিও স্বতঃপ্রণোদিতা হইয়া তাঁহাদিগকে সে সম্বন্ধে অনুযোগ করিয়াছিলেন। আমি প্রতিপদে তাঁহাদিগের আন্তরিক স্নেহের পরিচয় পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিলাম।

ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ভ্রাতৃযুগলের অবস্থার কোন

বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাঁহারা অত্যন্ত ধনশালী ছিলেন এবং ব্যবসায় দ্বারা তখনও প্রভূত ধনলাভ করিতেছিলেন। আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ হইতে বোধ হইল তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা আমাকে সাহায্য দ্বারা জীবনের মত অর্থচিন্তা হইতে মুক্ত করেন। কেবল আমার মনে কষ্ট দিবার আশঙ্কায় সেরূপ কোন প্রস্তাব করিতে পারিতেছিলেন না।

ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইব না তাহা আমি পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলাম। তাঁহারাও আমার বাণিজ্য অবলম্বন সম্বন্ধে সম্মত ছিলেন না। লছ্‌মনের মতে শিক্ষিত যুবকের ব্যবসায় ছাড়া করিবার কার্য্য অনেক আছে। কেবল অর্থ উপার্জ্জন জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। জ্ঞান উপার্জ্জন, চরিত্র গঠন এবং সম্মানের সহিত স্বদেশের উপকার সাধনও উন্নত জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিয়দ্দিবস পরে নিয়তির সহোদর তাঁহার ভগিনীর আলয়ে আসিলেন। আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, ভগিনীর দ্বারা আহুত হইয়া তিনি তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতির কথা আমি স্থানীয় লোকমুখে শুনিয়াছিলাম। মহারাজার তিনি এক জন সম্মানিত প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন এবং কাশ্মীরে তাঁহার আধিপত্য সকলে একবাক্যে স্বীকার করিত।

রামলাল আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরে আমাকে ডাকিলেন। দেখিলাম তাঁহার বয়স পঞ্চাশের বেশী হইবে না। উন্নত ললাট, তেজঃব্যঞ্জক বপু, এবং অতিশয় কমনীয় আকৃতির পুরুষ। তাঁহার চক্ষুর জ্যোতি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। দৃষ্টি স্থির এবং কোমল; অথচ নয়নের প্রতি চাহিয়া দেখিলে মনে হয় তাঁহার নিকট অন্তরের কোন কথা গোপন রাখা অসাধ্য।

তিনি আমার প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে দেখিলে আমাদের দেশের লোক বলিয়া মনে হয়।"

লছ্‌মন্ পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বঙ্গদেশে সুন্দর পুরুষের অভাব নাই।"

সুপুরুষ এবং বলিষ্ঠকায় বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল। আমি ইংরাজী জানি শুনিয়া রামলাল প্রীত হইলেন। রাজকীয় কর্ম্মভার তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, অথচ কার্য্য এরূপ গোপনীয় সহসা কোন ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমাকে বলিলেন, "যদি আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে মনে কর, তাহা হইলে মহারাজার সম্মতি লইয়া তোমাকে আমার সহকারীস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারি।"

নিয়তি বলিয়া উঠিলেন, "শৈলেন্ নিশ্চয় পারিবে।" তিনি স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে আমার অসাধ্য কোন কার্য্য আছে বিশ্বাস করিতেন না। আমি তাঁহার নিকট অসীম ক্ষমতা-শালী একটী ক্ষুদ্র দেবতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতাম।

আমি কিছু লজ্জিত ভাবে বলিলাম, "পূর্ব্বে কোন কর্ম্ম করি নাই, সে জন্য আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম। তবে যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব, আমার দ্বারা কখন রহস্য ভেদ হইবে না, নিশ্চিত বলিতে পারি।"

রামলাল সম্ভবতঃ আমার শেষ কয়েকটী কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কারণ কিছু উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তুমি পারিবে, কল্য আমার সহিত রাজধানীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।"

নিয়তি এতক্ষণ আগ্রহের সহিত তাঁহার ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, আমি অযোগ্য বিবেচিত হইতে পারি সে জন্য বিশেষ আশঙ্কান্বিতাও হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার যাইবার কথা স্থির হইল শুনিয়া তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। আমি তাঁহার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার পৃষ্ঠে সস্নেহে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "এখানে মধ্যে মধ্যে আসিবে ত?"

আমি চক্ষুর জল রোধ করিয়া বলিলাম "অবসর পাই-লেই আসিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামলালের ভবন।

রাজধানীতে রামলালের আলয়ে আমি যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। রামলালের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা দেখিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত হইলাম। তাঁহার বাসগৃহের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, রমণীয় কার্য্যকুশলতা এবং অপরিমিত অর্থব্যয়ের পরিচয় পাইলাম।

বহির্বাটী অন্তঃপুর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া কাছারী বাড়ী রহিয়াছিল। রামলাল বাটীতে অবসরমত রাজকার্য্যে সাহায্য পাইবার জন্য অনেকগুলি কর্ম্মচারী রাখিয়াছিলেন। তাহাদিগের স্বতন্ত্র দপ্তর ছিল এবং বাসোপযোগী গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাছারীসংলগ্ন তাঁহার তোষাখানা ছিল। তথায় দিবারাত্র অস্ত্রধারী প্রহরী থাকিত।

তাহার পর সুন্দর মর্ম্মরনির্ম্মিত বৈঠকখানা। বহুমূল্য চিত্রপট এবং আলোকাধার দ্বারা কক্ষগুলি সুসজ্জিত ছিল।

কুসুমাধিক কোমল গালিচা বিস্তৃত ছিল এবং রত্ন-খচিত আসনগুলি গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। রইস ওম্‌রাহগণ দরবারে যেরূপ রাজপ্রসাদ লাভার্থ যাইতেন, সেইরূপ মধ্যে মধ্যে রামলালের আলয়ে আসিয়া সাদর সম্ভাষণ দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতেন।

বৈঠকখানার অব্যবহিত পরে নাট্যশালা। রামলাল অত্যন্ত সঙ্গীতোৎসাহী ছিলেন। বেতনভোগী গায়ক এবং বাদক অনেকগুলি ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর নৃত্যগীত হইত। মধ্যে মধ্যে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী এবং অন্য সম্মানীয় ব্যাক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। সে রাত্রে সুন্দরী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতধ্বনি সজ্জিত বিচিত্র আলোকমালা সহযোগে স্থানটীকে অমরাপুরীর ন্যায় স্বপ্নময়ী করিত।

নাট্যশালার সংলগ্ন রহিয়া বৃহৎ একটী পুষ্পোদ্যান নয়নপ্রীতিকর শোভা বিস্তার করিতেছিল। তন্মধ্যে স্বচ্ছবারিপরিপূর্ণ একটী পুষ্করিণী ছিল। আমি এক-স্থানে এত প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশির সমাবেশ কখন দেখি নাই। কল্পনাতিরিক্ত মধুর সুগন্ধ দ্বারা উদ্যানটী সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। উদ্যানের স্থানে স্থানে আলোকাধার প্রোথিত ছিল। পুষ্করিণীর ধারে মর্ম্মরনির্ম্মিত বসিবার স্থান সকল ছিল। উদ্যানের মধ্য দিয়া ভ্রমণকারীর

ব্যবহারের জন্য নাতিক্ষুদ্র পথ রহিয়াছিল। চিত্তপ্রহ্লাদনের জন্য এরূপ দ্বিতীয় স্থান আমি কল্পনা করিতে পারিতাম না।

তাহার পর হস্তীশালা এবং অশ্বশালা। কিয়দ্দূরে সুদৃশ্য পিঞ্জরের মধ্যে নানা বর্ণের পক্ষী। ধনশালী লোকদিগের মধ্যে তখন পক্ষীর আদর বিশেষ পরিমাণে লক্ষিত হইত। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া পক্ষীর সুমধুর কূজন একটী উপভোগ করিবার বস্তু ছিল। তৎপরে নহবদের জন্য স্থান ছিল। এতদ্ব্যতীত বহির্বাটীতে অতিথি এবং আগন্তুকের জন্য গৃহ সকল ছিল।

অন্তঃপুরও সজ্জিত কক্ষমালা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। বিস্তৃত উদ্যান এবং তন্মধ্যে স্নানের জন্য পুষ্করিণী ছিল। অন্তঃপুরের নাট্যমন্দিরও একটী বিশেষ আকর্ষণের স্থান ছিল। মহিলাগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিবার জন্য গায়িকা এবং নর্ত্তকী নিযুক্ত ছিল। পুরুষ গায়ক অপেক্ষা সেই রমণী গায়িকারা সঙ্গীত বিদ্যায় কোন অংশে নিকৃষ্টা ছিল না। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে সুন্দররূপে তারযন্ত্র বাদ্য করিতে পারিত।

শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে রমণী অনেক বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কষ্টময় সাংসারিক জীবনে স্নিগ্ধতা আনয়ন করিতে পারে। জগতে বহুকাল হইতে পুরুষের প্রাধান্য

চলিতেছে। রমণীরা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন, পুরুষের ইঙ্গিত মাত্রে চালিত হইয়া থাকে। রমণীদিগকে পুরুষভাবাপন্ন করিবার বাঞ্ছা না রাখিয়া, তাহাদিগের উন্নতি যে অনেক প্রকারে অবহেলা করা হইয়াছে, মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। নারী পুরুষের অধীন হওয়া স্বভাবের কার্য্য এবং বিধাতার ইচ্ছা, পুরাতন উক্তির অমর্য্যাদা করিবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির উদাসীনতার মূলে পুরুষদিগের প্রভাব অব্যাহত রাখিবার যে একটী ইচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকে স্বীকার করিতে হইবে। জীবের ক্রমবিকাশ যদি সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হয়, পুরুষের শত ইচ্ছাসত্ত্বেও রমণীর সর্ব্বতোভাবে উন্নতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

রামলালের একটী কন্যা এবং দুইটী পুত্র ছিল। কন্যা যমুনা প্রথম সন্তান এবং অবিবাহিতা যুবতী ছিলেন। পুত্রেরা অল্পবয়স্ক বালক ছিল। রামলালের স্বর্গগত ভ্রাতার একটী পুত্র তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিল। পান্নালাল আমার অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। ধনসম্পন্ন লোকের ন্যায় রামলালের অনেকগুলি আত্মীয় কুটুম্বও তাঁহার আশ্রয়ে যত্নে বাড়িতেছিল।

আমার ব্যবহারের জন্য অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী একটী

দ্বিতলগৃহ অর্পিত হইয়াছিল। দ্বিতলে দুইটী কক্ষ ছিল। তথা হইতে উদ্যান এবং পুষ্করিণী সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হইত। আমার সেবার জন্য দুইজন ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছিল।

আসিবার কয়েক দিবস পরে নিয়তির নিকট হইতে কতকগুলি রুদ্ধ পেটিকা পাইলাম। পাইয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। খুলিয়া দেখিলাম পেটিকাকয়টী যুবকের ব্যবহার্য্য মহার্ঘ দ্রব্যে পরিপূর্ণ। বহুমূল্য শাল, রুমাল, কারুকার্য্যখচিত বিভিন্ন রকমের পোষাক, মনোহর উষ্ণীষ, স্বর্ণ এবং হীরকাঙ্গুরীয় প্রভৃতি তন্মধ্যে ছিল। নিয়তির একখানি পত্রও ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, "রাজদ্বারে সম্মানের সহিত কার্য্য করিতে গেলে পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। তোমার জন্য কতকগুলি পোষাক পাঠাইলাম। তথাকার প্রচলিত রীত্যনুযায়ী যে কোন বস্তুর প্রয়োজন বোধ করিবে আমাকে জানাইলে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পান্নালাল।

সহোদরার অনুগ্রহভাজন হইবার পর রামলালের স্নেহ-লাভ করিতে আমার বেশী বিলম্ব হইল না।

প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় রামলালের পুত্রদ্বয় প্রথম হইতে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বালক হৃদয়ের স্নেহলাভ অনায়াসে হইয়া থাকে। ক্রমশঃ সমস্ত কার্য্যে তাহারা আমার পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করিতে লাগিল এবং তাহাদের আমোদে যোগ না দিলে দুঃখ প্রকাশ করিত। আমার প্রশংসালাভের জন্য উভয় মধ্যে বালকসুলভ প্রতিযোগিতাও হইত।

বয়ঃপ্রাপ্তিহেতু যমুনা আমার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করিত না। কিন্তু মাতার আদেশে আমার জন্য নানাবিধ ক্ষুদ্র কার্য্য সম্পন্ন করিত এবং আমার সমক্ষে আসিতে লজ্জাবোধ করিত না। যমুনা অলৌকিক সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ছিল। প্রথম দর্শনে অভিনব সৌন্দর্য্যরাশির

যে বৈদ্যুতিক প্রভা নয়নসম্মুখে খেলিয়াছিল, নিয়মিত দর্শনে তাহা উজ্জ্বলতর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা তীব্রতাবর্জ্জিত ছিল। চঞ্চলতা এবং স্থৈর্য্যের মধুর সম্মিলনে যমুনার চিত্তাকর্ষণ ক্ষমতা শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল।

পান্নালালের সহিত আমার সদ্ভাব বৃদ্ধি কিন্তু আঁশানুরূপ হইল না। এস্থলে সৌভাগ্য আমাকে সাহায্য করিতে অপারগ হইল। দেখিলাম আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবার পান্নালালের কয়েকটী কারণ রহিয়াছে। তিনি আমার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকা হেতু কতকটা তাচ্ছিল্য দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতেন। সাংসারিক অভিজ্ঞতাশূন্য নব্য যুবক বলিয়া আমাকে পরিহাসের পাত্র মনে করিতেন। যদিও বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবের কোন পরিচয় দিই নাই, তথাপি আমি তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, অতএব আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন মনে করিতেন না। পান্না-লাল অত্যন্ত চঞ্চলপ্রকৃতি এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন। আমোদ আমিও ভাল বাসিতাম কিন্তু পান্নালালের ন্যায় দিবারাত্রি প্রমোদ বিহারে যাপন করিবার পক্ষপাতী ছিলাম না। রাজকার্য্যেও আমাকে অনেক সময়ে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তজ্জন্য পান্নালাল আমার সহিত সেরূপ সহানুভূতি অনুভব করিতেন না।

সর্ব্বাপেক্ষা আমার প্রতি রামলালের স্নেহ প্রদর্শন,

পান্নালালের বিরক্তি ভাজনের প্রধান কারণ ছিল। পান্না-লালকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার রামলালের শতচেষ্টা বিফল হইয়াছিল। পান্নালালের আপত্তি এবং যুক্তির সীমা ছিল না। সে গুলি কার্য্যক্ষম না হইলে অবশেষে তিনি মাতার আশ্রয় লইতেন। পতিবিরহকাতরা স্নেহশীলা মাতা পুত্রের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে অন্যমত করিতেন না। রামলালও ভ্রাতৃজায়ার মতবিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমার আগমনের পর, তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোন কারণে অবহেলা করিতেছিলেন বোধ হইল না, শিক্ষিত ও উন্নত-হৃদয় রামলালের পক্ষে তাহা অসম্ভব ছিল। পান্নালাল কিন্তু অলীক কারণ ধরিয়া আমাকে তাঁহার স্নেহের সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিতে লাগি-লেন। তাঁহার পিতা বিশেষ কিছু অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। রামলালের অতুল ধন-সম্পত্তি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ছিল। অতএব পান্নালাল তাঁহার খুল্লতাতের অনুগ্রহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। আমার উপর রামলালের স্নেহ বৃদ্ধির সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ আশা তিরোহিত হইতেছে, মনে করিলেন।

পান্নালাল আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রমে পতিত হইয়া-ছিলেন। জীবনে অর্থোপার্জ্জন মনুষ্যের একটী প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইলেও, অর্থপ্রহেলিকায় আমি যেরূপ

অনাকৃষ্ট ছিলাম, কাহারও আশার পথে প্রতিবন্ধক হইতে তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে অনিচ্ছুক ছিলাম। নিদারুণ শোককাতর হৃদয়ে, পিতার পরম আত্মীয়ের স্নেহাধীন হইয়া, আমি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছিলাম। তাহার পর ইচ্ছা করিলে রামনগরে হরিরাম এবং নিয়তির অপরিমিত স্নেহের অধিকারী হইয়া বিনা যত্নে লভ্য অর্থরাশি ভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি সেই প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, জীবনকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য, রামলালের সহিত আসিয়াছিলাম। তিনি স্নেহপরিচালিত হইয়া আমাকে সাহায্যদান করিয়াছিলেন, নচেৎ কখনই আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতাম না—মনুষ্যতার সে বিকাশ আমার জীবনের প্রারম্ভে ঘটিয়াছিল। হৃদয় উচ্চাশাশূন্য ছিল না, জীবনে সম্মানিত, খ্যাত ও ধনশালী হইবার কামনা অনেক সময়ে মনকে বিচলিত করিত। কিন্তু জীবনের উন্মেষোন্মুখ কালে গভীর শোকের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, জগৎকে আমি একটী তমসাবৃত আবরণের মধ্য হইতে দেখিতেছিলাম। অনিশ্চিত জীবনের চিত্তাকর্ষক মোহে প্রলুব্ধ হইবার বাসনা অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছিল। প্রত্যেক সুখ আশায়, আমি শোকের একটী গভীর ছায়া অঙ্কিত দেখিতে পাইতাম।

আমার হৃদয়ভাব অনুভব করিবার অভিরুচি ও ক্ষমতা পা রামলালের ছিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বীর বাঙ্গালী।

নীরবে রামলালের রাজকার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলাম। শোকচিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমার নিয়মিত কার্য্য ছাড়া রামলালের নিকট হইতে কার্য্য চাহিয়া লইয়া তাহা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতাম। আরব্য ভাষা শিখিবার সুবিধা আছে দেখিয়া একটী শিক্ষকের সাহায্যে তাহা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। পারস্য ভাষা আমি পূর্ব্ব হইতে জানিতাম।

কার্য্যের জন্য কদাচিৎ আমাকে রাজসম্মুখে যাইতে হইত, কিন্তু রামলাল সুযোগ পাইলেই আমাকে মহারাজার নিকট লইয়া যাইতেন এবং কথাপ্রসঙ্গে কার্য্যনিপুণতার জন্য আমার প্রশংসা করিতেন। যথার্থপক্ষে, আমার সাহায্য পাইয়া, রামলাল পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী অবসর ভোগ করিতেছিলেন।

একদিন প্রাতে কার্য্যোপলক্ষে রামলাল এবং আমি অশ্বারোহণে রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বায়ুসেবন-

মানসে আমরা একটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘপথ অবলম্বন করিয়া চলিলাম। সুন্দর তেজস্বী অশ্বযুগল পথিকমাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রামলালকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখিয়া অনেকে অভিবাদন করিল। বয়স বেশী হইলেও রামলাল অশ্বারোহণে পটু ছিলেন। আমি বাল্যকাল হইতে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতাম, এবং দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়া অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতাম।

আমরা অশ্বের বল্গা শিথিল করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। ক্রমে জনপূর্ণ একটী বাজারের সম্মুখীন হইলাম। দেখিলাম দূরে জনস্রোত, যেন কোন আশঙ্কার বশীভূত হইয়া, ভিন্ন হইয়া, রাজমার্গের উভয়পার্শ্বস্থিত বিপণীমধ্যে আশ্রয় লইতেছে। আমি রামলালের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, তীরবেগে বৃহৎ একটী অশ্ব ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহী বহুযত্ন সত্ত্বেও তাহার গতিরোধ করিতে পারিতেছিল না, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে অশ্ব হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল। অদূরে অশ্বের মার্গে একটী গভীর খাদ রহিয়াছে, দেখিলাম। আমি আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ক্ষিপ্ত অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া আমার অশ্ব ছুটাইলাম। বিদ্যুৎবেগে যাইয়া

আমার অশ্ব সেই অশ্বটীর সম্মুখীন হইল। পলক ফেলি-বার পূর্ব্বে, কৌশলের সহিত আমার অশ্বকে ঘুরাইয়া, হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক অপর অশ্বের বল্‌গা দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ করিয়া ধরিলাম। তেজস্বী অশ্বের উন্মত্ত চেষ্টাসত্ত্বেও অগ্রসর হইবার সাধ্য রহিল না। অশ্বারোহী লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। অশ্বের গতিরোধ হইয়াছে দেখিয়া, অপেক্ষাকৃত সাহসী নাগরিকেরা আসিয়া অশ্বকে ধরিল। আমি তখন পর্য্যন্ত অশ্বারোহীকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। অশ্ব হইতে নামিয়া দেখিলাম অশ্বারোহী কাশ্মীরের যুবরাজ!

কুমার প্রকাশ্য রাজমার্গে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং কিরূপে অশ্ব অসংযত হইয়াছিল বলিতে লাগিলেন। তখন রামলাল সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমার জীবনের সেই একটী স্মরণীয় দিন! প্রাসাদে যখন ঐ ঘটনার সংবাদ নীত হইল, মহারাজা দরবারে আসীন ছিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর আমরা তথায় আসি-লাম। মহারাজ উন্মুক্তহৃদয়ে রাজসভায় আমার সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "যুবক! অদ্য বীরত্ব-প্রকাশদ্বারা রাজকুমারের প্রাণরক্ষা এবং তোমার জন্মভূমির

মুখোজ্জ্বল করিয়াছ!” রত্নমণ্ডিত বহুমূল্য উষ্ণীষ এবং তরবারি আমাকে খিলাত্ স্বরূপ প্রদান করিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে আমি সমস্ত রাজপুরুষদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম। সাদর সম্ভাষণ দ্বারা পরিতুষ্ট করিবার জন্য সকলে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। একাধিক রাজ-পুরুষ দ্বারা আমি নিমন্ত্রিত হইলাম।

রাজ-অন্তঃপুর হইতে রাজ্ঞী রত্নবলয় এবং মূল্যবান্ হীরকাঙ্গুরীয় আমাকে উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ আমি একটী বন্ধুরত্ন পাই-লাম। ঐ ঘটনার পূর্ব্বে রাজকুমারের সহিত আমার সামান্য পরিচয় ছিল, কিন্তু সেই দিবস হইতে রাজ-কুমারের সহিত চিরবন্ধুতাপাশে বদ্ধ হইলাম।

রামলাল আমাকে প্রশংসিত এবং গৌরবান্বিত হইতে দেখিয়া আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তিনি আমার গৌরবলাভে, উদার অন্তঃকরণে, আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল।

আর পান্নালাল—তিনি আমার সহিত একরূপ আলাপ বন্ধ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনুরাগ।

রাজকুমারের বিপদুদ্ধারের জন্য বহু সহস্র দীন-দরিদ্রকে রাজকোষ হইতে অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ করা হইল।

পরদিবস রাজাজ্ঞায় নগর আলোকমালায় সজ্জিত হইল। রমণীয় সৌধমালাপরিপূর্ণ রাজধানী বহুবর্ণের আলোকভূষিত হইয়া, রত্নালঙ্কৃতা অঙ্গনার ন্যায়, দেখিতে হইল। ধনীর প্রাসাদ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইয়া নাগরিক-গণের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল।

সে রাত্রে রামলালের আলয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আড়ম্বরের আয়োজন হইয়াছিল। তিনি শতাধিক বন্ধুকে আমন্ত্রণ করিয়া আনন্দভোজ দিতেছিলেন।

বহুমূল্য বস্ত্রদ্বারা গৃহতল আচ্ছাদিত হইয়াছিল। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং চিত্রিত কক্ষগুলি উজ্জ্বল আলোকরাশিতে মণ্ডিত হইয়া, দূর হইতে নক্ষত্রসুশোভিত অম্বরের ন্যায় প্রতিপন্ন হইতেছিল।

সন্ধ্যাগমনের সহিত নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসিতে লাগিলেন। রত্নখচিত বহুবিধ উজ্জ্বলবর্ণের পরিধান দ্বারা কক্ষগুলির শোভা বর্দ্ধিত হইল। সুবর্ণপাত্রে সুবাসিত তাম্বূল বিতরিত হইতে লাগিল। যত্নে রচিত চিত্তহারী পুষ্পমালা নিমন্ত্রিতদিগের কণ্ঠে রামলাল পরাইয়া দিলেন। ভৃত্যগণ মুহুর্মুহু সুগন্ধি নির্য্যাস বিলাইয়া সমাগত লোক-বৃন্দের পরিতোষ জন্মাইতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রৌপ্যপাত্রে সুমধুর পানীয় আসিল। আঙ্গুরের ন্যায় সুদৃশ্য কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট আতস্ নামে এককপ্রার ফল কাশ্মীরে জাত হইত। অধিক মূল্য হেতু কেবল ধনীদিগের মধ্যে তাহার প্রচার ছিল। ঐ ফল হইতে সুস্বাদু সরবৎ প্রস্তুত হইত, তাহাতে অল্প মাদক গুণ থাকিত। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে সেই সরবত্ বিতরিত হইল।

সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে প্রশংসা-ধ্বনি দ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ হইতেছিল। কেহ পুলকিতহৃদয়ে স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা গায়িকাকে পুরস্কৃত করিতেছিলেন, কেহ বা মুগ্ধান্তঃকরণে কণ্ঠ হইতে কুসুমমালা খুলিয়া উপহার দিতেছিলেন।

এইরূপ প্রমোদে সন্ধ্যা যাপন করিয়া সকলে ভোজনা-

গারে গমন করিলেন। রৌপ্যপাত্রে আহার্য্য দেওয়া হইয়াছিল। নিমন্ত্রিতেরা পাকের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

মধ্যরাত্রে সমাগত লোকেরা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে ভবিষ্যতের জন্য বহুবিধ শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করিলেন। রামলাল আমার হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

আহারের জন্য রামলাল আমাকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বহির্বাটীর ন্যায় অন্তঃপুরে আমোদের স্রোত অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছিল। বলিয়াছি, রামলাল আমার গৌরবে আপনাকে বিশিষ্টভাবে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। রাজভক্ত রামলাল যতই ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিদ্বারা ভবিষ্যৎসিংহাসনাধিকারীর প্রাণরক্ষা হইয়াছে, ততই আপনাকে ধন্য মনে করিলেন এবং স্নেহাপ্লুতহৃদয়ে আমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি রমণীগণকে সে রাত্রে আমোদে নিমগ্না হইবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। যমুনা নেত্রীস্বরূপ সে রাত্রের মজ্‌লিসের ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নাট্যশালা হইতে মধুর ধ্বনি আমরা শুনিতে পাইলাম। রামলাল আমাকে

বলিলেন, "চল যাই, অল্প সময়ের জন্য গান শুনিয়া আসি।" আমি তাহার পূর্ব্বে নাট্যশালার মধ্যে কখন গমন করি নাই।

নাট্যশালার অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। নিমেষের মধ্যে বংশীমধুর কণ্ঠধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। স্বপ্নের ন্যায় সুমিষ্ট নূপুরের শব্দ অপূর্ব্ব ভাবে গীতের সহিত সময় রক্ষা করিতেছিল। আমার সমস্ত শরীর অবসাদপূর্ণ হইল। জীবনে আমি সেরূপ সুমধুর গীত কখন শ্রবণ করি নাই। গীত হৃদয়তন্ত্রীকে সেরূপ অভিনব-ভাবে শব্দিত করিতে পারে তাহা আমি পূর্ব্বে অনুভব করি নাই। গীতটী পারস্য ভাষায় শিরাজের একজন বিখ্যাত কবিদ্বারা রচিত হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই: জীবন বিষাদপূর্ণ, বিচ্ছেদ মিলনের সহচরী; ক্ষণস্থায়ী সুখের একটী দীপ্ত স্মৃতিরেখা কিন্তু সমস্ত জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া রাখে; পরিতৃপ্তি শরীর হইতে আত্মায় চালিত হইলে তাহার বিনাশ নাই!

গায়িকার সাহায্যের জন্য মধুর স্বরযুক্ত যন্ত্র বাদিত হইতেছিল, কিন্তু গায়িকার স্বর যন্ত্রের অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট লাগিতেছিল। রামলাল বলিলেন, "ঐ যমুনা গায়িতেছে।" স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় রামলালের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

সুখ দুঃখ অতীত জীবনের সন্ধ্যাভাগে আমার প্রথম যৌবনের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিতেছি, কিন্তু এখনও সে দৃশ্য আমার হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে! গীতের মর্ম্মের ন্যায় অসহনীয় সহস্র দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে ঐ একমুহূর্ত্তের সুখস্মৃতি জীবনে উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ করিয়াছিল। দেখিলাম সমস্ত কক্ষটী রাশীকৃত কুসুমদ্বারা সুশোভিত। আলোকাধার বেষ্টন করিয়া পুষ্পরাশি রহিয়াছে; আলেখ্যগুলি পুষ্পমালা-সংলগ্ন। রমণীদিগের মধ্যে অল্পবয়স্কারা শিরোদেশ, কর্ণ-মূল, কণ্ঠ এবং বাহুযুগল পুষ্পদ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ রাশীকৃত পুষ্পমাল্য একটী রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত ছিল। পুষ্পশোভিতা ফুলের রাণীর ন্যায় সুন্দরী যমুনা নৃত্য করিয়া গায়িতেছিল। কচিৎ যেন পদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করিতে-ছিল। পদশব্দের অভাবে, দৃষ্টি না করিলে, গায়িকা নৃত্য করিতেছিল বুঝিবার সাধ্য ছিল না। নৃত্যভঙ্গীতে অসামান্যা সুন্দরী যমুনাকে অপার্থিবের ন্যায় দেখাইতেছিল।

যমুনা প্রথমে আমাকে দেখিতে পায় নাই। পরক্ষণে রামলালের সহিত আমাকে কক্ষমধ্যে দেখিয়া, নৃত্যগীত স্থগিত রাখিয়া, সলজ্জভাবে উপবেশন করিল।

বয়োজ্যেষ্ঠারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাম্বূল, আতর এবং পুষ্পমাল্য দিলেন। রামলাল

যমুনাকে নিস্তব্ধ হইতে দেখিয়া বলিলেন, "যমুনা, শৈলেন্‌কে দেখিয়া লজ্জা! তোর গান শুনাইতে যে শৈলেন্‌কে আনিয়াছি।"

যমুনা পিতৃ আদেশে পুনরায় গায়িল। এবার কিন্তু নৃত্য করিল না। প্রথমটীর ন্যায় সে গীত পারস্য ভাষায় রচিত। কবি কাতরহৃদয়ে নিয়তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন: তোমার প্রেরিত শোকের মূল্য অনেক, কারণ দুঃখের অবর্ত্তমানে সুখের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতাম না; আমাকে শোকের মধ্যে ডুবাইয়া রাখ তাহাতে আমি কাতর নহি, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একবার সুখের আস্বাদ ভোগ করিতে দিও! নিস্তব্ধ রাত্রিতে সেই মধুরকণ্ঠ-নিঃসৃত গীত পবনহিল্লোলে বহুদূর নীত হইল। আমি মোহাবিষ্টের ন্যায় একদৃষ্টে যমুনার মুখপানে চাহিয়া তাহার গীতসুধা পান করিতেছিলাম। গায়িতে গায়িতে একবার মাত্র সলজ্জদৃষ্টিতে যমুনা আমার দিকে চাহিয়াছিল। পরক্ষণে তাহার চক্ষু এবং গণ্ডদ্বয় উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল।

গীত সমাপ্তির পর আমরা ভোজনের জন্য কক্ষান্তরে গমন করিলাম।

আমি শয়নাগারে আসিলাম। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। প্রায় সমস্ত আলোকগুলি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। শয্যার

নিকট আসিয়া বসিলাম। যমুনার নাট্যশালায় প্রাপ্ত মাল্য তখনও আমার কণ্ঠে দুলিতেছিল। একে একে রামলালের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর ঘটনাগুলি আমার মানসপটে চিত্রিত হইতে লাগিল। যমুনার প্রথম দর্শনের কথা মনে পড়িল। তাহার স্নিগ্ধ অথচ চঞ্চল নয়নযুগল, কুসুমাদপি সুন্দর মুখখানি, আমার মনে পড়িল। স্বচ্ছবারিপূর্ণ সরোবরে সূর্য্যের প্রথম রশ্মিস্পর্শের ন্যায়, যমুনার প্রথম দর্শনে আমার হৃদয় কিরূপ আলোকিত হইয়াছিল মনে পড়িল। তাহার পর দৈনিক দর্শন দ্বারা সেই ক্ষীণালোক প্রভাবিশিষ্ট হইয়াছিল। ক্রমে পান্নালালের ঘৃণা ও অমায়িকহৃদয় রামলালের অযাচিত স্নেহের কথা, মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার পর আমার শূন্যময় জীবনের কথা স্মরণ হইল। দীপ্তিহীন নিশীথ হৃদয়াকাশে যমুনা উদিত হইয়া প্রাণ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল! জীবন যে চির-উল্লাসশূন্য হইতে পারে না, যমুনার নয়নদ্বয় সাহায্যে তাহা অভ্যাস করিতেছিলাম। কিন্তু এ চিত্ত-চাঞ্চল্যের পরিণাম কি? আমি মুক্তহৃদয়ে জীবনের প্রথম প্রেমানুরাগ সম্ভোগ করিতেছিলাম, সহসা মনে হইল, ইহার পরিণাম কি?

আমি চিন্তাক্লিষ্ট ললাট শয্যায় রক্ষা করিয়া, চন্দ্রা-

জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত পুষ্পোদ্যানের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, "ইহার পরিণাম কি" ?

দূরে নৈশ আকাশ শব্দপূর্ণ করিয়া নিদ্রাহীন একটী কোকিল ডাকিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ।
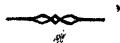
বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই।

একদিন কক্ষমধ্যে বসিয়া নিবিষ্ট মনে কার্য্য করিতেছিলাম। প্রভাত বায়ুর ন্যায় উল্লাস সঙ্গে লইয়া রাজকুমার তথায় আগমন করিলেন।

আমাকে কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া চিন্তাবিবর্জ্জিত প্রফুল্লস্বরে বলিলেন, "শৈলেন্, কেবল কার্য্য লইয়া রহিয়াছ! জীবনটা কি মসীঅঙ্কিত কয়েকখানি কাগজের চর্চ্চা ছাড়া অন্য কোন ব্যবহারে লাগিবে না?"

আমি ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলাম, "সকলে ত রাজকুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই!"

কুমার বলিলেন, "তা সত্য। কিন্তু নয়নশূন্য হইয়াও ত কেহ জগতে আসে নাই! ঐ নীল নভস্তলে প্রাণপূর্ণ প্রকৃতির বিকাশ, কৃষকের হৃদয়কেও স্পর্শ করিয়া থাকে। এরূপ সময়ে প্রকৃতির কোমল অঙ্কে শ্রান্ত জীবনকে নিক্ষেপ না করিয়া, কার্য্য, শৈলেন্?"

আমি পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক কাগজগুলি তুলিয়া রাখিয়া, কুমারের সম্মুখীন হইয়া বলিলাম, "এইবার আজ্ঞা করিতে পার।"

কুমার মৃগয়ায় 'যাইবার জন্য একটা মস্ত মত্‌লব আঁটিয়া, তাহা সুসিদ্ধ করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, বলিতে লাগিলেন। রাজধানী ছাড়িয়া চারি-পাঁচ দিবস থাকিতে হইবে। সঙ্গে কেবলমাত্র বিংশতি জন সৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাইবে এবং আমিও যাইব। 'কি আনন্দ' বলিয়া কুমার ভবিষ্যত আমোদের আস্বাদ যেন কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আমার সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা হইয়াছে, শুনিয়া, আমি যে স্বাধীন নহি তাহা রাজকুমারকে বলিলাম।

প্রফুল্লহৃদয়ের হাঁসি হাঁসিয়া কুমার বলিলেন, "তাহা বুঝিতে পারি এরূপ বুদ্ধি আমি রাখি! তুমি আমার সহিত যাইবে, পিতা রামলালকে বলিয়াছেন।"

অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইতে হইবে। মধ্যাহ্নের পর যাইবার কথা। রামলালের সম্মতি আছে শুনিয়া আহ্লাদের সহিত কুমারের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। কয়েক দিবস হইল আমিও মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতে-

ছিলাম, মুক্ত প্রকৃতির সহবাসে সময়াতিপাত করিতে পারিব ভাবিয়া হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইল।

কুমার প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন। আমি রামলালের অস্ত্রাগার হইতে বাছিয়া অস্ত্র সংগ্রহ করিলাম। রামলাল মৃগয়ার সেরূপ পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার অস্ত্রাগার সর্ব্বপ্রকার আয়ুধে পরিপূর্ণ ছিল। আমি সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলাম। অপর একটী অশ্বারোহণে আমার একজন ভৃত্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

প্রাসাদদ্বারে কুমারের সহিত মিলিত হইলাম। উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত বীরাকৃতি কুমারকে অশ্বারোহণে বড়ই সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল। আমরা উভয়ে অশ্ব ছুটাইয়া, অনুচরবর্গকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রসর হইলাম।

যাইতে যাইতে কুমার বলিলেন, "এইবার বোধ করি আমাকে ধন্যবাদ দিবার অবসর পাইবে। ঐ দূরে গগন চুম্বন করিয়া গিরিরাজ উত্তোলিতমস্তকে রহিয়াছে, আহা কি মনোহর দৃশ্য! বলিতে পার, শৈলেন্, গিরিরাজের ন্যায় উন্নত-হৃদয় মনুষ্যের মধ্যে কয়জন আছে?"

আমি বলিলাম, "খুব কম আছে। কিন্তু সেজন্য মনুষ্যকে আমি অপরাধী মনে করি না। চিত্তবৃত্তির ক্রমোন্নতি

স্বভাবের নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। বস্তুবিষয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সামান্যই বিকাশ লাভ করিয়াছে। অদ্য হইতে দুই সহস্র বৎসর পরে তোমার ঐ প্রশ্নটী করিবার কাহারও প্রয়োজন হইবে না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।”

কুমার হাঁসিয়া বলিলেন, “তোমার সময়ের কল্পনা দেখিতেছি আমার ন্যায় উদ্দামভাবাপন্ন। তুমি কি বলিতে চাহ, এমন সময় আসিবে যখন মনুষ্যের দ্বেষ-হিংসাদি প্রবৃত্তি লোপ পাইবে?”

আমি। আমরা লম্বাচোড়া কথাগুলির ব্যবহারে বড়ই পটু, কিন্তু তাহার অর্থের দিকে আমাদের খুব কম সময়ে দৃষ্টি থাকে। সময় অনন্ত ইত্যাদি অহরহ বলিয়া থাকি, অথচ নিজের মৃত্যুর সহিত সৃষ্টি লোপ পাইবে এই ভাবটা ছাড়িতে পারি না!

“আমাদের ভবিষ্যৎ-উন্নতি অনিবার্য্য, তাহা অতীতের-ইতিহাস নির্দ্দেশ করিতেছে। তবে কত সময়ের মধ্যে হইবে ইহাই ভাবিবার বিষয়।”

আমরা নীরবে অগ্রসর হইলাম। কুমারের অশ্বচালনা দেখিয়া আমি মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলাম। কেবল আমার সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য সে দিন প্রভাতে তাঁহার অশ্ব দুর্দ্দমনীয় হইয়াছিল।

আমাদের পথ হইতে কয়েকটী শৃগাল অশ্বপদ শব্দ পাইয়া দ্রুত পলায়নের দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কুমার উচ্চৈস্বরে হাঁসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি আমাদের আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন ছিল না। কয়েকটী কুকুরের সাহায্যে আমরা শীকার কার্য্য মহাগৌরবের সহিত এখানে সম্পন্ন করিতে পারিতাম।"

আমি কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কুমারের মুখের দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিলাম।

কুমার। ইয়োরোপ্ দেশের শীকার সম্বন্ধে দেখিতেছি তোমার অভিজ্ঞতা খুব অল্প। অসংখ্য কুকুরের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহী ইয়োরোপবাসী একটী শৃগাল শীকার করিয়া গর্ব্বের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে! বিবর হইতে বাহির হইবা মাত্র একটী নিরীহ শৃগালের পশ্চাতে কুকুরের পাল ছুটিতে থাকে। অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া শিকারী কুকুরগুলির উৎসাহ বর্দ্ধন করে। তাহার পর শতরথী বেষ্টিত হইয়া অভাগা শৃগাল রণে প্রাণত্যাগ করিলে, জয়সূচক বংশীবাদন করিয়া শিকারী গৃহে ফিরিয়া আসে!

আমি। আমাদের ভারতবর্ষেও এরূপ বীরত্বের অভাব নাই! একগ্রাম লোক লইয়া, দামামার বিকট শব্দে বন কাঁপাইয়া, প্রাণভয়ত্রাসিত পলায়নোন্মুখ শত শত পশু-

দিগের মধ্য হইতে গুটিকতক পশুবধের দৃশ্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়!

কুমার। শুনিয়াছি ইয়োরোপীয় রাজন্যবৃন্দের মধ্যেও ঐরূপ শীকারের প্রচলন আছে। শীকার করিবে পশু, তাহাও দশ্‌ বিশ্‌ খানা অস্ত্রের সাহায্যে, কিন্তু সে পশুও সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া চাই!

এইরূপ কথোপকথন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার আগমন দেখিয়া আমরা একটী পরিষ্কার-স্থানে শিবির স্থাপন করিলাম। শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে উজ্জ্বল আলোক প্রজ্বলিত হইল।

পরদিবস প্রত্যূষে শিবির তুলিয়া লইয়া আমাদিগের গন্তব্যপথে চলিলাম। বেলা এক প্রহরের সময় শীকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট বনপ্রান্তে পৌছিলাম।

উৎসাহ পরিপূর্ণ হৃদয়ে, সামান্য আহারান্তে, আমরা বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর হইলেও শীতলবায়ুর দ্বারা আমাদের পথক্লান্তি শীঘ্র বিদূরিত হইল।

কিয়দ্দূর যাইয়া কয়েকটী ভল্লুক দেখিতে পাইলাম। আমাদের সহিত বন্দুক ছিল, কিন্তু বনমধ্যে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরে পশুদিগের ভীতিসম্পাদনাশঙ্কায়, বন্দুক ব্যবহার করিতে আমরা অনিচ্ছুক ছিলাম।

দেখিলাম ভল্লুক কয়টা অশ্ব আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। আমরা বর্ষাদ্বারা তাহাদিগকে অবিলম্বে বিদ্ধ করিলাম এবং ক্ষিপ্রবেগে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তরবারির আঘাতে প্রাণশূন্য করিলাম।

ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আমরা কতকগুলি হরিণ এবং বরাহ শীকার করিলাম। তাহার পর কিছুক্ষণ আমরা কোন পশুর সাক্ষাৎ পাইলাম না।

ধীরে অশ্বচালনা করিয়া যাইতেছিলাম, অদূরে একটী বড় ঝোপের মধ্যে কোন পশু লুক্কায়িত আছে বোধ হইল। আমরা নিস্তব্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। অশ্বপদ শব্দে শীকার পলায়ন করিবে ভাবিয়া অশ্বকে নিকটস্থ বৃক্ষতলে রাখিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলাম। আমরা দুই দিক হইতে সেই ঝোপটীকে লক্ষ্য করিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইলাম।

সহসা ঝোপের একপার্শ্ব হইতে একটী বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্র বাহির হইয়া আমার অশ্বকে আক্রমণ করিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলে অশ্বের প্রাণহানি হওয়া সম্ভব। নিকটে যাইয়া বর্ষা কিম্বা তরবারির দ্বারা ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিতে যে সময় লাগিবে, তন্মধ্যে ব্যাঘ্রদ্বারা অশ্বের প্রাণ-

নাশ হইতে পারে। কুমার সম্ভবতঃ আমার ন্যায় অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়াছিলেন—অন্যদিকে দৃষ্টি করিবার তখন আমার অবসর ছিল না। ব্যাঘ্র অশ্বের উপর লম্ফ দিয়া কেবল মুহূর্ত্তের জন্য মস্তক অল্প উত্তোলন করিয়াছিল। আমি অবসর ত্যাগ না করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলাম। মস্তকে বিদ্ধ হইয়া বিকটশব্দে ব্যাঘ্র অশ্বপদতলে প্রাণত্যাগ করিল। অশ্বের প্রাণরক্ষা হইল।

কুমার ছুটিয়া আসিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমার পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইতে লাগিলেন। নিজে ব্যাঘ্রকে বধ করিতে পারিলেন না সেজন্য তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র হিংসার উদ্রেক হয় নাই। কুমার বলিলেন, "সকল বাঙ্গালী কি তোমার ন্যায় বীর এবং অস্ত্রচালনে পটু?"

আমি একটু দুঃখের হাঁসি হাঁসিয়া বলিলাম, "বঙ্গদেশে বীরের অভাব নাই, কিন্তু তাহাদের ইতিহাস নাই।"

সেদিন অন্যকোন পশু শীকার করিতে পারিলাম না। সূর্য্যাস্তের বেশী বিলম্ব নাই দেখিয়া আমরা শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

দুঃখী রাজকুমার।

কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া। কিয়ৎক্ষণের পর চাঁদ উঠিল। বনস্পতি-অন্তরালে চন্দ্র অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

আমি শিবিরের বাহিরে বসিয়া নীরব নিশীথের সৌন্দর্য্য কল্পনা করিতেছিলাম। নিঃশব্দে কুমার বীণাহস্তে আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে কুমারের শিক্ষিত করস্পর্শে বীণা হইতে বিষাদমধুর স্বর উত্থিত হইল। ক্রমশঃ বীণার কাতরশব্দে হৃদয় আকুলিত হইল। মনে হইল সমস্ত জীবন বৃথা কাটিয়া গিয়াছে, এজীবনে আশা আর পূরিল না। তখন চন্দ্রালোক আমাদের মুখের উপর পড়িয়াছিল, চাহিয়া দেখিলাম কুমারের নয়নকোণে অশ্রু-বিন্দু! আমার হৃদয় কুমারের জন্য কাতর হইল। আমি তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলাম, "কুমার, তোমার প্রফুল্লহৃদয়ে শোকের রেখা? কোন বাসনা তোমার অপূর্ণ আছে?"

কুমার বীণা রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাজার সন্তান অত্যন্ত দুঃখী হইয়া থাকে, শৈলেন। তাহাদের ক্ষুদ্র আশার পথেও একটা বৃহৎ রাজকীয় প্রতিবন্ধক আসিয়া দণ্ডায়মান হয়! জীবনের কয়টা কার্য্য আমরা স্বাধীনভাবে করিতে পারি?"

কুমারের শোকপূর্ণ বাক্য শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে বিষাদস্পর্শশূন্য আমোদপ্রিয় যুবক বলিয়া জানিতাম।

কুমার বলিতে লাগিলেন, "কিশোর বয়স হইতে বহুযত্নে বর্দ্ধিত জীবনের একমাত্র সুখের আশা যদি পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলাম, রাজকুমার জীবনের সার্থকতা কি?"

অনন্তর কুমার ভগ্নস্বরে তাঁহার অতীত জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কিশোর বয়সে পিতার সহিত মৃগয়ায় সর্ব্বদা গমন করিতেন। মৃগয়ায় যাইবার অর্দ্ধপথে, যোধনগরে, সোমনাথ নামক একজন সৈনিক পুরুষের আলয়ে তাঁহারা অনেক সময়ে রাত্রিবাস করিতেন। সোমনাথের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গতিপন্ন বংশধরেরা গৌরবের সহিত বহুকাল রাজদ্বারে কার্য্য করিয়াছিলেন। কুলশীলে সোমনাথ সর্ব্বোচ্চ রাজপুরুষ

অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। তাঁহার বংশমর্য্যাদার জন্য মহারাজা মৃগয়ায় যাইবার পথে তাঁহার আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিতেন। সোমনাথের কুটীর উজ্জ্বল করিয়া এক-মাত্র কন্যা অপরূপসুন্দরী লীলাবতী তাঁহার মন্দভাগ্য-জীবনে সুখ বিতরণ করিতেছিল।

বিভোরচিত্তে কুমার স্বভাবসুন্দরী লীলার প্রেমাধীন হইলেন। স্বপ্নের ন্যায় কিছুকাল অতিবাহিত হইল। যখন সমস্ত বিষয় গুছাইয়া ভাবিবার অবসর পাইলেন, তখন চমকিত হইয়া দেখিলেন, লীলা তাঁহার বহুদূরে রহিয়াছে! উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার প্রেমপুত্তলিকে হৃদয়ে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সিংহাসনের কঠোর অঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। জীবনে লীলার সহিত মিলন অসম্ভব দেখিলেন, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজবংশাবতংস সিংহাসনের অধিকারী কুমার অর্থহীন সোমনাথ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না!

কুমার বলিতে লাগিলেন, "একদিন অধীর হৃদয়ে লীলাকে বলিলাম, 'লীলা, পিতার সম্মতিলাভ করিতে অনেক সময় লাগিবে—, তাঁহার সম্মতিলাভ যে ঘটিবে না তাহা আমি মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেছিলাম না।

"বুদ্ধিমতী লীলা সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিল। সজল-

নয়নে বলিল, 'কুমার, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইবে, যুগের পর যুগ চলিয়া যাইবে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, ইহকালের অন্তে পরকালেও, অভাগী লীলা তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে! তুমি শতরাজ্ঞীপরিবেষ্টিত হইলেও আমার হৃদয়ের সেই দেবতাস্বরূপ থাকিবে। কিন্তু দরিদ্রা লীলাকে ভুলিয়া যাও। কোটী কোটী লোকের মঙ্গলের ভার যাহার উপর ন্যস্ত আছে, তাহার কুটীরবাসিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া থাকা বোধ করি উচিত নহে!'

"আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল। লোকের মঙ্গল! যে লোক-সমাজ স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় মনোবৃত্তির স্বাভাবিক উন্মেষ পদদলিত করে! আমি নিমিষের মধ্যে ঐশ্বর্য্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পথের ভিখারী হইয়া, মনের শান্তিলাভ করিতাম, কিন্তু আমার পিতা, আমার দেবহৃদয় বৃদ্ধ পিতার এতটুকু অশান্তির কারণ, আমি প্রাণ ধরিয়া, হইতে ইচ্ছা করিতে পারিলাম না! যে পিতা আমাকে তাঁহার নয়নের মণিতুল্য জ্ঞান করিতেন, আমরা সুখে দুঃখে যিনি সুখী এবং দুঃখিত হইতেন, তাঁহার মনে কষ্ট দিবার সাধ্য আমার ছিল না!

"চিত্তের ভ্রান্তিতে পিতার অপ্রিয়কর কোন কার্য্য করিয়া ফেলি, সেজন্য যোধনগরে যাওয়া ত্যাগ করিলাম।"

"বসন্তের পর আবার বসন্ত আসিয়াছে, আমি শুষ্ক প্রাণ এখনও বহন করিতেছি!"

কুমারের অদ্ভুত মানসিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইল।

আমি বলিলাম, "কুমার, আত্মপ্রীতি লাভের জন্য মনুষ্য সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, আবার মনুষ্যত্বের বিকাশ সেই আত্মপ্রীতি ত্যাগের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাহা সহজ-সাধ্য নহে। তুমি অক্লেশে তাহা সাধন করিতে পারিয়াছ। সেই তৃপ্তি তোমার জীবন সুখময় করিবে।"

কুমার বিষাদের হাঁসি হাঁসিয়া বলিলেন, "গৌরবের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, এবং মর্ম্মহীন অন্ধগর্ব্বের পীড়নে আত্মবলি, উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ!"

কুমার আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বীণা পুনরায় গ্রহণ করিলেন। এবার বীণা আহ্লাদের ঝঙ্কারে নাচিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বীণা হৃদয় উল্লাস পূর্ণ করিল। বায়ু বনফুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিতেছিল। আকাশে চাঁদ হাঁসিতেছিল।

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া আমরা শয়নের জন্য শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

পরদিবস প্রাতে উপর্য্যুপরি দূতমুখে মহারাজার পীড়ার সংবাদ পাইয়া, মৃগয়া ত্যাগ করিয়া, আমরা রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্নেহের প্রত্যর্পণ।

কাশ্মীর সুশাসিত রাজ্য ছিল। দেবোপম চরিত্র মহারাজা প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। প্রজাদিগের আর্থিক উন্নতির প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। কাশ্মীরবাসীরা পার্শ্বস্থিত প্রদেশের লোকদিগের সহিত বাণিজ্য দ্বারা অর্থ লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার অত্যধিক উৎসাহ ছিল।

সমৃদ্ধিশালী ওমরাহদিগের মধ্যে সখ্যভাব স্থাপনের জন্য তিনি সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে অশান্তি, রাজ্য বিপ্লবের একটী প্রধান কারণ হইত। মহারাজা কৌশলের সহিত তাঁহাদিগের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য সতত নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন। এইরূপে রাজ্যের একটী প্রধান অমঙ্গলাশঙ্কা তিনি তিরোহিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত সৈন্য নিয়ত প্রস্তুত রাখিয়া দুর্দ্দান্ত মোল্লাগণের আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন। কখন প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া লুণ্ঠনের জন্য অগ্রসর হইলে, প্রভূত ক্ষতি এবং জীবননাশের সহিত তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত। প্রজারক্ষা এবং ত্রাসিত করিবার জন্য যতটুকু বীর্য্যপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল, তাহার অধিক মহারাজা সৈন্য দিগকে বিশৃঙ্খল হইতে দিতেন না।

বেশী দিন ব্যাপিয়া শান্তির স্থিতি বোধ করি বিধাতার ইচ্ছা নহে, বুঝিবা স্থষ্টির উন্নতির পক্ষে তাহা ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। জীবন অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে, প্রীতিপ্রসন্নভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ, অসুখের বিন্দুমাত্র কারণ নাই; মুহূর্ত্তমধ্যে কিন্তু সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইল, প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিল, ছবিখানি কঠোর হস্তস্পর্শে ম্রিয়মান হইয়া গেল! কাশ্মীর শান্তিপূর্ণ ছিল। বৃদ্ধ বয়সে মহারাজা ক্ষুব্ধান্তঃকরণে দেখিলেন, যাহাকে স্নেহের দ্বারা সামান্য অবস্থা হইতে বহু উর্দ্ধে উন্নত করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা রাজ্যের অনিষ্ট চেষ্টা সূচিত হইতেছে!

দীপচন্দ্ রাজার একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। মন্ত্রি-সভায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাও ছিল। দীপচন্দ্ অত্যন্ত দীন অবস্থায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি কাবুল

প্রত্যাগত একজন সওদাগরের পুত্র ছিলেন। ঋণগ্রস্ত পিতার মৃত্যুর পর রাজধানী নিবাসী কোন আত্মীয় দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বহু চেষ্টার ফলে রাজার অধীনে একটী অল্প বেতনের কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। মহারাজা, দীপ্‌চন্দের সরলভাবে মোহিত হইয়া, তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ কার্য্যদক্ষতাগুণে দীপ্‌চন্দ্‌ উচ্চ কর্ম্মলাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

যৌবনের নির্ম্মল উন্নত ভাবগুলি যদি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অকলুষিত থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যের অবনতির কথা এত শুনিতে হইত না। রাজ-অনুগ্রহ লাভে দীপচন্দ্‌ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে মহারাজাকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। রাজভক্তিপূর্ণ দীপ্‌চন্দ্‌ জীবন বিনিময় দ্বারা যদি মহারাজার সামান্য অশান্তির কারণ দূর করিতে পারিতেন তাহা হইলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন।

সময় অতিবাহিত হইল। সহায়হীন দরিদ্র ব্যক্তি অর্থও ক্ষমতা লাভ করিল। অল্পে অল্পে পূর্ব্বাবস্থার বিষয় দীপ্‌চন্দ্‌ বিস্মৃত হইলেন। দীপ্‌চন্দের মনে হইল বিস্তৃত কাশ্মীর রাজ্য তাঁহার ক্ষমতাপ্রদর্শনের লীলাভূমি! তিনি বুঝিতে পারিলেন না, ইচ্ছা করিলে, কেন ঐ বিস্তৃত রাজ্য তাহার মতদ্বারা পরিচালিত হইবে না! অনেকগুলি লোকের মতের

সহিত স্বীয় অভিমতের সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করা, তিনি বালকের কার্য্য মনে করিতে লাগিলেন!

মহারাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া উদ্ধত দীপ্‌চন্দ্‌ তাঁহাকে গণনার মধ্যে আনিলেন না। কুমারকে করতলগত করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কুমারের নিকট তিনি যেন খাঁট হইয়া যাইতেন।

দীপ্‌চন্দ্‌ কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। বিশ্বনাথ মহারাজার একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। বিশ্বনাথ অত্যন্ত সাদাসিদে প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বীর সমস্ত কাশ্মীর ভূমিতে আর দ্বিতীয় জন ছিল না। মহারাজা তাঁহার সহিত সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে প্রথমে পঞ্চশত পদাতিকের নেতৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; যুদ্ধে অসীম সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় পাইয়া মহারাজা বিশ্বনাথকে অর্দ্ধেক রাজসৈন্যের সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন।

দীপ্‌চন্দ্‌ রাজকুমারের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। গর্ব্বিত দীপচন্দ্‌ ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কণ্টক! সমস্ত কাশ্মীরকে ইচ্ছা করিলে যে মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে

পারে তাহার গতিরোধ করিয়া একটী যুবক দণ্ডায়মান! তখন বিশ্বনাথ তাঁহার নয়নপথে পড়িল। দীপচন্দ্ দুরভিসন্ধিযুক্ত কুটিল হাঁসি হাঁসিলেন।

সহসা বিশ্বনাথ দীপ্‌চন্দের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। বিশ্বনাথ সেরূপ চতুর ছিলেন না। দীপ্‌চন্দের বন্ধুতা প্রদর্শন তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিলেন।

দীপচন্দ্ সৌখীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। সহরের এক প্রান্তে তাঁহার একটী বড় উদ্যান ছিল। উদ্যানের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। দীপ্‌চন্দ্ তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহার পরিবর্ত্তে একটী সুন্দর দ্বিতল গৃহ প্রস্তুত করিলেন। তাহার পর তাহাকে বহুমূল্য দ্রব্যাদির দ্বারা রুচিকর ভাবে সজ্জিত করিলেন। প্রথমে দুএকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তথায় আনিলেন। ক্রমশঃ বন্ধুদিগের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বন্ধুপ্রিয় বলিয়া দীপ্‌চন্দের একটু সুখ্যাতিও প্রচার হইল। বন্ধুগণের মধ্যে বেশীর ভাগ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। যে কয়েকজন অন্যলোক ছিলেন তাঁহারা স্থানীয় কয়েকটী প্রধান রইস্। তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং প্রচুর ধনের অধিকারী। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাদিগের মধ্যে বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারা যায়, এরূপ লোক কেহই ছিলেন না। অপর একজনের

মতের সহিত তাঁহাদিগের মতের সম্মিলন করিয়া, তাঁহারা কৃতার্থ এবং দায়িত্বমুক্ত হইতেন। দীপচন্দ্ যে লোক চিনিতে পারিতেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না।

পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতিবর্দ্ধন ভিন্ন সম্মিলিত লোক-গুলির অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল বোধ হইল না। নৃত্য-গীত হইত এবং পানভোজনাদি চলিত। দীপচন্দ্ যথাসাধ্য সকলের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতেন এবং সকলের নিকট বিশ্বনাথের যশঃকীর্ত্তন করিতেন। ক্রমশঃ দীপচন্দের প্রশংসার গুণে বিশ্বনাথ সমাহিত ব্যক্তিগণের নিকট একটী যশস্বী বীর প্রতিপন্ন হইতে লাগিলেন

কয়েকটী বন্ধু লইয়া আমোদ প্রমোদ করা কোন দূষণীয় কার্য্য হইতে পারে না। জনসাধারণের নিকট কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না, কিন্তু ক্রমশঃ মহারাজার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নির্দ্দোষ আমোদ তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকুমারের অনুপস্থিতি তাঁহাকে সন্দিগ্ধচিত্ত করিল। তিনি তাঁহার সন্দেহ কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না, নীরবে তাহাদের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বেশী বয়সের কথা।

বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ। রমণী-মনোমোহন বিলাসদ্রব্যে কক্ষ পরিপূর্ণ। প্রাচীর গাত্রে স্বর্ণমণ্ডিত দীর্ঘমুকুর লম্ববান রহিয়াছে। রৌপ্যাধারে চিত্তা-মোদী সুগন্ধি পুষ্প নির্য্যাস। স্থানে স্থানে জলসিঞ্চিত পুষ্পগুচ্ছ। একপার্শ্বে একটী কুসুমকোমল শয্যা।

বিচিত্র মর্ম্মরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে দর্পণের সম্মুখীন হইয়া একটী প্রৌঢ়া রমণী কেশবিন্যাস করিতেছিলেন। চিরুনী সঞ্চালনে বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশদাম সান্ধ্যবায়ুবিচলিত তরঙ্গ-মালার ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। মুকুরনিবদ্ধ-দৃষ্টি রমণী প্রত্যেক অঙ্গচালনা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কখন অস্পষ্ট হাঁসির রেখা বিম্বোষ্ঠদ্বয়কে ঈষৎ বিভিন্ন করিতেছিল। অতীত সুখ কল্পনায় নয়নযুগল কখন আবেশযুক্ত হইতেছিল, কখন বা বিলোল কটাক্ষের সৃজন করিতেছিল।

দর্পণবক্ষে একটী হাস্যময়ী যুবতীর মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিয়া কেশবিন্যাসরতা রমণী সলজ্জভাবে হস্তস্থিত চিরুণী হর্ম্ম্যতলে রক্ষা করিলেন। আগন্তুকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রঙ্গিলা, অদ্য তুমি কার্য্যান্তরে যাইতে পার।"

রঙ্গিলা গৃহিণীর আমোদিনী পরিচারিকা। কর্ত্রীর কেশ-বিন্যাস তাহার একটী সর্ব্বপ্রধান দৈনিক কার্য্য ছিল। মিষ্ট গল্প করিতে করিতে রঙ্গিলা নিপুণহস্তে অতি অদ্ভুত কবরী রচনা করিতে পারিত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে গৃহিণী রঙ্গিলার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া স্বহস্তে কেশ বাঁধিতেন। সেদিন রঙ্গিলা মুখে হাঁসি লইয়া ফিরিয়া যাইত। কর্ত্রীর মুখমণ্ডল প্রথমযৌবন-প্রফুল্লিতা পতিসোহাগস্মৃতা নবোঢ়ার ন্যায় রঞ্জিত হইয়া উঠিত।

অদ্য রঙ্গিলা হাঁসিতে হাঁসিতে কক্ষত্যাগ করিল। রমণী আরক্তিমগণ্ডে কেশ রচনা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোহর কবরী বিস্তৃত অলকদামের স্থানাধিকার করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কি ভাবিয়া রমণী বহুযত্নে রচিত সেই কবরী উন্মোচন করিলেন। বদনে বিরাগ চিহ্ন লক্ষিত হইল। সে বিরাগভাব আলস্যপ্রসারিত চূর্ণ কুন্তলকে স্পর্শ করিল।

স্মিতবদনে সুন্দরী পুনরায় কেশ রচনা আরম্ভ করিলেন। এবার গুম্ফিত কেশদাম অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। রমণীর চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সন্তোষের একটী হিল্লোল, বসন্ত বায়ুর ন্যায়, তন্বঙ্গীর দেহলতিকাকে বিকম্পিত করিল।

সুবর্ণ কৌটা হইতে একটী জ্যোৎস্না-শুভ্র মুক্তার মালা গ্রহণ করিয়া কণ্ঠে পরিলেন। কিন্তু তাহা মনঃপূত হইল না, কণ্ঠী পুনরায় কৌটার মধ্যে রাখিলেন। তাহার পর বহুমূল্য রত্নালঙ্কার দ্বারা সর্ব্বশরীর ভূষিতা করিলেন।

পাঠিকা প্রৌঢ়ার ব্যবহার দেখিয়া ভ্রূভঙ্গী করিতেছ, নিভৃত কক্ষে আচরিত হইতেছে, সে জন্য তাহাকে কথঞ্চিৎ ক্ষমার পাত্রী মনে করিতেছ। আর পাঠকের ত সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে; প্রৌঢ়ার সাজসজ্জা, তাহার আবার নায়িকার আচরণ!

তুমি যুবক মধুপবনে সুগন্ধিসিক্ত উত্তরীয় দুলাইয়া, কবির শেষ গীতটি গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেলে, বয়স্ক হৃদয়ের অনুরাগ বুঝিবার তোমার অভিলাষ নাই, প্রয়োজন বোধ কর না, যুবক ভিন্ন অপরের হৃদয় অনুরাগাভিসিঞ্চিত হইতে পারে স্বীকার কর না। মাল্য-কণ্ঠ-লগ্না বসন্তের নব-মল্লিকা তুমি যুবতী, উপন্যাসে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ রাখিয়া, অন্ত-

মনে চাঁদের পানে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ, স্বামীর শেষ সরস উক্তি স্মরণ করিয়া হৃদয় বিবশা, বর্ষীয়সীর প্রেমাভিব্যক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিবার অবসর তোমার নাই। স্বপ্নরাজ্য হইতে মানস কুসুম চয়ন করিয়া প্রিয়াকে ভূষিত করিবার জন্য ব্যগ্র যুবকহৃদয়, অতীতের সমস্ত স্মৃতি-বিজড়িত বর্ষীয়সীর একটী কোমল-দৃষ্টিতে প্রেমের বিকাশ দেখিতে পায় না! নব-প্রেম-প্রণোদিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণাভ্যস্ত যুবতী-হৃদয় বয়স্ক পুরুষের অলঙ্কার বিহীন একটি বাক্যে গভীর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ লুক্কায়িত রহিয়াছে বুঝিতে পারে না! যৌবন-দৃপ্ত হৃদয় কিরূপে বুঝিবে যে বয়সের সহিত প্রিয়জনের চক্ষে কমনীয় অনুমিত হইবার অভিলাষ অন্তর্হিত হয় না! কিরূপে বুঝাইব যে ব্যাকুলতা বয়স্ক-হৃদয়কেও সমভাবে আন্দোলিত করে?

সেনাপতি বিশ্বনাথ মৃদুপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুখে অল্প হাঁসির রেখা; নয়ন-কোণে অতৃপ্ত সুখের কামনা।

যেখানে শয্যাপ্রান্তে রমণী অলসভাবে বসিয়াছিলেন, সেনাপতি ধীরে ধীরে তথায় গমন করিলেন। ভার্য্যা ইন্দু-মতী ব্যস্তভাবে উঠিলেন; স্বামীর হাত ধরিয়া শয্যার উপর বসাইলেন। যে মুহূর্ত্তের জন্য অধৈর্য্য হইয়া দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাহা আসিয়াছিল, ইন্দুমতী কিন্তু

অতিশয় লজ্জাবোধ করিতেছিলেন, কিছু অপ্রতিভও হইয়াছিলেন। তখন ভাবিতেছিলেন, এতটা না সাজিলে হইত!

বিশ্বনাথ ইন্দুমতীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্নেহদীপ্ত চক্ষে ইন্দুমতীর হাত দুখানি লইয়া হাঁসিয়া বলিলেন, "আজ যে রণবেশ!"

ইন্দুমতী স্বামীর হস্তমধ্যে সেইরূপ হাত রাখিয়া বঙ্কিম-কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "কেন, যুদ্ধ কি তোমাদের এক-চেটিয়া?"

বিশ্বনাথ ইন্দুমতীর হাত দু'খানি একবার নাড়িয়া দিয়া হাঁসিয়া বলিলেন, "যে দিবারাত্রি বন্দী হইয়া আছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জার উল্লেখ ত আমাদের রণনীতিতে নাই!"

ইন্দুমতী আরক্তিমবদনে হাঁসিয়া বলিলেন, "সেনাপতি মহাশয়েরা বন্দীদিগকে যন্ত্রণা দিতে কোন সময়ে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন, বলিতে পারেন কি?"

সেনাপতি অধিক হাঁসিয়া বলিলেন, "তাহা আমাদের কঠোর হৃদয়ের পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু কোন সেনাপতি তাহা পৌরুষ করিবার কারণ মনে করে না।"

ইন্দুমতী কর্ণের রত্নালঙ্কার লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বলিলেন, "আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল, ঠিক সেই জন্য

আমাদের একটু কঠোরতার অভ্যাস প্রয়োজন। তোমরা দাসখত লিখিয়া, ভুলাইয়া, আমাদের প্রভুর স্থান অধিকার কর, তাহার পর অনায়াসলব্ধ নারীর প্রেম, রাত্রিশেষে কুসুমের মালার ন্যায়, ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া থাক। মধ্যে মধ্যে তাই আমাদের অস্ত্রচালনার প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু সে জন্য আমরা লজ্জিত।"

এবার রণকুশলী বিশ্বনাথ বাক্য ত্যাগ করিয়া সম্মোহন আয়ুধ নিক্ষেপ করিলেন। নয়নে নয়ন মিলিয়া বিদ্যুতের সঞ্চার করিল, ওষ্ঠ বিকম্পিত বায়ু ঈষৎ শব্দিত হইয়া উঠিল। তীরবিদ্ধা ইন্দুমতী পরাজিতা হইলেন।

পরাজিতা ইন্দুমতী কিন্তু অদ্য নিজের উদ্দেশ্য ভুলিলেন না। অনেক দিন ধরিয়া স্বামীকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কোন না কোন কারণে তাহা আর বলা হইত না। অদ্য ইন্দুমতী স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্বামীর নয়নে নয়ন ন্যস্ত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?"

বিশ্বনাথের মুখমণ্ডল অল্প সময়ের মধ্যে গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তিনিও কয়েক দিবস হইল ঐ-প্রশ্নের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

ইন্দুমতী যেন অল্প ভীতা হইয়া বলিলেন, "আজকাল

তোমাকে এত অন্যমনস্ক কেন দেখিতে পাই, কি চিন্তাদ্বারা তুমি এত কষ্ট পাইতেছ, তাহা কি আমি শুনিতে পাই না ?"

বিশ্বনাথ বলিলেন, "চিন্তা ! চিন্তাশূন্য কি কখন মনুষ্য হইতে পারে ? তুমি কিসে আমাকে এত চিন্তিত দেখিতেছ ?" বিশ্বনাথ সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিতেছিলেন না, কিন্তু বোধ করি তাঁহার উপায়ান্তরও ছিল না।

ইন্দুমতী কাতর-কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, তোমাকে চিন্তা-ক্লিষ্ট ঠাওরাইতে বেশী সময় লাগে না। দিবার ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান তোমার অন্তঃকরণে ঈষৎ চিন্তার ছায়া বালকও পর্য্যন্ত ধরিতে পারে। তুমি কেন আমার নিকট গোপন করিতেছ, আমার বড় কষ্ট হইতেছে। দীপ্‌চন্দের সহিত—"

বিশ্বনাথ বাধা দিয়া কিছু বিরক্তভাবে বলিলেন, "দীপ্‌চন্দ্‌! দীপ্‌চন্দে তুমি বিভীষিকা দেখিতেছ কেন ? দিবসান্তে দুইজন রাজকর্ম্মচারীর সম্মিলন কি এতই আশ্চর্য্যের বিষয় !" সরলহৃদয় বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে তাঁহার ব্যবহার আশঙ্কাশূন্য চিত্তকেও উদ্বিগ্ন করিতে পারে।

ইন্দুমতী বাধা না মানিয়া বলিতে লাগিলেন, "খুব অল্প বিষয় আছে যাহা বুঝাইয়া না দিলে বুঝিতে পারি, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু বুদ্ধির কার্য্য অনেক সময় অন্তঃ-করণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অনুভব দ্বারা শিখিয়াছি

গোপন কার্য্যের উদ্দেশ্য কখনও ভাল হয় না। তোমার জন্য আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি বিরক্ত হইতেছ, আমি ব্যক্তিবিশেষের নাম করিতে চাহি না, কিন্তু গোপন-পরামর্শই যে তোমার চিন্তার কারণ তাহা আমার মন বলিয়া দিতেছে। আমি তোমার অবহেলা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে চিন্তাভারগ্রস্ত দেখিলে আমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারি না।"

বিশ্বনাথ পূর্ণ বিরক্তি স্বরে বলিলেন, "কপোল-কল্পিত আশঙ্কায় কষ্ট পাইলে তাহার প্রতিকার কি হইতে পারে? রাজকার্য্যে গোপন পরামর্শের দৈনিক প্রয়োজন, ইহাও কি বুঝাইতে হইবে?"

ইন্দু। এতকাল রাজ-সংসর্গে কাটাইয়াছ, কখন ত গোপন পরামর্শের প্রয়োজন হয় নাই! গুপ্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য ত রাজমন্ত্রণা-গৃহ রহিয়াছে।

অনেকে মনে মনে বুঝিয়া থাকে, তাহারা তর্ক করিতে ভালরূপ পারে না, কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে খুব কম লোকই তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। আর নিজের স্ত্রীর দ্বারা তর্কে পরাজিত হইয়া সুস্থির চিত্তে থাকিতে পারে, পুরুষের মধ্যে সেরূপ সাহসী ব্যক্তি বিরল!

সেনাপতি বিশ্বনাথ ভার্য্যার কাতর হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত

না করিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রমণীর পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা একটা বিষম দোষ।"

তখন হিন্দুর গৃহে যাহা নিত্য ঘটিয়া থাকে, যাহাকি ইয়োরোপাদি দেশের ভার্য্যারা ভালরূপ বুঝেন না, তদ্দেশীয় উপন্যাসকারেরা যাহা তাঁহাদের পুস্তকে লিখেন না, অতএব পাশ্চাত্য রীত্যনুকরণপ্রিয় যুবকেরা যাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অপারগ, তাহাই ঘটিল।

ইন্দুমতী স্বামীর পদদ্বয়ের মধ্যে নিজের মুখ রক্ষা করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিলেন, "আমি গুপ্ত পরামর্শ জানি না, কিম্বা তুমি যাহা বলিতে না চাহ সেরূপ কোন বিষয় শুনিতে চাহি না, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় হাঁসিমুখে চিন্তাশূন্য হৃদয়ে সময় কাটাও, ইহাই আমি কেবল চাহি। তুমি যে চিন্তার কোন কারণ নাই বলিতেছ না, সেজন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—" বলিতে বলিতে ইন্দুমতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বিশ্বনাথ কিছু না বলিয়া পদমোচন করিয়া লইয়া, কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ইন্দুমতী একে একে সমস্ত গহনাগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার পর শয্যায় পড়িয়া বালিকার ন্যায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যের ভীষণতা।

দীপ্‌চন্দ্‌ বাগান গৃহে একাকী বসিয়া আছেন। অল্প-ক্ষণ হইল বন্ধুরা বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রহরাধিক হইয়াছে! অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু আকাশ বেশ পরিষ্কার। অল্প শীত বোধ হইতেছিল। দীপ্‌চন্দ্‌ গবাক্ষের দ্বারগুলি খুলিয়া দিয়াছিলেন। নিশীথের স্থির প্রকৃতি ধ্যাননিমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় প্রতীত হইতেছিল, কিন্তু তাহার কল্পনায় মনঃসংযোগ করিবার অবসর কিম্বা ইচ্ছা দীপ্‌চন্দের ছিল না। স্তূপাকার কাগজ পরিবেষ্টিত হইয়া দীপ্‌চন্দ্‌ গভীর চিন্তায় অভিভূত ছিলেন।

শেষ রইস্‌ বন্ধুটী কক্ষত্যাগ করিবার পর দীপ্‌চন্দ্‌ একবার হাঁসিয়া উঠিয়াছিলেন। সে হাঁসিতে হৃদয় উল্লাস-ভাব আনে না, অত্যন্ত তীব্র তাচ্ছল্যব্যঞ্জক হাঁসি, শ্রোতার হৃদয় রুধিরশূন্য হইয়া আসে! দীপ চন্দ্‌ ভাবিতেছিলেন, এরা আবার মনুষ্য! কণিকামাত্র বুদ্ধি যাহার নাই তাহার আবার বিবেকের বড়াই! সে

ক্ষমতার জন্য লোলুপ! প্রশংসা লাভের জন্য সে অস্থির! পদে পদে আত্মাভিমান! উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, টাকার স্তূপের উপর বিধাতা তোমাকে স্থাপন করিয়াছে, অতএব দুনিয়া তোমার! সমাজের তুমি নেতা! লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! বাঃ, বেশ ব্যবস্থা! যে বুদ্ধি প্রদান করে, যাহার পরামর্শবলে সমস্ত চালিত হয়, যাহার বিচক্ষণতার প্রভাবে শান্তি বিচরণ করিতেছে, তাহার স্থান কোথায়? তাহার আবার স্থান! তাহার মাসিক মূল্য কয়েক শত মুদ্রা সে কি পাইতেছে না? অতি সুন্দর প্রথা! জীবনপাত করিয়া বুদ্ধি চালনা এবং পরিশ্রম করিবে একজন, এবং ফলভোগের সময় একটী সদ্বংশজাত নিরেট্ মূর্খতার পিণ্ড নিঃশব্দে অগ্রসর হইবে! বদান্যভাবে তোমার কার্য্যের জন্য মৃদুমন্দস্বরে দুই চারিটী প্রশংসাবাক্য বর্ষণ করিবে। তুমি আপ্যায়িত! তাহার পর রাত্রিতে তোমার যদি সুনিদ্রা না হয়, সে তোমার নীচ অন্তঃকরণের পরিচয়!

দীপ্‌চন্দ্‌ চিন্তাচালিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে যাইয়া কক্ষস্থিত একটী লৌহ সিন্দুক খুলিলেন। তাহার মধ্য হইতে একটী ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিলেন। কৌশলের দ্বারা বাক্স খুলিয়া কয়েক খানি কাগজ তন্মধ্য

হইতে লইয়া আলোকের নিকট গমন করিলেন। কাগজ-গুলি পড়িতে পড়িতে দীপ্‌চন্দের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "যদি বিশ্বনাথ দৃঢ় থাকে! অত্যন্ত কোমল অন্তঃকরণ, পদে পদে তাহার হৃদয়কে যুক্তি এবং মন্ত্রণার দ্বারা সাহসপূর্ণ করিতে হয়।"

অদূরে মনুষ্য পদশব্দ শুনা গেল। দীপ্‌চন্দ্‌ ক্ষিপ্রহস্তে কাগজগুলি বাক্সমধ্যে রাখিলেন এবং বাক্সটী সিন্দুকজাত করিলেন।

বিশ্বনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি ইন্দুমতীর অশ্রুসিক্ত হস্ত হইতে পদমোচন করিয়া সোজা সেখানে আসিয়াছিলেন। মুখ বিলক্ষণ ভার, পদগতিতে অস্থির-চিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। দীপ্‌চন্দকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "দীপ্‌, দুরাশা ত্যাগ কর। বেশ সুস্থ শরীরে আছি। আমাদের কিসের অভাব? কিন্তু পক্ষান্তরে ভাবিয়া দেখ, নিষ্ফল হইলে, কি ভীষণ পরিণাম। দীপ্‌, সময় থাকিতে ফিরিয়া এস।"

দীপচন্দ্‌ পূর্ব্বের ন্যায় তীব্র হাঁসি অল্প হাঁসিয়া বলিলেন, "সেনাপতির হৃদয়ে বলের অভাব! বিস্তৃত কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ অধীশ্বরের প্রতিজ্ঞা কি বালকের ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার প্রসঙ্গে পরিণত হইয়াছে!"

বিশ্বনাথ অস্থিরচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "দীপ্, তোমার নিকট আমার কিছুই গোপন নাই। বলহীন! মত্ত-মাতঙ্গের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তাহা ত তুমি জান। এত বল প্রয়োগের কার্য্য নহে, দীপ্, এ যে স্বভাবের কোমল হস্তে রচিত সমস্ত সৎপ্রবৃত্তিকে কঠোর পীড়নের দ্বারা উৎপাটন করা! দীপ্, আমাকে কি প্রতিজ্ঞামুক্ত করিতে পার না?"

দীপ্‌চন্দের সর্ব্বশরীর রাগে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ঘৃণায় ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু প্রবল চেষ্টার দ্বারা শান্ত ভাব ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বনাথের নিকট আসিয়া বসিলেন। দীপ্‌চন্দের বিরক্তিপূর্ণ ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। বন্ধুভাবে হাঁসিয়া বিশ্বনাথের সহিত আলাপ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইন্দুমতীর সহিত কথোপ-কথনের বিষয় সমস্ত অবগত হইলেন।

রমণী! রমণী! দুইটী চক্ষু এবং রঞ্জিত ওষ্ঠাধরের অধিকারিণী রমণী, অনিষ্ট করিবার তোমার কি অপরি-সীম ক্ষমতা রহিয়াছে! জীবনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, স্নেহের জনক জননী, বাল্যের সহচর এবং প্রাপ্তবয়সের সান্ত্বনার স্থল সহোদর, তোমার একটী কটাক্ষের নিকট তাহারা তুচ্ছ হইয়া যায়! পুরুষের শতযুক্তি তোমার একটী নীরব

দৃষ্টির দ্বারা পরাজিত! বহু যত্নে প্রস্তুত অট্টালিকা তোমার স্পর্শমাত্রে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়! রমণী, যাদুকরী! না, যাদুকরী নহে। শত দাম্ভিকতাপূর্ণ পুরুষ অতিশয় দুর্ব্বল। কেবল স্পর্দ্ধা করিতে জানে, কেবল আপনাকে প্রতিজ্ঞার অন্তরালে রাখিয়া বীরত্ব দেখাইবার জন্য ব্যগ্র। এতটুকু প্রতিবন্ধক, সামান্য তাড়না, অল্পমাত্র প্রলোভনের সম্মুখে— সমস্ত স্পর্দ্ধা অন্তর্হিত হইয়া যায়! পুরুষের মুখে কেবল পুরুষ পৌরুষ লাভ করিয়াছে। বিশ্বনাথ! আমার বিস্তৃত মায়া তুমি মনে করিয়াছ দুইটী উজ্জ্বল নয়নের সাহায্যে ছিন্ন করিতে পারিবে? দীপ্‌চন্দ্ বিশ্বনাথের সহিত মিষ্ট কথা কহিতে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ দীপ্‌চন্দ্ বাছিয়া বাছিয়া তূনীর হইতে সমীচীন যুক্তি বাহির করিলেন। দুর্ব্বল হৃদয় বিশ্বনাথ টলিতে লাগিলেন। দীপ্‌চন্দ্ লৌহ-সিন্দুক হইতে বাক্স বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থিত কাগজগুলি একে একে বিশ্বনাথকে পাঠ করিতে দিলেন। রাশিকৃত কাগজের মধ্য হইতে অন্বেষণ করিয়া ক্ষুদ্র লিখন সকল বিশ্বনাথের নিকট রাখিলেন। তাহার পর প্রাচীর-গাত্র হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র লইয়া, বিশ্বনাথের হস্তের নিকট স্থাপন করিলেন এবং বক্ষঃ অনাচ্ছাদিত পূর্ব্বক বলিলেন, "বিশ্বনাথ! এই শাণিত কৃপাণ দ্বারা আমাকে

নিঃশেষ কর! আমি সরলহৃদয়ে তোমার প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি!”

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বন্ধুদ্বয়ের মন্ত্রণা চলিল। সেনাপতি মন্দপদে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সে রাত্রে ইন্দুমতীর কক্ষে তিনি গমন করিলেন না!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বিশ্বাসী দূতদ্বারা কুমার রামলাল এবং আমাকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। দূত আমাদিগকে একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া গেল।

প্রাসাদের একটী গুপ্ত কক্ষে কুমার অধীরভাবে পদচারণ করিতেছিলেন। আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। কক্ষের মধ্যে আরও কয়েকজন রাজপুরুষ কুমারের আদেশ অপেক্ষা করিতেছিলেন।

মহারাজার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। রাজ-বৈদ্য কোন আশা দিতে পারিতেছিলেন না। সে রাত্রি রোগীর পক্ষে ভয়ানক তিনি মনে করিতেছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রোগের ভবিষ্যৎ-গতি নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

কুমার চেষ্টা দ্বারা উদ্বেলিত চিত্ত শমিত করিয়া আমা-

দিগকে বলিলেন, "রাজ্যের মহাবিপদ উপস্থিত, আপনারা সংবাদ পাইয়াছেন। দীপ্‌চন্দ্‌ নগর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথ বিদ্রোহী সৈন্যসহ সীমান্তপ্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে অর্দ্ধেকসংখ্যক রাজসৈন্যের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছি। যুধাজিৎ, তোমার তরবারির তীক্ষ্নতার সহিত রাজ্যের মঙ্গল বিজড়িত রহিয়াছে!"

যুধাজিৎ অগ্রসর হইয়া, তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া, কুমারের পদতলে রক্ষা করিলেন। কহিলেন, "কুমার, দেহে একবিন্দু শোণিত থাকা পর্য্যন্ত এ তরবারি শক্র নিপাতে নিযুক্ত থাকিবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, অদ্য হইতে এক পক্ষের মধ্যে যুধাজিৎ রাজ্য বিদ্রোহিশূন্য করিয়া ফিরিয়া আসিবে।"

কুমার বলিলেন, "বিরার দুর্গের সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া দুর্গ দখল করিয়াছে। অবিলম্বে তাহাদিগকে দুর্গচ্যুত করিয়া দুর্গ পুনরধিকার করা উচিত। তাহা না করিলে সীমান্তপ্রদেশে অগ্রসর হওয়া আমাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে।"

যুধাজিৎ। আমার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য দুর্গের অভিমুখে প্রেরণ না করিয়া, অর্দ্ধেক সৈন্য সেনাপতি দীলবরের অধীনে সীমান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা আবশ্যক। বিরারের বিদ্রোহীরা সীমান্তপ্রদেশ হইতে কোন সাহায্য না পায়, কেবল দৃষ্টি

রাখিতে হইবে। অবশ্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা যেন খণ্ডযুদ্ধ মাত্র হয়। বিরার হইতে আমি তাঁহার সহিত মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত দীল্‌বর সম্মুখরণে নিযুক্ত হইবেন না।

দীল্‌বর্ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কুমারের আজ্ঞা পাইলে আমি সৈন্য লইয়া রাত্রিমধ্যে যাত্রা করিতে পারি। বিদ্রোহী-দিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য আমার সৈন্যগণ অধীর হইয়া উঠিয়াছে।"

কুমার বলিলেন, "আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ভগবান্ তোমাদের সহায় হউন।" আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় বলিলেন, "যুধাজিৎ আমার একটী অনুরোধ আছে। শৈলেন্ বিদেশী হইলেও অত্যন্ত রাজভক্ত এবং বীরপুরুষ। একসময়ে আমার প্রাণরক্ষাও করিয়াছে। তাহার অত্যন্ত অভিলাষ বিদ্রোহ দমনে যথাসাধ্য সাহায্য করে। আমার ইচ্ছা দুইশত পদাতিকের নায়ক করিয়া তোমার অধীনে শৈলেনকে গ্রহণ কর।"

যুধাজিৎ। কুমারের আজ্ঞা পালিত হইবে।

কুমার বিদায় লইয়া পিতার নিকট গমন করিলেন। আমরা গুপ্ত দ্বার দিয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহানল।

বিশ্বনাথের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উদারহৃদয় মহারাজা তাঁহাকে কিরূপ স্নেহ ও সম্মান করিতেন, দীপ্চন্দের বশীভূত হইয়া তাহা ভুলিয়া গেলেন। সিংহাসন লাভ! মহারাজা হইতে হইবে! কুমারের কথা বিশ্বনাথের মনে উদয় হইল। কুমার ত তাঁহার কখনও কোন অনিষ্ট করেন নাই! তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করা—অবশ্য তাঁহাকে মহারাজা হইতে গেলে কুমারকে বঞ্চিত করিতে হইবেই ত! দীপ্চন্দ্ বলিয়াছিলেন যোগ্য লোকেরই সিংহাসনের অধিকারী হওয়া উচিত। রাজ্যলাভের প্রবল ইচ্ছার স্রোতে কুমার ভাসিয়া গেলেন।

দীপ্চন্দের মনুষ্য-চরিত্রের অভিজ্ঞতা বিশেষপরিমাণে ছিল। সিংহাসনের লোভসংবরণ করিতে পারে সেরূপ লোক খুব অল্প আছে, তাহা তিনি জানিতেন। ক্ষমতার আস্বাদ-প্রাপ্ত সেনাপতি বিশ্বনাথের পক্ষে তাহা দুরূহ হইবে, দীপ্চন্দ্

বিলক্ষণ জানিতেন। তাহা না জানিলে তিনি ঐ সর্ব্বনাশ-জনক প্রস্তাব কদাপি বিশ্বনাথের নিকট করিতেন না।

বিশ্বনাথকে করায়ত্ত করিবার পর দীপ্চন্দের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অত্যন্ত সুবিধা হইল। বিশ্বনাথের অধীনস্থ সৈন্য তাহাদিগের সেনাপতির সম্পূর্ণ বশীভূত ছিল। রাজ্যের অর্দ্ধেক সেনার সাহায্য লাভ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত দীপ্চন্দ্ ষড়যন্ত্র বিস্তার করিতে লাগিলেন।

সামান্য চেষ্টায়, লুঠের প্রলোভন দ্বারা, মোল্লাদিগকে উত্তেজিত করিলেন। সীমান্ত প্রদেশের প্রধান রইস্‌দিগের সাহায্যে তথাকার প্রজাগণের মধ্যে অশান্তির সূচনা করিয়া দিলেন। তাহারা সেনাপতি বিশ্বনাথের ঘোরতর পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। অপরিপকবুদ্ধি বিলাসপ্রিয় রাজকুমারকে তাহারা চায় না!

এত শীঘ্র রোগাক্রান্ত হইয়া মহারাজার প্রাণসংশয় হইবে, দীপ্চন্দ্ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু সুযোগ ছাড়িবার পাত্র তিনি ছিলেন না। কালবিলম্ব না করিয়া অনুচরবর্গমধ্যে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অচিরে কাশ্মীরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটী অগ্নিশিখা প্রজ্ব-লিত হইয়া উঠিল! দীপ্চন্দ্ গোপনে রাজধানী ত্যাগ

করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বিরারের দুর্গ বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইল।

শীঘ্র বিরারের দুর্গ রাজসৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হইবে, দীপচন্দ্ জানিতেন। তিনি দুর্গ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিরারের যুদ্ধ।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দাঁল্বর্ শক্তিগড় পর্য্যন্ত আমাদের সহিত একত্র যাইবেন এবং তথা হইতে সীমান্ত প্রদেশের জন্য গমন করিবেন।

সৈন্যরা উৎসাহের সহিত পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। প্রথম সূর্য্যরশ্মির সহিত আমরা শক্তিগড়ে উপনীত হইলাম। তথায় রাজধানী হইতে অমঙ্গল সংবাদ লইয়া একজন অশ্বারোহী আমাদের অপেক্ষা করিতেছিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইবার অব্যবহিতপরে মহারাজা কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার অঙ্কে জীবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি শোকে অত্যন্ত কাতর হইলাম। পিতার মৃত্যুতে কুমার আত্মহারা হইবেন, এই গভীর শোকের সময় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিলাম না, ভাবিয়া অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইলাম।

দীল্‌বর্‌ বিদায় লইয়া সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা অর্দ্ধঘটিকার মধ্যে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া অগ্রসর হইলাম।

দ্বিপ্রহরের সূর্য্যতাপে আমাদের কোন কষ্ট হইল না। সে পর্য্যন্ত পথে বিদ্রোহীদিগের কোন চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইলাম না। সৈন্যরা প্রফুল্লহৃদয়ে পথ অতি-বাহিত করিল এবং দীপ্‌চন্দের ছিন্ন মস্তক কুমারকে উপহার দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইবে, তাহার জল্পনা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেনাপতির আদেশ পাইয়া আমরা পথিমধ্যে অবস্থান করিলাম এবং আমাদের আড়ম্বরবিহীন মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া লইলাম। বিরার আর দুই ক্রোশ পথ দূর ছিল।

সহসা অদূরে, বৃক্ষান্তরালে, একটী অশ্বারোহী সৈনিক দেখিতে পাইলাম। সৈনিকটী যে বিদ্রোহী দলভুক্ত সে সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ ছিল না। যুধাজিতের আদেশে বিংশতিজন অশ্বারোহী সৈন্য বিদ্রোহীর পশ্চাতে ছুটিয়া গেল। তাহার সহিত সাহায্যকারী থাকিতে পারে, সেজন্য যুধাজিৎ বেশী সংখ্যক অশ্বারোহী পাঠাইলেন।

দূর হইতে কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ আমরা

শুনিতে পাইলাম। অল্পক্ষণ পরে আমাদের সৈনিকেরা বিদ্রোহীকে ধৃত করিয়া যুধাজিতের নিকট লইয়া আসিল। সৈনিকটী শক্তিগড় হইতে একটী পুলিন্দা লইয়া বিরার অভিমুখে যাইতেছিল।

যুধাজিৎ পুলিন্দা খুলিয়া পাঠ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। পুলিন্দা দীপ্‌চন্দের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। মহারাজার মৃত্যু সংবাদ তাহাতে ছিল এবং কুমারের প্রাণসংহারের জন্য একটী গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিষয় উল্লিখিত ছিল। যুধাজিৎ অবিলম্বে পত্রসহ বিশ্বাসী দূত রাজধানীতে কুমারের নিকট পাঠাইলেন এবং বিদ্রোহী সৈনিকের প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন।

আমরা অল্প সময়ের মধ্যে বিরারের সন্নিকট হইলাম। দুর্গের বাহিরে জনপ্রাণির সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল না। কেবল কয়েকটী ক্ষুদ্র কামান আমাদিগের দিকে তাহাদের লৌহমুখ প্রসার করিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। দুর্গশিরে রাজপতাকার পরিবর্ত্তে বিদ্রোহীদিগের পতাকা উড়িতেছিল।

রণভেরী বাজিয়া উঠিল। কালাতিপাত না করিয়া সহস্র পদাতিক সৈন্য কামানের সাহায্যে দুর্গদ্বারের

নিকটস্থ স্থান আক্রমণ করিল এবং চারি সহস্র সৈন্য দুর্গটী সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিল। দুর্গটী প্রাচীন ছিল, কিন্তু যত্নের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল। আমাদের উপর্য্যুপরি আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল।

দুর্গপ্রাচীরের সর্ব্বস্থানে থাকিয়া বিদ্রোহীরা আমাদিগের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিল। কামাননিঃসৃত গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল, কিন্তু আমাদিগের সেরূপ কোন ক্ষতি করিতে পারিল না।

অকস্মাৎ দুর্গের উত্তর পার্শ্বস্থিত সৈনিকেরা পশ্চাৎ হইতে বিদ্রোহী দ্বারা আক্রান্ত হইল। বহুসংখ্যক বিদ্রোহী দুর্গের বহির্দ্দেশে, কিয়দ্দূরে, গোপনভাবে আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। অসমসাহসের সহিত যুধাজিৎ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্গ আক্রমণের কথা বিস্মৃত হইলেন না। উত্তর পার্শ্বস্থিত দুইটী কামান নিঃশব্দ করিয়া, দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার দুইশত সৈনিকের সহিত এই চারিশত পদাতিক লইয়া অগ্রসর হও। কামানের মুখ শীঘ্র বন্ধ করা চাই, পশ্চাৎ হইতে অবিরত গোলাবর্ষণ হইলে আমাদের সমূহ বিপদ হইতে পারে।"

আজ্ঞা প্রাপ্তি-মাত্র আমি কামান লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম। দুর্গস্থিত বিদ্রোহীরা প্রথমে আমার গতি বুঝিতে পারে নাই, ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পন্নের চেষ্টা করিব, অনুমান করিতে পারে নাই। আমি অল্প সময়ের জন্য সুবিধালাভ করিয়া অনেকটা অগ্রসর হইলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম বিদ্রোহীরা আমার পথরোধ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইতেছে। দ্রুতবেগে অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া প্রাচীরস্থিত বিদ্রোহীদিগকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলাম। পশ্চাতে অপরার্দ্ধ সৈন্য আসিতে লাগিল, তাহারা ঘুরিয়া কামান আক্রমণ করিবার জন্য আমার আদেশ পাইয়াছিল। বিদ্রোহীরা ভীষণ যুদ্ধ করিল। ক্রমে আমার অবস্থা আশঙ্কাযুক্ত হইল। তখন আমার ইঙ্গিত পাইয়া অন্য পথাবলম্বী সৈনিকেরা দ্রুতগতিতে আমার সহিত মিলিত হইল। বিদ্রোহীরা প্রবল যুক্ত আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। আমি অবিলম্বে কামানদ্বয় দখল করিলাম।

দূর হইতে যুধাজিৎ সমস্ত দেখিতেছিলেন। তাঁহার সন্নিকটে প্রাচীরস্থিত বিদ্রোহীরা হটিয়াছে দেখিতে পাইয়া, ক্রমাগত সৈন্য ঐ স্থানে পাঠাইতে লাগিলেন। দুর্গের বাহিরে যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য তিনি আদৌ ব্যস্ত

ছিলেন না। ক্রমে বহুসংখ্যক সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রাচীরস্থিত বিদ্রোহীরা পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়া বহুসংখ্যায় নিহত হইল। অবশেষে দুর্গদ্বার দিয়া রাজসৈন্য ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন দুর্গাধিকারের আর বিলম্ব রহিল না।

বহিঃস্থিত বিদ্রোহীরা, রাজসৈন্য দ্বারা দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে দেখিয়া, ভগ্নোৎসাহ হইল। যুধাজিৎ আর একবার প্রবল বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। বিদ্রোহীরা ক্রমশঃ পিছনে হটিতে লাগিল। রণে অনেক বিদ্রোহী প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা যুদ্ধ করা নিষ্ফল দেখিয়া পলায়ন করিল।

সন্ধ্যা আগত হইল। রাজসৈন্য বিজয়লাভের পর দুর্গমধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিল। দীপ্‌চন্দকে কিন্তু কোন স্থানে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া গেল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতির শোধ।

আমরা রাজধানী এবং সেনাপতি দীল্‌বরের নিকট হইতে সংবাদের অপেক্ষায় তৎপর দিবস বিরার দুর্গে অতিবাহিত করিলাম। দীল্‌বর্ সংবাদ পাঠাইলেন, বিশ্বনাথের সৈন্য তখনও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহে। মোল্লারা, দীপ্‌চন্দ্ এবং বিশ্বনাথের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাজধানী হইতে আদেশ আসিল, সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত বিদ্রোহীরা যদি অবিলম্বে অস্ত্রত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করে, মহারাজা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, নতুবা অচিরে যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং বিদ্রোহীদিগের প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করা হইবে না। রাজকুমারের প্রাণসংহারের জন্য মিলিত ষড়যন্ত্রকারীরা কারারুদ্ধ হইয়াছে। মহারাজার মৃত্যুর পর কুমার সিংহাসন অধিরোহণ করিয়াছেন।

মহারাজা বিশ্বনাথকে একখানি ক্ষমাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। দীপ্‌চন্দের কুশিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিদ্রোহা-

চরণ করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে ক্ষমার পাত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে মহারাজা প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অনর্থক প্রজাক্ষয় তাঁহার অভিলাষ নহে। পত্রে দীপচন্দ্ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না।

বিরারের দুর্গ রক্ষার উপযোগী সৈন্য রাখিয়া আমরা পর-দিবস প্রাতে সীমান্ত প্রদেশের জন্য যাত্রা করিলাম। মধ্যাহ্নের সময় সেনাপতি দীলবরের সহিত মিলিত হইলাম।

দূতদ্বারা, বিশ্বনাথ এবং বিদ্রোহীদিগের নিকট, মহারাজার আদেশ প্রেরিত হইল।

দূতমুখে অবগত হইলাম, বিশ্বনাথ রাজাজ্ঞা পালনের জন্য ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু দীপচন্দের পরামর্শ পাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। দীপচন্দ বিদ্রোহীদিগকে একত্রিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "বিরারের দুর্গ অধিকার করিয়া যুবক গর্ব্বস্ফীত হইয়াছে। শীঘ্র বিরার পুনরায় আমাদিগের হস্তগত হইবে। মোল্লাদিগের সাহায্যে আমরা অনায়াসে রাজসৈন্যকে সিন্ধুনদের অপর পারে বিতাড়িত করিতে পারি!"

আমরা আর কালক্ষেপ না করিয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলাম। এক ভাগের চালনার ভার স্বয়ং দীপচন্দ্ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের অর্দ্ধক্রোশ অগ্রে তিনি শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিরারে বীরত্ব প্রকাশের পুরস্কার স্বরূপ যুধাজিৎ আমাকে এক সহস্র পদাতিকের অধিনায়ক পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। দীল্‌বরের অধীনে তিন সহস্র সৈন্য দিয়া দীপ্‌চন্দকে ত্বরায় আক্রমণ করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ দিলেন। দীপ্‌চন্দের সৈন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে আমরা তাহাদিগকে শিবিরের মধ্যে আক্রমণ করিলাম। দাম্ভিক দীপচন্দ্‌ কূট পরামর্শে চতুর ছিলেন, কিন্তু রণবিদ্যায় তাঁহার অভিজ্ঞতা খুব কম ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সৈন্য বিধ্বস্ত এবং পরাজিত হইল। দীপ্‌চন্দকে আমরা বন্দী করিলাম।

বিদ্রোহীদিগকে রণে ক্ষান্ত দিয়া অস্ত্রত্যাগের জন্য যুধাজিৎ বিশ্বনাথের নিকট পুনরায় দূত পাঠাইলেন। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে অনেকে রাজসৈন্যের নিকট সম্পর্কীয় লোক ছিল। জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যে অস্ত্রচালনা অত্যন্ত কঠিন হৃদয়ের কার্য্য জানিয়া, যুধাজিৎ সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে, দূত পাঠাইয়াছিলেন। দীপ্‌চন্দের পরাজয় এবং বন্দী হওয়ার সংবাদ বিদ্রোহীরা পাইয়াছিল। বিশ্বনাথ সৈন্যদিগের অভিমত লইয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন।

রাত্রি মধ্যে আমরা সংবাদ পাইলাম, বিশ্বনাথ বিষ-পানের দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

অবস্থা বুঝিয়া মোল্লারা কোষবদ্ধ অসির সহিত পর্ব্বত-কন্দরে প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিতৃপ্তি, শরীর অথবা আত্মার ?

একদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া শুনিলাম নহবদ বড় মিঠা বাজিতেছে। প্রকৃতি হাস্যময়ী। শানাইয়ের শব্দ হৃদয় পুলকিত করিয়া শ্রোতার মানসে সুপ্ত আশা জাগাইয়া তুলিতেছে।

রামলালের অসংখ্য ভৃত্যেরা বাসন্তী রঙ্গের বসন পরিয়া প্রফুল্লচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কয়েকটী শুভ্র-পরিচ্ছদধারী আগন্তককে দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের বেশভূষা দেখিয়া রাজধানীর লোক মনে হইল না। শুনিলাম তাঁহারা রাত্রিশেষে কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তে স্থিত ফতেগড় নগর হইতে আসিয়াছেন। রামলালের দুহিতার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য বরপক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সে দিবস দীপচন্দের বিচার শেষ হইয়া তাহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। মহারাজা অন্য দুইজন রাজ-

পুরুষেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং কয়েকজনকে কাশ্মীর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

আমি মন্দপদে প্রাসাদ হইতে গৃহে ফিরিলাম। আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনার জন্য উৎসবের আয়োজন হইতেছিল। আমি ভয়ত্রাসিতের ন্যায় আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। দিবাভাগ বর্ত্তমান থাকিলেও চতুর্দ্দিক আমার নিকট অন্ধকারপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার! ঘনীভূত অন্ধকার! তথায় আলোক-রেখার প্রবেশ পর্য্যন্ত অধিকার নাই! আমি ধীরে ধীরে নয়ন মুদিলাম। অসহ্য শোকের ভারে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

সুখমোহে নিমজ্জিত থাকিয়া আমি একবারও ভাবি নাই, এমন দিন আসিবে। প্রথম চিন্তায় যাহা মনে উদয় হইতে পারে, আমি যত্নের সহিত তাহা হৃদয়ের বহুদূরে রাখিয়াছিলাম। সে বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান দিলে জীবন যে শূন্য হইয়া যায়! যমুনালাভ করিবার আশা দুরাশা, ভাবিবার আমার সাধ্য ছিল না। অস্থি-মজ্জার সহিত যাহার চিন্তা গ্রথিত, প্রত্যেক ধমনীতে যাহার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকে যে কখন পাইব না ভাবিবার অপেক্ষা নিজের অস্তিত্বের

অবর্ত্তমানের কথা চিন্তা করা আমার পক্ষে সহজ কল্পনা ছিল! এখন ভীষণ বর্ত্তমান আসিয়া দণ্ডায়মান! মমতা-শূন্য হস্ত প্রসার করিয়া আমার সম্মুখ হইতে হৃদয়ের সমস্ত চিন্তাদ্বারা রচিত সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র আবরণটী ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। শত চেষ্টায় আমি সেই কঠোর হস্তের গতি রোধ করিতে পারিতেছিলাম না!

কেন আমি হৃদয়ে এ দুরাশাকে স্থান দিয়াছিলাম? যতদূর সাধ্য আমার হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু তাহার ত কোন কারণ পাইলাম না! দর্পণে কেন মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয়, স্বচ্ছবারিরাশি নির্ম্মল চন্দ্রকে কেন বক্ষে ধারণ করে, পতঙ্গ দীপ্ত অগ্নিশিখা অভিমুখে কেন ধাবিত হয়, কেন তীরবিদ্ধ হইবার জন্য হরিণী বংশীধ্বনি-দ্বারা মোহিত হয়, যমুনাকে কেন হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম, আমি তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না! দেখিলাম অতীতের স্মৃতির সহিত, যখন তাহাকে নয়নে দেখি নাই সেই অতীতের স্মৃতির সহিত, যমুনা জড়িত রহিয়াছে! কিশোর সময়ের চিন্তাগুলি যমুনাতে মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার স্মৃতি বহু অতীত কাল পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছে! মনে হইল যমুনার গীত কর্ণে শুনিবার বহুপূর্ব্বে, আমি হৃদয়মধ্যে শুনিতে পাইয়া-

ছিলাম! যমুনার নূপুরধ্বনি যেন আমার কাশ্মীরে আসিবার বহুপূর্ব্বে হৃদয়ে কতবার বাজিয়াছে! যমুনার সলজ্জ চঞ্চল দৃষ্টি, তাহার কমনীয়ভাব, যেন সমস্ত জীবন উপাসনা করিয়া আসিয়াছি। মনে হইল আমি যমুনাকে হৃদয়ে স্থান দিই নাই, যমুনা আমার হৃদয় রচনা করিয়া লইয়াছে!

সেই যমুনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে! আমার চিন্তা করিবার শক্তি ক্রমশঃ রহিত হইয়া আসিল। আমি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। আমার অজ্ঞাতসারে দৃষ্টি গবাক্ষ ভেদ করিয়া উদ্যানের উপর পড়িল। দেখিলাম বৃক্ষলতাগুলি অন্য দিনের ন্যায় পুষ্পভরে নত হইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়াছে। নীলাকাশ চিরাভ্যাস মত তারকাগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। কেহ ত প্রিয়বস্তুকে বিসর্জ্জন দেয় নাই! আমাকে কি কেবল যমুনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে?

কিন্তু যে যমুনা-বিসর্জ্জনের চিন্তায় হৃদয় প্রতিমুহূর্ত্তে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, সে কি আমার চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকে? যমুনার সলজ্জ দৃষ্টি এবং আরক্তিম গণ্ড, যাহাকি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইতে পারে, তদ্ব্যতীত আমি তাহার হৃদয়ের ভাব অনবগত ছিলাম।

যমুনা কেন তাহার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া অন্যের কণ্ঠালিঙ্গন করিবে না? অনুগ্রহে পালিত বিদেশীর জন্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী যমুনার অনুরাগ কি সম্ভব? আমার শরীর অবসাদযুক্ত হইলে। আমি জ্ঞানবিরহিতের ন্যায় উপাধানে মুখ লুকাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।

এতক্ষণ আমি অনুরাগের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, রামলালের কথা আমার স্মরণপথে আসে নাই। কি করিয়া রামলালকে বলিব আমি তাঁহার তনয়ার প্রেমের ভিখারী? বৃদ্ধ, উন্নত-হৃদয় রামলাল, যিনি সহায়হীন যুবককে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছিলেন, কি করিয়া তাঁহাকে বলিব সেই অকৃতজ্ঞ যুবক তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য উন্মত্ত! যিনি সরলচিত্তে, শঙ্কাশূন্য-হৃদয়ে, তাঁহার অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া আত্মীয়ের অধিক যত্নপ্রকাশ করিয়াছিলেন, লজ্জাহীন হইয়া কি করিয়া তাঁহাকে বলিব, আমি সেই সরল বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছি! লজ্জায় ঘৃণায় আমি মরিয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম, প্রেম যে হৃদয়কে অধিকার করে, সে হৃদয়ে কি কৃতজ্ঞতার স্থান নাই? প্রেমের সহিত কি অন্য চিত্তবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে না? নিগ্রহ-প্রিয় প্রেম কি হৃদয় হইতে অন্য উচ্চ কামনা সকলকে বিদূরিত করে?

তাহার পর নিয়তির কথা ভাবিলাম। আমার পিতৃশোক-কাতর-হৃদয় নিয়তি কিরূপ স্নেহ সিঞ্চিত করিয়াছিলেন, ভ্রাতাকে ডাকিয়া আনিয়া, শতপ্রশংসাদ্বারা ভূষিত করিয়া, কিরূপে আমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, স্মরণ হইল। সেই অকৃত্রিম স্নেহের কি সুন্দর প্রতিদান দিবার জন্য আমি অগ্রসর হইয়াছি !

তাহার পর সমাজ, শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিলেও নির্দ্দয় সমাজ কি আমার বাসনা পূরণের সহায়তা. করিবে ? রোগে, শোকে, বিপদে, মমতাশূন্য, কিন্তু নিষ্ফল পীড়নে অগ্রগামী সমাজ কি কখনও যমুনাকে আমার হইতে দিবে ? কি দুরাশা আমি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি !

জানি, একটী দুর্ব্বল কণ্ঠের প্রতিবাদে সমাজের কঠোরতা দূর হইবে না। নির্ম্মমতা বক্ষে লইয়া সমাজ দর্পের সহিত বিচরণ করুক, তাহার হৃদয়হীনতা আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি কিন্তু অবিশ্বাসের দ্বারা রাম-লালের স্নেহের প্রত্যর্পণ করিতে পারিব না ! নিয়তির স্নেহময় অন্তঃকরণকে আমার জন্য লজ্জিত হইতে দিব না। হৃদয় বিদীর্ণ হউক, জীবন শ্মশানে পরিণত হউক, রামলালের সুখের সংসার আমার দ্বারা অশান্তিপূর্ণ হইবে না ! যমুনার জন্য আমার এই দুর্ভাগ্য অনুরাগ হৃদয়ে-জাত হইয়া হৃদয়েই

লান হইবে! আমি ভগ্নহৃদয়ে, অস্ফুটস্বরে, যমুনার গীতের একটী অংশ, পরিতৃপ্তি শরীর হইতে আত্মায় চালিত হইলে তাহার বিনাশ নাই, আবৃত্তি করিতে লাগিলাম।

তথন এক অপূর্ব্ব ভাবের দ্বারা আমার হৃদয় অধিকৃত হইল। যমুনার মুখে আমার জন্য প্রেমানুরাগের কথা শুনিয়া তাহার নিমিত্ত হৃদয়ে আসন রচনা করি নাই! তাহার বাহু-যুগল আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার জন্য আমার চিত্ত উদ্বেগপূর্ণ করে নাই! তাহার নয়নযুগল আমারই জন্য উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়া আমার হৃদয়ে সুখের আশা প্রস্ফুটিত করে নাই! তবে কেন যমুনাবঞ্চিত হইবার চিন্তায় আমার হৃদয় কাতর হইতেছে! যমুনা যেখানে, যতদূরে, যে অবস্থায় থাকুক না কেন, যমুনা আমারই থাকিবে! আমার হৃদয়ের সাম্রাজ্ঞী যমুনাকে বিচ্যুত করিতে পারে সে সাধ্য কাহারও নাই। অন্তরের যমুনা অতিযত্নের সহিত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অন্তরে রক্ষিত থাকিবে, মুহূর্ত্তের জন্য নয়নের অন্তরালে যাইতে দিব না। ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম যমুনা হৃদয় পূর্ণ করিয়া আছে, সে যমুনাকে বিসর্জ্জন দিবার চিন্তা করিয়া কি বাতুলের কার্য্য করিয়াছিলাম!

আমি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। হঠাৎ পান্নালাল আমার কক্ষে

প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে অনেকক্ষণ দেখিতে পাই নাই, শরীর কি অসুস্থ আছে?"

আমি বলিলাম, "না"। আমার মনে হইল আমার শুষ্ক বিবর্ণ মুখ আমার উত্তরের সপক্ষতা করিতেছে না।

পান্নালালের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে আমি কক্ষের বাহিরে আসিলাম। পান্নালাল মধ্যে মধ্যে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

আলোকপূর্ণ গৃহে রামলাল আগন্তুকদিগের সহিত বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া অঙ্কিত রহিয়াছে। আগন্তুকেরা কথোপকথনে নিযুক্ত না থাকিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া ছিলেন। পান্নালালকে আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, "যমুনার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। বরের পিতা শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কাকা পূর্ব্বে সম্মত হইয়াছিলেন। সমস্তই ঠিক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এক্ষণে যমুনার বিবাহ দিতে পারিবেন না বলিতেছেন, কবে দিবেন তাহাও বলিতে পারিতেছেন না।" বলিয়া পান্নালাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি অবনতমস্তকে চিন্তা করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে পান্নালাল আবার বলিলেন, "যমুনার বালিকা-সুলভ

আপত্তিতে কাকাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইতে হইবে। তা ছাড়া এরূপ অবস্থাপন্ন শিক্ষিত পাত্র সর্ব্বদা পাওয়া যায় না।"

আমি একটী সদুত্তর করিতে পারিতেছিলাম না বলিয়া খুব লজ্জাবোধ করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে ভাবিয়া বলিলাম, "তা হ'লে কি হবে?"

পান্নালাল বলিলেন, "বিবাহ এখনকার মত ত স্থগিত থাকিল। বরপক্ষীয়েরা ফিরিয়া যাইবে।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুপ্রিয় পান্নালাল।

কয়েক দিবস হইল আমার সহিত পান্নালালের সদ্ভাবটা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বের তাচ্ছিল্যভাব সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মুরুব্বির চালে মধ্যে মধ্যে আমাকে দু'একটা পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত অশ্বারোহণে ভ্রমণের জন্য প্রত্যহ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি পান্নালালের পরিবর্ত্তনে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যভাব না দেখাইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিলাম। তাহাতে পান্নালালের সন্তোষ বৃদ্ধি হইল, বুঝিতে পারিলাম।

একটী চিন্তা অহরহ আমাকে তীব্র যাতনা দিতে লাগিল। কখন বা কষ্টের অধিক অসহ্য সুখে কাতর করিতে লাগিল। বিবাহে যমুনার অসম্মতির কারণ কি? আমি শতবার প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, "যমুনার অসম্মতির কারণ কি?" আমি বুঝিতে পারিলাম না যমুনা কেন

তাহার পিতার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিল। একটী ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। যমুনার হৃদয় কি এ হতভাগ্যের জন্য স্নেহদ্বারা স্পন্দিত হইয়াছিল? মুহূর্ত্তের জন্য সুখচিন্তায় চিত্ত অবশ হইল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য! মুগ্ধ হৃদয় যে কেবল কল্পনা-দ্বারা যমুনার অসম্মতির একটী স্বার্থযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল স্মরণ করিয়া পুনরায় হতাশ হইলাম।

আমি বৈকালে পান্নালালের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলাম। বহুমূল্য পোষাক পরিয়া পান্নালাল উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের সহিত স্থানটী সুগন্ধে পরি-পূর্ণ হইল। ভ্রমণে যাইবার জন্য আমাকে ডাকিলেন। কিন্তু ভ্রমণে যাইবার আমার সেরূপ ইচ্ছা ছিল না শুনিয়া গৃহমধ্যে ফিরিয়া গেলেন এবং পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন। আমি কিছু লজ্জিত হইলাম। সৌজন্য প্রকাশ করিয়া পান্নালাল আমার সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

এরূপ সময়ে পান্নালালের একটী বন্ধু তথায় আসিলেন। তাঁহার নাম প্রিয়লাল। প্রিয়লাল আসিয়াই গল্পের ফোয়ারা খুলিয়া পান্নালালের কৌতুক জন্মাইতে লাগিলেন।

পান্নালাল প্রিয়লালের প্রত্যেক কথায় হাঁসিয়া অধীর হইলেন।

প্রিয়লালের সহিত আমার অল্প পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পগুলি মার্জ্জিত রুচিসঙ্গত নহে, সেজন্য আমি সেগুলি সেরূপ উপভোগ করিতে পারিতেছিলাম না। প্রিয়লাল আমার মনের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিয়া আমার মনোরঞ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুকালের পরিচিতের ন্যায় আমার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈলেন্ বাবু, কাশ্মীরে ত অনেক দিন কাটাইলেন, দেশটা লাগিল কিরূপ?"

আমি বলিলাম, "খুব ভাল।"

তাঁহার প্রশ্নের একটী ছোট উত্তর দিয়া শেষ করিলাম দেখিয়া পান্নালাল এবং প্রিয়লাল উভয়ে হাঁসিয়া উঠিলেন। আমি কিছু অপ্রস্তুত হইলাম।

প্রিয়লাল বলিলেন, "আমাদের সম্মুখে অবশ্য আমাদের দেশের নিন্দা করা ভদ্রোচিত নহে, কিন্তু এত সংক্ষেপে প্রশংসা করিলেন, ভালরূপে তাহার অর্থগ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে আপনি কিরূপ পছন্দ করেন?"

প্রিয়লালের প্রশ্ন আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করিল।

আমার মানসিক অবস্থার সহিত প্রিয়লালের প্রশ্নের এমন একটী সম্বন্ধ রহিয়াছে দেখিলাম, যাহাতে আমার মনে হইল প্রিয়লাল আমার হৃদয়ের গুপ্তকথা অবগত হইয়াছেন। আমি মনের ভাব গোপন করিয়া, হাঁসিয়া বলিলাম, "সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি কাশ্মীরের কন্যারা যে সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইবেন, আমার পক্ষে বলা নিষ্প্রয়োজন।"

আমি তাহার পর হইতে কিছু স্ফূর্ত্তির সহিত তাঁহা-দিগের সহিত কথাবার্ত্তায় যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম।

সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া পান্নালাল তাঁহার বন্ধুর সহিত আমাকে তাঁহার বসিবার ঘরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমার ন্যায় পান্নালালের সম্পূর্ণ অধিকারে একটী দ্বিতল গৃহ ছিল। তিনি বন্ধুদিগকে অনেকসময়ে সেখানে আনিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। আমি তাঁহার গৃহে বড় যাইতাম না। অবশ্য তিনিও খুব কম সময়ে আমাকে যাইতে বলিতেন। কিন্তু পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পান্নালাল সাদরে তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য আমাকে ডাকিলেন। আমরা উভয়ে তথায় গমন করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে পান্নালালের আর একটী বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গল্পের মধ্যে অবিরত হাঁসির স্রোত

চলিতে লাগিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিলাম।

প্রিয়লাল পুরাতন বন্ধুর ন্যায় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত একবার বঙ্গদেশে যাইতে বড় ইচ্ছা করে। শুনিয়াছি ইংরাজ বণিকেরা সেখানে রাজ্যস্থাপনের অভিলাষ করিয়াছেন?"

আমি অল্প হাঁসিয়া বলিলাম, "অদ্য রজনীর বেশী কি এ ইচ্ছা আপনার হৃদয়ে স্থান পাইবে?"

প্রিয়লাল অপ্রতিভ না হইয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন, "বন্ধুর দেশে গমন করিব, ইহা কি আপনার নিকট বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হইল?"

পান্নালালের দ্বিতীয় বন্ধুটী অমনি বলিয়া উঠিলেন, "যাইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি?"

ফলে আমাকে অপ্রস্তুত হইতে হইল। আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না।

পান্নালালের ভৃত্য আমাদিগের সম্মুখে একটী পূর্ণ রৌপ্য পাত্র এবং কয়েকটী পানীয় পাত্র রাখিয়া গেল। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, পাত্রটী মদিরাপূর্ণ!

প্রিয়লাল আমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, ভৃত্য চলিয়া

যাইবার পর বলিলেন, "শৈলেন্ বাবু, অল্প পান দ্বারা চিত্ত প্রফুল্ল করার বোধ করি আপনিও পক্ষপাতী। অবশ্য এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বর্গস্থিত দেবতাদিগকে অনুকরণ করিয়াছি, কি বলেন?"

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পান্নালাল এক-পাত্র মদিরা গলাধঃকরণ করিলেন।

পান্নালালের দ্বিতীয় বন্ধুটী বলিয়া উঠিলেন, "তাহাতে সন্দেহ কি!" এবং নিজে একটী পাত্র পূর্ণ করিয়া লইয়া কার্য্যদ্বারা কথার তাৎপর্য্য আমাদিকে বুঝাইয়া দিলেন।

অবশ্য পান্নালাল এবং প্রিয়লাল উভয়ে হাঁসিয়া উঠিলেন। পান্নালালের অপর বন্ধুটীও সেই সঙ্গে হাঁসিয়া উঠিলেন। পান্নালাল একটী ক্ষুদ্র পাত্র পূর্ণ করিয়া আমাকে পান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি পান করিয়া থাকি না, অতএব পান্নালালকে অনুরোধ করিতে নিষেধ করিলাম।

পান্নালাল কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, "তা বেশ্, তোমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন-কার্য্য করিতে বলিতে পারি না। এ গ্রীষ্মের সময়ে একটু সরবত্ পান করিতে বোধ হয় আপত্তি করিবে না।" এবং

ভৃত্যকে ডাকিয়া আমার জন্য সদ্যোজাত বেদানার সরবত্ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

আমি এত সহজে নিষ্কৃতি পাইব আশা করি নাই; অগত্যা অল্প সরবত্ পান করিয়া পান্নালালকে আপ্যায়িত করিলাম।

প্রিয়লাল ইতিমধ্যে আরও দু'এক পাত্র মদিরা পান করিয়াছিলেন। আমার জন্য সরবত্ পানের ব্যবস্থা দেখিয়া কিছু টানাসুরে বলিলেন, "দেখ পান্নালাল বাবু, তোমার সামঞ্জস্য বোধের জন্য আমাকে প্রশংসা করিতে হইল। হইলই বা সরবতের ব্যবস্থা, কিন্তু তুমি শৈলেন্ বাবুকে একটা পানের সুবিধা করিয়া দিয়া, তাঁহাকে আশু লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছ!"

পান্নালালের দ্বিতীয় বন্ধুটী অমনি ভাবযুক্ত টানাসুরে বলিয়া উঠিলেন, "তাহাতে সন্দেহ কি!"

আর অধিকক্ষণ সে স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে স্থির করিয়া আমি পান্নালালের নিকট বিদায় চাহিলাম। পান্নালাল বিরক্তি-ভাব প্রকাশ না করিয়া আমাকে বলিলেন, "নেহাত্ যাইবে যদি আর একটু সরবত্ পান করিয়া যাও।" এবং নিজ হস্তে সরবত্ ঢালিয়া আমাকে পান করিতে দিলেন।

পান্নালালকে সামান্য কারণে অসন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি সরবত্ পান করিলাম। পান্নালাল স্বহস্তে সুবাসিত তাম্বুল আমাকে দিলেন।

আমি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা আমার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। দেখিলাম আমার উঠিবার শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। ক্রমশঃ বোধ হইল পান্নালাল এবং মদিরাপাত্রবেষ্টিত তাঁহার বন্ধুরা বিষম পাক খাইয়া কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আমি আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। শয়ন করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল। মুহূর্ত্তপরে আমি সংজ্ঞাশূন্য হইলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অবরোধ।

ছোট একটী নদী পর্ব্বতমালার পার্শ্ব দিয়া বহিয়া যাইতেছে। দক্ষিণাপবনে ছোট ছোট ঢেউগুলি উঠিতেছে পড়িতেছে। একটী ক্ষুদ্র তরী আরোহণ করিয়া আমি চলিয়াছিলাম। তরঙ্গের বিক্ষোভে তরীখানি তালে তালে নাচিতেছিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ক্ষীণরশ্মি তরীর পালখানিকে স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়াছিল। স্বর্ণরঞ্জিত পার্ব্বতীয় প্রকৃতি অনিমেষ নয়নে দেখিতেছিলাম। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তাহার উপর পর্ব্বত, অতিযত্নে সাজান রহিয়াছিল। পবনহিল্লোলে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষের পাতাগুলি, নদীবক্ষস্থিত ঢেউগুলির ন্যায়, দুলিতেছিল। পথশ্রান্তা নির্ঝরিণী স্রোতস্বতীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ রহিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। নদীবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতমালা, দূরে, অনেক দূরে সরিয়া গেল। নদীর কলেবর সেই সঙ্গে বাড়িতে লাগিল, ক্রমশঃ এত বড় হইয়া উঠিল, আমি আর কূল দেখিতে

পাইলাম না। প্রবল ঝটিকা পালখানিকে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। আমি আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলাম ক্ষুদ্র তরী সে বেগ সম্বরণ করিল। তাহার পর কার্ম্মুকনিঃসৃত শরের ন্যায় তরী পবনমুখে ছুটিয়া চলিল। আমি প্রতিমুহূর্ত্তে জলমগ্ন হইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সহসা দেখিলাম দূরে নদীবক্ষে গগনস্পর্শী মস্তক উত্তোলন করিয়া একটী বৃহৎ পর্ব্বত রহিয়াছে। তরীখানি অসহ্যবেগে সেই পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। অবিলম্বে সেই পর্ব্বত-মূলে তরী ঝটিকার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইল। আমি ভীষণ প্রতিঘাতের আশঙ্কায় চক্ষু নিমীলিত করিলাম। তবুও তরী বেগে চলিয়াছে অনুভব করিলাম। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম বহুদূরে পর্ব্বত সরিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় বেগে তরী পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তরীর অসহ্য বেগে আমার মস্তক ঘূরিতেছিল, আমি আর চিন্তা করিতে না পারিয়া, এত বিপদের মধ্যেও ধীরে শয়ন করিলাম। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। আমি নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

কি মধুর স্বর! কি অপূর্ব্ব গীত! আমার কর্ণদ্বয় সুমিষ্ট ধ্বনি দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। কে মধুরভাবে ঐ গান গাহিতেছিল? কাহার ঐ মধুর নূপুরধ্বনি? কোথা হইতে পুষ্পগন্ধ আসিয়া দিক আমোদিত করিয়া তুলিল!

এ বিশাল অরণ্য মধ্যে আমি কি করিয়া আসিলাম! ঐ যে অশ্বপদধ্বনি শুনা যাইতেছে! কে এ নির্জ্জন অরণ্যে অশ্ব ছুটাইয়া আসিতেছে? প্রাণভয়ে ভীত একটী হরিণী ছুটিয়া অগ্রে পলাইতেছিল। একবারমাত্র সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে হরিণী ছুটিয়া চলিয়া গেল। অশ্বপৃষ্ঠে এ কে, কুমার, সখা! আমি অশ্বের সম্মুখীন হইয়া কাতরে করযোড়ে হরিণীর প্রাণ-ভিক্ষা করিলাম। বীরের বধ্য অনেক হিংস্র পশু অরণ্য পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, নির্দ্দোষী হরিণীর প্রাণ সংহার করিয়া কুমারের গৌরব কিছু বৃদ্ধি হইবে না! একি, কুমার আমার কাতর প্রার্থনা শুনিলেন না, অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন! আমি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলাম।

পৃষ্ঠে কঠিনদ্রব্যের ঘর্ষণে আমার সংজ্ঞা লাভ হইল। আমি কোথায় ছিলাম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রস্তরনির্ম্মিত একটী কক্ষের মধ্যে একাকী রহিয়াছি বোধ হইল। ইহাও কি স্বপ্নের একটী অংশ! আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিলাম। ক্রমশঃ পান্নালাল এবং তাহার প্রদত্ত সরবত্ পানের কথা মনে পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম

আমাকে একটী কক্ষমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পান্নালালের হঠাৎ বন্ধুভাব প্রদর্শনের কথা স্মরণ হইল, কিন্তু আমাকে মাদক দ্রব্য পান করাইয়া অবশেষে অবরোধে রাখিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। কতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ছিলাম এবং কোথায় আসিয়াছিলাম তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

কক্ষের একটী মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। কক্ষটী খুব উচ্চ ছিল। প্রাচীরের উপরিভাগে, আলোক এবং বায়ু আসিবার জন্য. দুইটী রন্ধ্র ছিল। রন্ধ্র দিয়া আলোক আসিতেছিল দেখিয়া জানিলাম তখনও দিবা রহিয়াছে।

সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া আমি চিন্তামগ্ন হইলাম। রাগে শরীর কাঁপিয়া উঠিল। জীবনে এমন কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছি মনে হইল না, যাহার জন্য ঘৃণিত অপরাধকারীর ন্যায় কারারুদ্ধ হইতে পারি। কাপুরুষের ন্যায় তীব্র মাদক সেবন করিতে দিয়াছিল, পান্নালালের পক্ষে খুব শুভ বলিতে হইবে, নতুবা নিশ্চয় তাহার জীবনসংশয় হইত। পান্নালাল কিরূপে আমাকে এই অবস্থায় নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিল? রামলাল কি তাহার বৈরিতাচরণ হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না? তাহার পর যমুনার কথা মনে উদয় হইল।

যমুনাকে ভাল বাসিয়া অবশ্য আমি রামলালের নিকট অপরাধী হইয়াছিলাম, কিন্তু যমুনার প্রতি অনুরাগের কথা ত আমি কাহারও নিকট ব্যক্ত করি নাই! হৃদয়-মধ্যে আমি তাহা অতি গোপনে রাখিয়াছিলাম। কুমার—মহারাজাকে, প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও বলি নাই; জীবনে কাহারও নিকট সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব মনে করি নাই। জীবনের শেষে অন্য সমস্ত বাসনার সহিত তাহা ভস্মসমষ্টিতে পরিণত হইবে। আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। আমি অবরোধের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

দ্বার উন্মোচনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম চারিজন সশস্ত্র প্রহরী উন্মুক্ত কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একজন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আপনার আহার প্রস্তুত।"

আমি প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি এখানে কেন আনীত হইয়াছি? এস্থানটী কোথায়?"

প্রহরী কিছু ভদ্রভাবে বলিল, "আপনার সহিত অত্যাবশ্যকীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা কহিতে আমরা নিষিদ্ধ আছি। জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর পাইবেন না।"

আমি আর কিছু না বলিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া আছি এবং তাহাও আমার নহে। আমি প্রহরীর সহিত কক্ষের বাহিরে আসিলাম। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। মুক্তবায়ু সেবন করিতে পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

দেখিলাম গৃহটী বড়। যতদূর দেখিতে পাইলাম সারি সারি ছোট বড় কক্ষ সকল রহিয়াছে। গৃহটী প্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত এবং পরাতন বোধ হইল।

প্রহরী আমাকে স্নান করিবার স্থানে লইয়া গেল। স্নানের পর আহারের জন্য অপর একটী কক্ষে প্রবেশ করিতে হইল। পরিচ্ছন্নভাবে আহার্য্য একটী পাত্রে রক্ষিত ছিল। আহার শেষ করিয়া প্রথম কক্ষের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইল। প্রহরী দ্বার রুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল দেখিয়া আমি বলিলাম, "পশুর ন্যায় অস্বাস্থ্যকর কক্ষমধ্যে দিবারাত্রি বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য কি তোমাদের প্রভুর আদেশ আছে?"

প্রহরী বলিল, "আমরা আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র। বৈকালে একঘণ্টা বায়ু সেবনের জন্য বাহিরে আসিবার আদেশ আছে।"

প্রহরী দ্বার রুদ্ধ করিল। গৃহমধ্যে সমান্য একটী শয্যা প্রস্তুত ছিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

একখানি পত্র।

আমার সংজ্ঞালাভের পর কয়েক দিবস অতিবাহিত হইয়াছে। নিয়মিত প্রত্যূষে, আহারের সময়, এবং বৈকালে, কিছুক্ষণের জন্য আমি কক্ষের বাহিরে আসিতে পাইতাম। অবশিষ্ট সময় অন্ধকার কক্ষে কাটাইতে হইত। ক্রমে এরূপ ভাবে দিনাতিপাত করা আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। আমার মনে হইল ইহা অপেক্ষা সাধারণ অপরাধীর ন্যায় কারাবাস, যেখানে ইচ্ছা করিলে মনুষ্যের সহিত আলাপ করিতে পারা যায়, শতগুণে বাঞ্ছনীয়। প্রহরী কিম্বা ভৃত্যদিগের সহিত আমি বাক্যব্যয়ের চেষ্টা করিতাম না, জানিতাম আমার কোন প্রশ্নের উত্তর পাইব না। পাঠের জন্য পুস্তক ছিল না। আমি একজন প্রহরীকে একখানি পুস্তক যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, সে হাসিয়া উঠিয়াছিল!

অবরোধকারীদিগের উদ্দেশ্য কি? কতদিন আমাকে

এইরূপ কারাগারে ফেলিয়া রাখিবে? তাহারা কি আমার প্রাণনাশের ইচ্ছা করে? সংজ্ঞাহীন অসহায় অবস্থায় অনায়াসে তাহাদের মনস্কাম সিদ্ধ করিতে পারিত। আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু বন্দীভাবে সময় ক্ষেপণ যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। স্থির করিলাম পলায়নের জন্য একবার অমানুষিক চেষ্টা করিব। কিন্তু সফল হইব বোধ হইল না। চারিজন প্রহরীকে অতিক্রম করিয়া পলায়ন দুঃসাধ্য বোধ হইল। নাইবা সফল হইলাম? তখনকার মানসিক অবস্থায় অন্য যে কোন পরিবর্ত্তন আলিঙ্গন করিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। মৃত্যু পর্য্যন্ত শ্রেয়স্কর ছিল।

নৈশ ভোজনের জন্য প্রহরী দ্বার খুলিল। অভ্যাসমত ভোজনাগারে গমন করিলাম। আহারের জন্য বসিলাম, কিন্তু আহার করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে পাচক পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি কোন আহার্য্য দ্বিতীয় বার চাহিতাম না, কিম্বা পাচক স্ব ইচ্ছায় আহারের সময় দ্বিতীয় বার আসিত না। দেখিলাম একটী ব্যঞ্জন দিতে পাচক ভুলিয়া গিয়াছিল। প্রহরীরা আহারের সময় কক্ষের বাহিরে বসিয়া থাকিত। তাহাদের অনুমতি

লইয়া পাচক ব্যঞ্জনহস্তে পুনর্ব্বার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্যঞ্জন রাখিবার সময় নত হইয়া সে আমার আসনের উপর কুণ্ডলীকৃত একখানি কাগজ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। আমি শীঘ্র আহার সমাপন করিয়া উঠিলাম।

মিত্রের ন্যায় কে আমাকে কারামধ্যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল যদিও নিশ্চয় করিতে পারিলাম না, তথাচ অত্যন্ত আনন্দ বোধ হইল। কক্ষের মধ্যে আসিয়া অস্থিরচিত্তে প্রহরীর দ্বাররোধের জন্য অপেক্ষা করিলাম। মনে হইল প্রহরী অন্যায় বিলম্ব করিতেছে। দ্বার রুদ্ধ হইবার পর আলোকের নিকট গমন করিয়া আগ্রহের সহিত প্রথমে পত্রপ্রেরকের নাম পড়িতে চেষ্টা করিলাম। পত্রখানি অত্যন্ত কুঞ্চিত হইলেও লেখা স্পষ্ট পড়িতে পারা যাইতেছিল। দেখিলাম পত্রপ্রেরিকা যমুনা। যমুনা! আমি চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিলাম, সত্যসত্যই পত্রখানি যমুনার নিকট হইতে আসিয়াছে! আমি পত্র পাঠ না করিয়াই আহ্লাদাতিশয্যে অভিভূত হইলাম।

তাহার পর স্থির হইয়া পত্র পাঠ করিলাম। "কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তে, নির্জ্জন অরণ্য সীমায়, একটী ভগ্নদুর্গের মধ্যে, আবদ্ধ রাখিবার জন্য আপনাকে লইয়া

যাইতেছে। কতকগুলি মিথ্যা রচনা দ্বারা পিতার ক্রোধ এবং বিরাগ জন্মাইয়া পান্নালাল আপনাকে এই দশায় নিক্ষেপ করিয়াছে। ফতেগড়নিবাসী রামরূপ পান্নালালের দুষ্কার্য্যে প্রধান সাহায্যকারী আপনাকে পিতার আশ্রয় হইতে বিতাড়িত করা পান্নালালের আন্তরিক ইচ্ছা। শীঘ্র পলায়ন করিবেন, কারণ চরিত্রহীন পান্নালাল ঈর্ষার বশীভূত হইয়া করিতে পারে না এরূপ কার্য্য নাই। যমুনা।"

রামরূপের সহিত যমুনার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। যমুনার দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া সে পান্নালালের সহিত আমার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য মিলিত হইবে, তাহা স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই পান্নালাল রামলালকে বুঝাইয়াছিল, যমুনা আমার দ্বারা পরিচালিত হইয়া রামরূপের সহিত বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে! চরিত্রহীন পান্নালাল নীচ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগিনীর চরিত্রে কলঙ্কলেপনে পর্য্যন্ত ঘৃণা বোধ করিল না! স্নেহশীল রামলাল পান্না-লালের ধূর্ত্ততার মধ্যে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন ভাবিয়া আমি নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম।

পত্রখানি উপর্য্যুপরি পড়িলাম। যে আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া পত্রপাঠ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাতে কিন্তু

নিরাশ হইলাম। আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া যমুনা উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিল, কিন্তু যাহা জানিবার জন্য আমার হৃদয় স্পন্দশূন্য হইয়াছিল, তাহা পত্রের মধ্যে পাইলাম না! নারীর কোমল অন্তঃকরণ অপরের বিপদ দর্শনে বিগলিত হইয়া থাকে, পত্র হইতে কি যমুনার অনুরাগ অনুমিত হইতে পারে? যমুনার সহিত আমি কখন বাক্যবিনিময় করি নাই; পত্রে অনুরাগ প্রদর্শনের অভাব কি স্ত্রীসুলভ লজ্জাশীলতার জন্য, অথবা অনুরাগ অবিদ্যমান হেতু?

আমি বহুকষ্টে যমুনার চিন্তা হৃদয়মধ্যে দমন করিতেছিলাম, যমুনার পত্র পাইয়া আমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইল। আমি ব্যাকুলহৃদয়ে যমুনার পত্রখানি বক্ষের উপর রাখিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে আমি কারাবাসের কষ্ট বিস্মৃত হইলাম। যমুনার একখানি পত্রের জন্য আমি সমস্ত জীবন আহ্লাদের সহিত বন্দীভাবে কাটাইতে পারি! যমুনার অনুরাগ প্রদর্শনের কথা আমার মনে আসিল না। যমুনাকে আমার হৃদয়ের পূজা দিয়া আপনাকে কত সুখী মনে করিলাম! যমুনা সে পূজা গ্রহণ করিবে কি না, জানিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিলাম না!

তৈলাভাবে কক্ষস্থিত প্রদীপ নিভিয়া গেল। আহারের

পর বেশীক্ষণ আলোকের সহবাস ভোগ করিতে না পারি, সে বিষয়ে প্রহরীদিগের তীক্ষ্নদৃষ্টি ছিল।

রন্ধ্র দিয়া বিদ্যুতের তীব্র আলোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। বজ্রাঘাতের শব্দে কক্ষটী কাঁপিয়া উঠিল। আবার বিদ্যুতের আলোকে কক্ষের উপরিভাগ আলোকিত হইল। পুনরায় কক্ষটী ভয়ভীত জীবের ন্যায় শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এত প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, পুরাতন গৃহটী যে তাহার স্থানাধিকার করিয়া থাকিবে, আমার সন্দেহ হইল। আমি যমুনার পত্রখানি বক্ষে ধারণ করিয়া কক্ষমধ্যে বিদ্যুতের ক্রীড়া দেখিতেছিলাম। বৃষ্টিপাতের বিরাম ছিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল। প্রাঙ্গণে শান্ত্রী প্রহর ডাকিল। অস্ফুট শব্দমাত্র কক্ষে প্রবেশ করিল।

যমুনার পত্র গোপনে শয্যামধ্যে রাখিয়া আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম। বৃষ্টি অবিরাম পড়িতেছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধারে বিপত্তি।

প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। প্রাঙ্গণে রাশীকৃত জল দাঁড়াইয়াছে। প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর কক্ষ-মধ্যে আসিলাম।

আমি অজ্ঞানাবস্থায় কাশ্মীরের একপ্রান্তে আনীত হইয়া-ছিলাম, যমুনার পত্র পাইবার পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারি নাই। অচৈতন্য হইয়া এত দীর্ঘকাল ছিলাম! মহারাজা আমাকে সহসা অদৃশ্য হইতে দেখিয়া কি মনে করিতেছিলেন? পান্নালাল কর্ত্তৃক কোন রূপ বিপদে নিপাতিত হইয়াছি জানিতে পারিলে তিনি কি আমার উদ্ধারের জন্য যত্ন করিতেন না? তবে কি রাজধানীতে আমার অবর্ত্তমানের কোন মিথ্যা কারণ আরোপিত হইয়াছে? আমি কক্ষমধ্যে পদসঞ্চালন করিতে করিতে চিন্তামগ্ন হইলাম।

কক্ষের এক কোণে অল্প জল সঞ্চিত রহিয়াছে দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। কক্ষমধ্যে জল প্রবেশ করিবার কোন

পথ ছিল না। অবনত হইয়া দেখিলাম জলের একটী সূক্ষ্ম রেখা প্রাচীরস্থিত দুইখণ্ড প্রস্তরের মধ্য হইতে আসিয়া গৃহতলের উপর সঞ্চিত হইতেছে এবং তথা হইতে গৃহতল-স্থিত প্রস্তরদ্বয়ের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। এত সামান্য জল সঞ্চিত ছিল এবং এত ধীরে সে জল প্রস্তরমধ্যে অন্তর্হিত হইতেছিল, নিকটে যাইয়া না দেখিলে, বুঝিবার সাধ্য ছিল না। অন্য অবস্থায় থাকিলে তত গ্রাহ্য করিতাম না, কিন্তু বন্দীভাবে থাকিয়া সামান্যকারণে আশার সঞ্চার এবং হৃদয় নিরাশাযুক্ত হইতেছিল। আমি গৃহতলস্থিত প্রস্তর দুই-খণ্ডের পার্শ্বদেশ শিথিল করিতে প্রয়াস করিলাম, কিন্তু কার্য্য অত্যন্ত দুরূহ বোধ হইল। ইতিমধ্যে দেখিলাম সঞ্চিত জল নঃশেষিত হইয়াছে।

আমি দ্বিপ্রহরে প্রস্তর দুইখণ্ডের পার্শ্বদেশ পানীয় জলদ্বারা সিক্ত করিলাম। সন্ধ্যার পর গৃহস্থিত কাষ্ঠাসন হইতে একটী লৌহশলাকা বাহির করিয়া প্রস্তরের সন্ধিস্থান খনন করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ চেষ্টা করিবার পর কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইলাম, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন ফললাভ হইল না।

পূর্ব্বদিনের ন্যায় সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হইল। আমি প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলাম, রাত্রের মধ্যে বর্ষার জল প্রস্তর দুই খণ্ডের চতুস্পার্শ্বে সঞ্চিত হইয়া, অভাবনীয়রূপে আমার কার্য্যের

সহায়তা করিয়াছে! প্রস্তর দুইখণ্ড অল্প নড়িতেছে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। প্রস্তর যেরূপ উচ্চ মনে করিয়াছিলাম, এত শীঘ্র নড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। আমি আগ্রহের সহিত খনন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম একখানি প্রস্তর বেশ নড়িতেছে; উত্তোলনের চেষ্টা করিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদান্তঃকরণে দেখিলাম, দুই অঙ্গুলিমাত্র গভীর একখানি প্রস্তর উঠিয়া আসিল!

আমি গভীররাত্রে প্রস্তরোত্তলন কার্য্যে পুনরায় নিযুক্ত হইলাম। দ্বিতীয় প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করা অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য হইল। প্রস্তরের নিম্নে একখণ্ড কাষ্ঠ পাতা ছিল। কাষ্ঠখণ্ডের গাত্রে একটী ক্ষুদ্র আঙ্গটা ছিল। আঙ্গটাটী টানিতে গিয়া দেখিলাম সহসা কাষ্ঠখণ্ড ঘুরিয়া নিকটস্থ প্রস্তর মধ্যে প্রবেশ করিল। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম ভূগর্ভমধ্যে একটী সুড়ঙ্গ রহিয়াছে! প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, সে রাত্রে কোন কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলাম না।

তাহার পরদিবস অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করিলাম। মনে হইল দিবা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সময় কোন প্রকারে অতিবাহিত হইতে চাহে না। পূর্ব্বদিনের ন্যায় সন্ধ্যার পর প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া রাত্রের

জন্য তৈল সঞ্চয় করিলাম। মধ্যরাত্রে প্রস্তর উত্তোলনের পর কাষ্ঠখণ্ড অপসৃত করিলাম।

তখন সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না ভাবিতে লাগিলাম। অল্প চিন্তার পর স্থির করিলাম ভাগ্যে যাহাই থাকুক সুড়ঙ্গের মধ্যে নিশ্চয় প্রবেশ করিব। প্রদীপটী সুড়ঙ্গের মুখে রাখিয়া আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। জল-পাত দ্বারা পথ পিচ্ছিল হইয়া থাকিবে ভাবিয়া আমি অত্যন্ত সাবধানের সহিত প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম নামিবার জন্য সোপান রহিয়াছে। আমি প্রদীপহস্তে সোপান আরোহণ করিলাম। সুড়ঙ্গ বেশ প্রশস্ত ছিল, দুইজন লোক পাশাপাশি অক্লেশে যাইতে পারে। অনেককাল ব্যবহৃত হইয়াছে বোধ হইল না, কিন্তু সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণকারী বহু অর্থ-ব্যয় দ্বারা তাহা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার অনেক নিদর্শন পাইলাম। আমি ধীরপদে অগ্রসর হইলাম। অনেক দূর আসিলাম, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করিয়াছি মনে হইল, তথাচ সুড়ঙ্গটী শেষ হইতেছে না দেখিয়া চিন্তাযুক্ত হইলাম।

অবশেষে অদূরে আরোহণ করিবার জন্য সোপান দেখিতে পাইয়া উদ্বেগশূন্য হইলাম। সুড়ঙ্গমুখের ন্যায় সোপানাবলীর উপর একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপিত আছে দেখিলাম।

কাষ্ঠ সংলগ্ন একটী আঙ্গটাও ছিল। আমি আঙ্গটাটী ধরিয়া টানিলাম, কাষ্ঠখণ্ড মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। কোথায় আসিয়াছি দেখিবার পূর্ব্বে প্রবল বায়ুর দ্বারা আমার হস্তস্থিত প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

আমি অন্ধকারে সোপান আরোহণ করিলাম। সোপান অতিক্রম করিয়া একটী আলোকশূন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সুড়ঙ্গদ্বার স্বেচ্ছায় রুদ্ধ হইল। অনুভব দ্বারা বুঝিলাম গৃহমধ্যে কেহই নাই। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম উন্মুক্ত দ্বার দিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিতেছে। গৃহের বহির্দ্দেশে আসিয়া দেখিলাম আমি অরণ্য মধ্যস্থিত একটী ভগ্ন মন্দিরের ভিতর হইতে নির্গত হইয়াছি!

পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। সঞ্চলিত বায়ু ললাটস্থিত স্বেদ অপহরণ করিল। আমি নিকটস্থ বৃক্ষমূলে বিশ্রামার্থ বসিলাম।

সেস্থানে বেশীক্ষণ থাকা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে জানিয়া শীঘ্র ভগ্নমন্দির পরিত্যাগ করিলাম।

নিবিড় অরণ্য। নিশীথে নির্গমের পথ অবগত হইবার উপায় ছিল না। তথাপি চলিলাম। ক্রমশঃ অরণ্য এত নিবিড়ঃহইল, চন্দ্রালোক বৃক্ষান্তরাল হইতে আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

সহসা বজ্রমুষ্টিতে পশ্চাৎ হইতে কে আমার বাহুদ্বয় বেষ্টন করিয়া ধরিল! বহু আয়াসলব্ধ স্বাধীনতা এত অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় হারাইতে হইবে, মুহূর্ত্তের জন্য আমি তাহা মনে স্থান দিই নাই। কিন্তু শোক-চিন্তা দ্বারা মর্ম্মপীড়িত হইবার অবসর তখন আমার ছিল না। আমার শরীরের সমস্ত বলের সহিত আক্রমণকারীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিলাম এবং আমার দক্ষিণ পদদ্বারা সজোরে তাহার পদদ্বয়ে আঘাত করিলাম। আক্রমণকারীর হস্তবন্ধন শিথিল হইতেছে অনুভব করিয়া আমি কৌশলের সহিত, পুনরায় বল প্রয়োগ দ্বারা, তাহাকে কিয়দ্দূরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম। তৎক্ষণাৎ আক্রমণকারী দণ্ডায়মান হইয়া কোষ-নিষ্কাসিত তরবারি দ্বারা আমাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আমি বক্রভাবে সরিয়া গিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলাম। তাহার হস্তস্থিত তরবারি সশব্দে ভূমিতে নিপতিত হইল! আমি পরক্ষণে তাহাকে আক্রমণ করিলাম এবং অল্পসময়ের মধ্যে পরাভূত করিলাম। কিন্তু ভূপতিত হইবার পূর্ব্বে আক্রমণ-কারী ওষ্ঠদ্বারা তীব্র একটী শব্দ করিল। নিস্তব্ধ অরণ্য সে শব্দে প্রতিধ্বনিত হইল। মুহূর্ত্তপরে অস্ত্রধারী পুরুষদিগের দ্বারা আমি বেষ্টিত হইলাম। অবিলম্বে তাহারা আমাকে বন্দী করিল!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বলবানের বিচার।

আমি আক্রান্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম, প্রহরীরা আমার পলায়নের বিষয় জানিতে পারিয়া, আমার অন্বেষণের জন্য অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং অবশেষে আমাকে ধরিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু অস্ত্রধারীদিগের পরিচ্ছদ এবং আকার দেখিয়া তাহাদিগকে দুর্গস্থিত প্রহরী বোধ হইল না। আমি বিলক্ষণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। একটী সামান্য জীবন পুনঃ পুনঃ বিপৎপাতের মধ্য দিয়া কেন নীত হইতেছিল আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! যন্ত্র-চালিতের ন্যায় আমি অস্ত্রধারী পুরুষদিগের সহিত চলিলাম।

আমরা অনেকদূর আসিলাম। আকাশে উজ্জ্বল চন্দ্র বিদ্যমান সত্ত্বেও নিবিড় অরণ্য অমানিশার ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। অস্ত্রধারীরা অভ্যাসবশতঃ তাহাদিগের পথ নির্ণয় করিয়া যাইতেছিল।

অরণ্য মধ্যে একটী পরিষ্কৃত স্থানে আমরা উপনীত হইলাম।

আমাদিগের পদশব্দ শুনিতে পাইয়া দূর হইতে এক ব্যক্তি একটী সাঙ্কেতিক শব্দ করিল। আমার বন্ধনকারীর মধ্য হইতে একজন অপর একটী তীব্রশব্দ দ্বারা তাহার প্রতি উত্তর দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে অসংখ্য আলোকপূর্ণ একটী সজ্জিত স্থানে আমরা প্রবেশ করিলাম। শতাধিক অস্ত্রধারী পুরুষ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। তাহাদিগের নানা বর্ণের পোষাক উজ্জ্বল আলোকপাতে বর্দ্ধিতশোভন হইয়াছিল। গভীর রাত্রি তাহার সূর্য্যালোক দীপ্ত দিবার ন্যায় অতিবাহিত করিতেছিল। তাহারা যে দুর্ব্বলের সর্ব্বস্বহারী সমাজের শত্রু তস্করবৃন্দ তাহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

উচ্চ আসনের উপর উপবিষ্ট শ্মশ্রুধারী একজন পুরুষের নিকট আমাকে লইয়া গেল। পুরুষটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছিল। বৃহৎ রৌপ্যনির্ম্মিত আলবোলা হইতে তামাকু সেবন করিতে করিতে উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান লোক-দিগের বক্তব্য শুনিতেছিল। এক পার্শ্বে প্রহরিবেষ্টিত একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী এবং একটী বালক দাঁড়াইয়া ছিল।

একজন অস্ত্রধারী পুরুষ বলিতেছিল, "সর্দ্দার, রমণী আমার প্রাপ্য। ইহার স্বামীকে আমি প্রথম অস্ত্রাঘাত দ্বারা

জখম্ করিয়াছিলাম, বলহীন হইবার পর, করিম তাহার প্রাণনাশ করিতে পারিয়াছিল।"

করিম অগ্রসর হইয়া কর্কশস্বরে বলিল, "সর্দ্দার, রমণীর স্বামী বলশালী পুরুষ ছিল। অস্ত্রদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও সে বিক্রমের সহিত লড়াই করিয়াছিল, কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যে আমার তরবারির আঘাতে তাহাকে প্রাণশূন্য হইতে হইয়াছিল।"

এই সময় অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে রমণীর রুদ্ধ ক্রন্দন-ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। রাগে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল।

সর্দ্দার মুখ হইতে আলবোলার নল খুলিয়া বলিল, "আরে অওরত্, তুই কাহাকে পছন্দ্ করিস্?" রমণী তাহার স্বামীর হন্তারকদিগের মধ্য হইতে একজনকে মনোনীত করিবার জন্য আদিষ্টা হইল!

রমণী সর্দ্দারের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কহিল যে অস্ত্রে তাহার স্বামীকে বিনাশ করা হইয়াছে তদ্দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হউক। কঠোর হস্তে দুইজন অস্ত্রধারী রমণীকে উত্তোলন করিয়া ধরিয়া রহিল।

সর্দ্দার বিকট হাঁসিয়া বলিল, "ঐ নাজনীন্, মরিতে

চাহিতেছিস্ কেন? তোর উমর্ অল্প, জীবনে বহোত্ সুখ বাকী আছে!”

কথাটা সর্দ্দার রসিকতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, অতএব প্রচলিত প্রথানুযায়ী অনুচরবর্গ হাঁসিয়া তাহার রসগ্রহণ করিল। সর্দ্দার রমণীটী করিমের প্রাপ্য স্থির করিল। স্ফীতবক্ষে করিম রক্ষীদিগের নিকট হইতে রমণীকে লইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিল।

সন্তানকে রাখিয়া যাইতে হইল দেখিয়া রমণী পাগলিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল। রক্ষীরা বালকসম্বন্ধে সর্দ্দারের আদেশ প্রার্থনা করিল। সর্দ্দার, তামাকু টানিতে টানিতে বলিল, “চার্ টুক্রা করিয়া কবর দাও।” রক্ষীরা বালককে লইয়া গেল।

তাহার পর রক্ষিপরিবেষ্টিত হইয়া আমি সর্দ্দারের সম্মুখে আনীত হইলাম। চক্ষুর উপরে সর্দ্দারের পিশাচের ন্যায় ব্যবহার দেখিয়া নিজের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলাম। শোককাতর জীবন আমি আর বহন করিতে পারিতেছিলাম না। স্থিরভাবে সর্দ্দারের বিচারের ভীষণ অভিনয় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রথম আক্রমণকারী অস্ত্রধারী পুরুষ বলিল, “সর্দ্দার, অরণ্য মধ্যে এ লোকটী গুপ্তভাবে আমাদিগের শিবিরের দিকে

আসিতেছিল। ইহাকে ধরিতে গিয়া আমার জীবন সংশয় হইয়াছিল। লোকটা দুর্দ্দান্ত, আমাকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিয়াছে। এযে গোয়েন্দা সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।"

তখন অপর একটী অস্ত্রধারী বলিল, "সর্দ্দার, আমরা সময়ে উপস্থিত না হইলে মালেক্‌কে জীবনলীলা সম্বরণ করিতে হইত। লোকটা তাহার বক্ষের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল।"

গম্ভীর আওয়াজে সর্দ্দার আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? রাত্রে বনমধ্যে গুপ্তভাবে কেন প্রবেশ করিয়াছিলে, এবং আমার অনুচরকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্য কি?"

আমি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর করিলাম, "আমি বনমধ্যে গুপ্তভাবে প্রবেশ করি নাই। তোমাদের অস্তিত্ব, আমি এক ঘটিকার পূর্ব্বে, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম। আর তোমার অনুচরকে কেন আক্রমণ করিয়াছিলাম," আমি ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলাম, "সশস্ত্রব্যক্তি দ্বারা গভীর নিশীথে অরণ্যমধ্যে আক্রান্ত হইয়া করযোড়ে তাহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করি নাই, সে জন্য অপরাধ স্বীকার করিতেছি।"

সর্দ্দারের একজন অনুচর রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "বন্দি, ব্যঙ্গ করিবার স্থান এ নহে! এখনও জীবিত আছ, সে-জন্য সর্দ্দারের নিকট তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

আমি নিরুত্তর রহিলাম।

ক্রুদ্ধস্বরে সর্দ্দার বলিল, "তোর পরিচয় এখনও দিস্ নাই, এবং অরণ্যের মধ্যে কেন আসিয়াছিলি তাহাও বলিস্ নাই। আসমান্ হইতে হঠাৎ জঙ্গলমধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছিস্, তাহা ত আর নহে! আমার প্রশ্নের সদুত্তর চাই।"

সর্দ্দারের রোষ প্রকাশে ভীত না হইয়া, মনে মনে হাঁসিতে লাগিলাম। পশুর ন্যায় বাঁধিয়া রাখিয়া বীরত্ব প্রকাশ করা, সর্ব্বসময়ে, সর্ব্বদেশে, নিরাপদ জানিতাম! আমি ধীর ভাবে বলিলাম, "ঘটনা চক্রের বশীভূত হইয়া আমি অরণ্য মধ্যে আসিয়াছি, ইহার বেশী পরিচয় দিবার আমার কিছুই নাই। তোমাদের কোন অনিষ্ট চিন্তা করিয়া আসি নাই, কারণ, বলিয়াছি, তোমাদিগের অস্তিত্ব কিছুক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।"

যমুনা সংক্রান্ত কোন কথা তস্কর দিগের নিকট বলিবার আমার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে জন্য যে কোন যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম।

সর্দ্দার ক্রোধে অধীর হইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "নরাধম, তোর দুঃসাহসের পুরস্কার বধ্য ভূমিতে পাইবি। প্রহরি, সত্বর ইহাকে লইয়া যাও।"

আমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়া গেল বুঝিলাম। যমুনা এবং

জন্মভূমির ছবি একবার নয়ন সমক্ষে আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। বক্ষের উপরে যমুনার পত্রখানি যত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। বন্ধনমুক্ত হস্তদ্বয় একবার বক্ষে স্থাপন করিয়া আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলাম। সর্দ্দারকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "দস্যুদলপতি, আমার একমাত্র অনুরোধ, আমাকে বীরের ন্যায় বধ কর।"

ক্রোধান্ধ সর্দ্দার বলিল, "ইহাকে কুক্কুরের ন্যায় বধ করিবে।"

আমি আর বাক্যব্যয় বৃথা জানিয়া নিরস্ত হইলাম।

রক্ষীরা আমাকে বধ্যভূমির দিকে লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর যাইবার পর, দূর হইতে অশ্বক্ষুরোত্থিত শব্দ শুনিতে পাইয়া রক্ষীরা কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইল। অশ্বপৃষ্ঠে সশস্ত্র একজন সুন্দর পুরুষ আমাদের সম্মুখীন হইল। রক্ষীরা তাহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। অশ্বারোহী, একজন রক্ষীর নিকট, বৃত্তান্ত জানিতে চাহিল। সংক্ষেপে রক্ষী সমস্ত কথা বলিল।

অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আমার নিকট আসিল, এবং অল্পক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, সর্দ্দারের নিকট আমাকে লইয়া যাইবার জন্য রক্ষীদিগকে আদেশ দিল।

আমি পুনরায় সর্দ্দারের সম্মুখে আসিলাম। অশ্বারোহীকে দেখিয়া সর্দ্দারের পার্শ্বচরেরা উঠিয়া দাঁড়াইল। সর্দ্দার প্রফুল্ল-

বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন "সমুরু, পিয়ালের সমস্ত সংবাদ শুভ ত?" তাহার 'পর সর্দ্দারের দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। সমুরু সর্দ্দারের নিকট গিয়া কাণে কাণে কি বলিল।

অতঃপর সর্দ্দার আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এখন তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিলাম। তুমি বন্দী থাকিলে। পলায়নের প্রথম চেষ্টায় আমার অনুচরের মধ্যে যে কেহ তদ্দণ্ডে তোমার প্রাণ বিনাশ করিবে।"

সর্দ্দারের আজ্ঞায় রক্ষীরা আমার বন্ধন মোচন করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট চক্র।

অরণ্যমধ্যে দস্যুনিবাস দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। একটী ক্ষুদ্র গ্রামের ন্যায় লোক এবং দ্রব্যাদি দ্বারা অরণ্যভাগ সজীব রহিয়াছিল। স্বল্প সময়ের জন্য তাহারা সেখানে অবস্থান করিতেছিল। প্রয়োজন মত তাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং কোন স্থানে যাইবার পূর্ব্বে একদল ভৃত্য যাইয়া স্থানটী তস্করদিগের বাসোপযোগী করিয়া রাখিত। সেই সময়ে কাশ্মীরের উত্তর প্রান্ত দুরন্ত দস্যুদল দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিল।

দস্যুশিবিরে বিলাসিতা এবং পৈশাচিকতার ভীষণ সম্মিলন দেখিতে পাইলাম। দস্যুদিগের সহিত অনেকগুলি রমণী ছিল। সর্দ্দারের ব্যবহারের জন্য একটী আলাহিদা স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সর্দ্দারের রমণীরা বেগম নামে দস্যুদিগের মধ্যে আহূত হইত। গভীর রাত্রে যখন মদিরা পান করিয়া দস্যুরা উন্মত্ত হইত, তখন সত্য সত্যই দৃশ্য অত্যন্ত ভয়ানক

হইয়া উঠিত। সামান্য কারণে স্ত্রীলোকদিগকে ছুরী দ্বারা বিদ্ধ করা সাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত ছিল।

সম্‌রুকে দস্যুরা বিশেষ সম্মান এবং ভয় করিত। সম্‌রু অল্পদিন হইল দস্যুদলভুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহার বুদ্ধির বলে দস্যুদিগকে অনেকবার সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। সম্‌রু যে সময়ে সর্দ্দার হইবে, তাহার সন্দেহ ছিল না। সে সময় যে কোন দিন ঘটিতে পারে। সর্দ্দারের জীবন নিতান্ত অনিশ্চিত ছিল।

সম্‌রুর ইঙ্গিতে দস্যুরা আমার প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে লাগিল দেখিয়া আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্টানুভব করিলাম; সেই তস্করদিগের কৃপাপ্রদর্শন আমার নিকট বিষতুল্য বোধ হইল।

বধ্যভূমিতে আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল না দেখিয়া মালেক তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। সে বলিতে লাগিল, আমি যে একজন সাহসী পুরুষ তাহা সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। সর্দ্দারের নিকটেও আমার প্রশংসা করিল।

একদিন মদিরাপানে বিহ্বলচিত্তাবস্থায় সর্দ্দার রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় ঘুরাইয়া আমাকে তাহার দলভুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিল। তখন সম্‌রুর দ্বারা কিরূপে শেষমুহূর্ত্তে

আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল স্মরণ হইল। আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। জীবন যাপনের জন্য সকলে একরূপ পন্থা অবলম্বন করে না, সর্দ্দারকে বুঝাইয়া, তখনকার মত তাহাকে শান্ত করিলাম। আমি ইহার পর পলায়নের জন্য দিবারাত্রি সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম।

একদিন বৈকালে দেখিলাম দস্যুরা অতিশয় ব্যস্তভাবাপন্ন হইয়াছে। কেহ অস্ত্র শাণিত করিতেছে, কেহ বন্দুকের ক্ষমতা পরীক্ষা করিতেছে, কেহ বা তাহার অশ্বকে সজ্জিত করিতেছে। সকলের হৃদয় উৎসাহপূর্ণ। আভাসে বুঝিলাম একটী বড় শিকার জুটিয়াছে। কতদূরে তাহারা যাইবে এবং শিকারইবা কোন্ শ্রেণীর, তাহা আমি অনেক চেষ্টার দ্বারাও জানিতে পারিলাম না। কিন্তু মনে আশার সঞ্চার হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সজ্জিত দস্যুরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সর্দ্দার এবং সমরু প্রত্যেক দস্যুর নিকট যাইয়া তাহার অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং আবশ্যক মত গোপনে আদেশ দিতে লাগিল। নিরীহ পথিকদিগের প্রাণসংহারে উদ্যত ভীষণমূর্ত্তি দস্যুদিগকে দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, হায়, সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে ইহাদেরও স্থান আছে!

অরণ্য কাঁপাইয়া দস্যুরা শিবির ত্যাগ করিয়া গেল। দেখিলাম আমাকে অবরোধে রাখিবার জন্য বিশেষরূপ

ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম, রাত্রিশেষে দস্যুদিগের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে, স্বাধীনতা লাভের জন্য একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

প্রহরীদিগের সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার সহানুভূতি প্রকাশে, দ্রবীভূত-হৃদয়ে, একজন প্রহরী তাহার জীবনের ঘটনাগুলি বলিতে লাগিল। সে দস্যুদলে চিরকাল ছিল না। পর্ব্বতকন্দরে তাহারও এক সময়ে একটী ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। সে গৃহ আলোকিত করিয়া তাহার স্ত্রীপুত্রও ছিল। পার্ব্বতীয় গীত গাহিয়া, সেও উপত্যকা হইতে উপত্যকায়, প্রফুল্লমনে বিচরণ করিত। কিন্তু বিধির বিপাকে রোগাক্রান্ত হইয়া, একদিনে তাহার স্ত্রীপুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইল—তাহার গৃহশূন্য হইল! পর্ব্বতে পর্ব্বতে কতদিন ধরিয়া সে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছে। তাহার পর দস্যুদিগের হস্তে পড়িয়াছিল। সেই অবধি সে দস্যু!

যদিও আমার মিষ্ট কথায় প্রহরীরা বশীভূত হইয়াছে দেখিলাম, তাহাদিগের রক্ষণকার্য্যে কোন অবহেলা লক্ষিত হইল না। একবারও তাহারা অস্ত্রত্যাগ কিম্বা আমাকে দৃষ্টির অন্তরাল করিল না। রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আমি হতাশ হইতে লাগিলাম। সহসা অদূরে অশ্বপদ-শব্দ শুনিতে পাইয়া আমার শেষ ক্ষীণ আশা নির্ব্বাপিত হইল!

অল্পক্ষণ মধ্যে স্থানটী অশ্বারোহী সৈন্যে পরিপূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে প্রহরীরা নিরস্ত্র হইল। দস্যু রমণীদিগের রক্ষায় নিযুক্ত প্রহরীরা দ্রুতবেগে অরণ্যমধ্যে পলায়ন করিল। স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠনিঃসৃত কাতরধ্বনিতে কোলাহল বাড়িয়া উঠিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

অশ্বপৃষ্ঠে মহারাজা! বন্দী অবস্থায় সমরু! অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মহারাজা আমাকে দীর্ঘ আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন।

পিরালের রাজকর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মহারাজা অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। পিরাল-প্রদত্ত বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া, রাজধানীতে প্রত্যাগমনের সময়ে, পথিমধ্যে, রত্নলুব্ধ তস্করদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে সর্দ্দারের সহিত বহুসংখ্যক তস্করেরা প্রাণ হারাইয়াছিল। কতক বন্দী হইয়াছিল; অবশিষ্ট পলায়ন করিয়াছিল। সমরু স্বয়ং পিরালে, ছদ্মবেশে যাইয়া, মহারাজার গতিবিধির সংবাদ আনিয়াছিল, কিন্তু, মহারাজাকে কাশ্মীর-সীমায় রাখিয়া যাইবার জন্য, পিরাল রাজসৈন্য-সঙ্গে আসিবে, অবগত হইতে পারে নাই। তাহা জানিলে দস্যুরা মহারাজাকে আক্রমণ করিত না।

সম্‌রু দস্যুদলে মিশিবার পূর্ব্বে রাজধানীতে থাকিত। তথায় সে আমাকে দেখিয়াছিল। মহারাজা আমার সংবাদ-প্রাপ্তির জন্য দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, সম্‌রু পিরালে থাকিবার সময় তাহা জানিয়া আসিয়াছিল। সময়ে আমাকে মহারাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া, পুরস্কার লাভ করিবে, তজ্জন্য সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সর্দ্দারকে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলে নাই। সম্‌রুর বশীভূত সর্দ্দার সমস্ত বিবরণ না শুনিয়া আমার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিয়াছিল। অবশেষে বন্দী হইয়া সম্‌রু জীবন লাভের আশায় আমার সংবাদ দিয়া অরণ্যমধ্যে মহারাজাকে আনিয়াছিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্র সংবাদ।

পান্নালাল অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার দুষ্কার্য্যের সমস্ত কথা রামলালের নিকট প্রকাশ করে নাই। লজ্জাভিভূত হইয়া আমি কারামুক্তির পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছি রামলালকে বলিয়াছিল। দুর্গত্যাগ করিতে বিলম্ব হইলে যমুনার উল্লিখিত নৃশংস আচরণ সম্ভবতঃ কার্য্যে পরিণত হইত!

ক্ষোভপরিপূর্ণহৃদয় রামলালকে দেখিয়া আমি কষ্টানুভব করিতে লাগিলাম। তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমাকে পার্শ্বে বসাইয়া, একটীও কথা না কহিয়া, কেবল স্নেহবিগলিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। একবার বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "কি পাপ অর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম!"

নিয়তি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজধানীতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেজন্য আপনাকে শতধিক্কার দিতেছিলেন। আমাকে পাইয়া তিনি অধীর-হৃদয়ে আহ্লাদাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

আমি প্রাসাদে বাস করিতেছিলাম। মহারাজার স্নেহলাভ করিয়া সুখী হওয়া অপেক্ষা দেখিলাম তিনি আমার প্রতি স্নেহ এবং যত্ন প্রকাশ করিয়া অধিক সুখী হইতেছেন। যে স্নেহ কার্য্যে প্রদর্শিত হয়, কদাচিৎ মুখে ব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহার অধিকারী হইয়া আমার জীবন সার্থক হইল।

অত্যধিক আড়ম্বরের সহিত মহারাজা আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। আমি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলাম। নির্জ্জনে মহারাজাকে লইয়া বলিলাম, "শোক-দগ্ধ-হৃদয়ে সমারোহের স্থান কি আর আছে? দরিদ্রের জীবনে কেন এ মাদতকার স্পৃহা বপন করিতেছ?"

মহারাজা বলিলেন, "জীবন গঠনের কার্য্য কি সকল সময়ে নিজের ইচ্ছানুরূপ হইয়া থাকে?" তাহার পর মুক্তহৃদয়ের হাঁসি হাঁসিয়া বলিলেন, "কাশ্মীরের ভবিষ্যত্ প্রধান অমাত্যের উদ্বাহ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা আমি অবগত আছি, সে সম্বন্ধে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই।"

আমাকে নিরুত্তর থাকিতে হইল।

যমুনার সহিত আমার বিবাহ! যাহা স্বপ্নের অতীত, বাতুলের প্রলাপ, মনে করিয়াছিলাম, তাহা মহারাজার যত্নে

সুসিদ্ধ হইয়াছিল। যমুনাও এই হতভাগ্যের জন্য অনুরাগাধীন হইয়া পূর্ব্বে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল।

একদিন রাজসভা বাগ্দেবীর মানসকুঞ্জে পরিণত হইল। বিভিন্ন দেশ হইতে আহূত লম্বোদর বৃহন্নাসা অধীতশাস্ত্র পণ্ডিতদিগের দ্বারা সভাস্থল পরিপূর্ণ হইল। রাজপুরুষেরা আগন্তুকদিগের অনুকরণে সহজ ভাষায় কথা কহা বন্ধ করিলেন। টিপ্পনীর টিপ্পনী, তাহার সরল ব্যাখ্যা লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এক শ্রেণীর লোক, সময় এবং স্থান দ্বারা পৃথক্ ভাবে রক্ষিত হইলে, সামাজিক বন্ধনে পুনরপি আবদ্ধ হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। শাস্ত্রকারেরা বিষম খাইতে লাগিলেন। বাক্যসঙ্ঘর্ষণে সঞ্জাত-তড়িত্, শিখাগ্রভাগ দিয়া, ব্যোমে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে একজন অষ্টাশীতিবর্ষবয়স্ক মুণ্ডিতমস্তক শাস্ত্রাধ্যাপক একখানি জীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথি হইতে, গুরুগম্ভীরস্বরে, বিবাহ স্বপক্ষে বচন উদ্ধৃত করিয়া, অরুণোদয়ে তমসরাশির ন্যায়, বিপক্ষ শ্রেণীর সমস্ত যুক্তি ধ্বংস করিলেন। শাস্ত্রের সম্মতি পাইয়া মহারাজা আশাতীত বিদায় দ্বারা পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্মানিত করিলেন।

নাট্যশালা অসংখ্য কুসুমদ্বারা সুশোভিত। আলোকাধার বেষ্টন করিয়া পুষ্পরাশি রহিয়াছে। চিত্রগুলি কুসুমদাম-সংলগ্ন। রমণীরা শিরোদেশ, কর্ণমূল, কণ্ঠ এবং বাহুযুগল পুষ্প দ্বারা বেষ্টন করিয়াছেন। রাশীকৃত পুষ্পমাল্য রৌপ্য-পাত্রে রক্ষিত হইয়াছে। কে ঐ সুন্দরী ফুলের হাঁসি হাঁসিয়া যমুনার লজ্জাবৃদ্ধি করিয়া, তাহাকে গীত গাইবার জন্য সাধিতেছিলেন, এবং রহিয়া রহিয়া মহারাজার প্রতি কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন ? মহারাণী লীলা !

লজ্জাবনতমুখী যমুনা গাহিল ঃ আমাকে শোকে নিমগ্ন করিয়া রাখ তাহাতে কাতর নহি, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একবার সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিতে দিও। সেই পুরাতন গীত ! যমুনার সহিত বন্ধন নূতন হইলেও, তাহা বহু পুরাতন বোধ হইতে লাগিল !

সম্পূর্ণ।